NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ বিজাপুরের জঙ্গলে খতম মাও শীর্ষ নেতা

আজ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিন ৭

কলকাতা ৮ জুলাই ২০২৫ ২৩ আষাঢ় ১৪৩২ মঙ্গলবার উনবিংশ বর্ষ ২৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 08.07.2025, Vol.19, Issue No. 29, 8 Pages, Price 3.00

পুলিশি পাহারায় খুলল ল' কলেজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: গণধর্ষণ-কাণ্ডের ১১ দিন পর খুলল সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজ। সোমবার সকাল ৮টায় কলেজ খোলে। এদিন পুলিশে ছয়লাপ ছিল কলেজের প্রবেশপথ। প্রত্যেকের আইডি দেখে ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। ২৫ জুন, ক্যাম্পাসে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠার পর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কলেজ। গোটা কলেজ বন্ধ করে রাখা হবে কেন বা কেন বন্ধ থাকবে পড়াশোনা, কলেজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তে উঠেছিল এই প্রশ্ন। এই প্রেক্ষাপটেই জুলাইয়ে পরীক্ষা থাকায় কলেজ খুলতে চেয়ে বুধবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় কলেজ কর্তৃপক্ষ। এই একই আবেদন জানানো হয় কলকাতা পুলিশকেও। এরপর কলকাতা পুলিশের তরফে চিঠিতে জানানো হয়, কলেজে পঠনপাঠন চালানোর ব্যাপারে কোনও আপত্তি নেই।

কলেজ খুললেও বেশ কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছে কর্তৃপক্ষ। আইডি কার্ড ছাড়া কোনও পড়ুয়া কলেজে ঢুকতে পারবে না। সমস্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সকাল আটটা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত কলেজে থাকতে পারবেন। নির্দিষ্ট সময়ের পরে কেউ কলেজে থাকতে পারবে না। কলেজের সামনে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। কলেজের গার্ডরুম এবং ইউনিয়ন রুম আগের মতোই বন্ধ আছে। অনুমতি ছাড়া কোনও অফিশিয়াল নথিপত্র, এমপ্লয়িজ রেজিস্টার, অ্যাটেনডেন্স রেজিস্টার নষ্ট করা যাবে না।

এদিন প্রথম বর্ষের পড়ুয়ারা কলেজে আসেন অভিভাবকদের সঙ্গে। তাঁদের সবারই গলায় ধরা পড়েছে উদ্বেগ ও আতঙ্ক। এর পাশাপাশি বহু ছাত্র পরীক্ষার ফর্ম ফিল-আপের জন্য সোমবার কলেজে আসেন। এর পাশাপাশি মঙ্গলবার থেকে ক্লাস শুরু হবে এলএলএমদের।

প্রসঙ্গত, গত ২৯ জুন নোটিস দেওয়া হয় কলেজ বন্ধ করার। সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজের গভর্নিং বডির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ৩০ জুন থেকে বন্ধ ছিল কসবার এই আইন কলেজ। কসবার এই আইন কলেজেই ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে এক প্রাক্তনী এবং দুই বর্তমান পড়ুয়ার বিরুদ্ধে। মূল অভিযুক্ত শাসক দলের ঘনিষ্ঠ বলেও জানা গিয়েছে ইতিমধ্যেই। পেশায় তিনি আইনজীবী। কসবার আইন কলেজের এই ঘটনার প্রতিবাদে দিকে দিকে উঠেছে প্রতিবাদের ঝড়। তার মধ্যেই অনির্দিষ্টকালের জন্য সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজের পঠনপাঠন বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয় কলেজের গভর্নিং বডি।

'আইন সকলের ওপরে'

■ **দক্ষিণ কলকাতার কসবা এলাকার ল' কলেজে ছাত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় রাজ্য জুড়ে যখন ক্ষোভ ও বিতর্ক চরমে, তখন অবশেষে মুখ খুললেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজভবনের তরফে এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'আইন কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়;তা সকলের উপরে।' ঘটনার পর থেকেই গোটা পরিস্থিতির উপর তিনি নিবিড় নজর রাখছেন বলেও জানান রাজ্যপাল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত আলোচনা চলছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে রাজভবনের বিজ্ঞপ্তিতে।**

রদবদল

■ ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনে বড়সড় রদবদল। বদল এল ইনটালিজেন্স ব্যুরোর ডিজিপি পদে। এতদিন এই পদের দায়িত্ব সামলে আসা আধিকারিককে পাঠানো হল ট্রাফিকে। সোমবার নবান্নের তরফে এই রদবদলের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। সিদ্ধিনাথ গুপ্তা রাজ্য গোয়েন্দা বিভাগের ডিজি এবং আইজিপি হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। অন্যদিকে, এতদিন গোয়েন্দা বিভাগের এডিজি ও আইজিপি পদে থাকা জ্ঞানবন্ত সিং-কে পাঠানো হয়েছে ট্রাফিক ও পথ নিরাপত্তা বিভাগের এডিজি ও আইজিপি হিসেবে।

'আত্মঘাতী'

■ **সোমবার কোনওরকম কারণ না দর্শিয়েই প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বরখাস্ত করেছিলেন তাঁকে। এর কয়েক ঘণ্টা পরে রহস্যমৃত্যু রাশিয়ার প্রাক্তন পরিবহণ মন্ত্রী রোমান স্টারোভয়েটের। মস্কোর শহরতলিতে নিজের গাড়ির মধ্যেই তাঁর গুলিবিদ্ধ দেহ মিলেছে। রুশ সংবাদমাধ্যমগুলির অবশ্য দাবি, প্রাক্তন পরিবহণ মন্ত্রী 'আত্মঘাতী' হয়েছেন। এদিন রুশ সরকারের আইন ও তথ্য বিষয়ক পোর্টালে রোমান স্টারোভয়েটের বরখাস্তের বিষয়টি জানানো হয়। যদিও পুতিনের এই নিদানের কারণ জানানো হয়নি সেখানে।**

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই নতুন নিয়োগ: হাইকোর্ট

চিহ্নিত অযোগ্যদের পরীক্ষায় না

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসএসসি পরীক্ষার নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে নির্দিষ্ট করে চিহ্নিত অযোগ্যদের কেন নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে স্পষ্ট বারণ করা হল না সেই প্রশ্ন তোলে কলকাতা হাইকোর্ট। পাশাপাশি, সোমবার হাইকোর্ট স্পষ্ট করে দেয় সুপ্রিম কোর্টের রায়ে যাঁরা টেন্টেড বা দাগী বলে চিহ্নিত, তাঁরা স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)-র নয়া নিয়োগে অংশ নিতে পারবেন না।

সোমবার এসএসসি-র নতুন বিজ্ঞপ্তি নিয়ে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের নির্দেশ, কোনও 'দাগী অযোগ্য' প্রার্থী ইতিমধ্যেই যদি আবেদন করে থাকেন, সেই আবেদনপত্র বাতিল করতে হবে। হাইকোর্ট স্পষ্টতই জানিয়ে দিয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। একই সঙ্গে গত ৩০ মে যে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল এসএসসি, তাকে সামনে রেখেই নিয়োগ প্রক্রিয়া চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে বলেও জানায় আদালত।

এদিকে সূত্রে খবর, ২৬,০০০ চাকরি বাতিল মামলায় শূন্যপদে নতুন করে এসএসসি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি নিয়ে একাধিক মামলা চলছে। কমিশনের বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করে একযোগে মোট ৯টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চে চলছে তার শুনানি। বিচারপতি এদিন তাঁর পর্যবেক্ষণে বলেন, 'অযোগ্যদের পরীক্ষা থেকে বাদ দিয়ে নিয়োগ প্রক্রিয়া চালাতে। সুপ্রিম কোর্টের সময়সীমার মধ্যেই সেই নিয়োগ প্রক্রিয়া হোক।' উত্তরে রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'কতবার তাঁরা ফল ভুগবে, সাজা পাবে?' বিচারপতি উত্তরে বলেন, 'তাঁরা প্রতারণা করে চাকরি পেয়েছে তাই তাঁরা বাদ যাবে।'

এদিনের শুনানিতে যোগ্য চাকরিহারাদের পক্ষের আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য বলেন, 'বোর্ডের মোডিফিকেশন আবেদন দেখুন। সুপ্রিম কোর্টে বোর্ডে আবেদন করে বলেছে চিহ্নিত অযোগ্য বাদে বাকিদের শূন্যপদে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বা ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চিহ্নিত অযোগ্য বাদে বাকিদের চাকরিতে কন্টিনিউ করা হোক। সুপ্রিম কোর্ট তার ভিত্তিতে ১৭ এপ্রিল নির্দেশ জারি করে অযোগ্য বাদে বাকিদের চাকরিতে কন্টিনিউ করার এবং গ্রুপ সি, গ্রুপডি কন্টিনিউ করার নির্দেশ দেয়নি। এবং সময়সীমা বেঁধে চার নিয়োগ প্রক্রিয়া করতে নির্দেশ দেয়।'

এরপর বিচারপতি জানান, ২০১৬ শূন্যপদের সঙ্গে নতুন শূন্যপদ যোগ করা যেতেই পারে।

এই প্রসঙ্গে বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'সেটা আর একটা দুর্নীতির দরজা হয়ে দাঁড়াবে। নতুন পদ জুড়লেই সেখানে ফ্রেশরা ঢুকবে, ঢুকে যাবে অযোগ্যরাও। শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে নতুন রুল আরও একটা দুর্নীতির সুযোগ বাড়াবে।' অন্যদিকে, যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের শিক্ষকদের আইনজীবী অনিন্দ্য মিত্র শুনানিতে বলেন, 'এই বিজ্ঞপ্তি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ লঙ্ঘনকারী। কারা বসতে পারবে পরীক্ষায় স্পষ্ট আছে সুপ্রিম রায়ে।' তিনি আরও বলেন, '১০ জুন সুপ্রিম কোর্টের রায় দেখুন চিহ্নিত অযোগ্যরা কোনও সুযোগ পাবে না পরীক্ষায় বসতে। তারপরেও যদি কমিশন মনে করে প্রতারকদের, জালিয়াতকারীদের পুরস্কার দেবে, তারা দিতে পারে।'এরপরই বিচারপতি জানতে চান, 'যদি ৩০ মে এসএসসি রুল বাতিল করে হাইকোর্ট তাহলে সুপ্রিম কোর্টের সময়সীমায় হস্তক্ষেপ হয়ে যাবে কি না তা নিয়েও। উত্তরে যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের শিক্ষকদের আইনজীবী অনিন্দ্য মিত্র বলেন, '১ জানুয়ারি ২০১৬ অনুযায়ী ন্যূনতম বয়স ২০ হলে পরীক্ষায় বসতে পারবে। ৯ বছরের বয়সজনিত ছাড় দেওয়া হয়েছে। সেটা বিজ্ঞপ্তিতে কোথাও উল্লেখ নেই।' বিচারপতি উত্তরে বলেন, 'আপনার সওয়াল অনুযায়ী ২০১৬ ঘোষিত শূন্যপদ এবং রুল মেনেই পরীক্ষা নিতে হবে।'

এরপরই এই প্রসঙ্গেই হাইকোর্ট স্পষ্ট নির্দেশ দেয়, 'দাগি অযোগ্য' চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগপ্রক্রিয়া থেকে বাদ দিতে হবে। বিচারপতি স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন, নতুন যে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তাতে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত অযোগ্যরা অংশ নিতে পারবেন না। তাঁদের ছাড়াই সংগঠিত করতে হবে নিয়োগ প্রক্রিয়া। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে নিয়েই করতে হবে নিয়োগ প্রক্রিয়া।

ব্রিকসের মঞ্চে সরব মোদী

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দু'মুখো নীতি নয়

রিও ডি জেনেরিও, ৭ জুলাই: সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে আন্তর্জাতিক মঞ্চে সরব হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ঐক্যবদ্ধভাবে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ব্রিকস দেশগুলির কাছে আহ্বান জানিয়েছেন মোদী। ব্রাজিলে ১৭ তম ব্রিকস সম্মেলনের 'শান্তি ও নিরাপত্তা এবং বৈশ্বিক শাসনের সংস্কার' বিষয়ক আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মোদী বলেন, 'সন্ত্রাসবাদ মানবতার জন্য ক্ষতিকর।' রবিবার ব্রিকসের সভায় বিশ্বের রাষ্ট্রনেতাদের সামনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'পহেলগাঁও হামলা শুধু ভারতের উপর আঘাত এমন নয়। এটি মানবতার উপরও আঘাত এনেছে।' আজারবাইজানে ইকোনকিম কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনের শীর্ষ সম্মেলনে পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ দাবি করেছিলেন, 'জম্মু ও কাশ্মীরে একটি ঘটনার পর ভারত অকারণে পাকিস্তানের উপর হামলা চালিয়েছে।'

এরই মধ্য ব্রিকস সম্মেলনে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'মানবতার সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ হল সন্ত্রাস। পহেলগাঁওয়ের হামলা শুধু ভারতের উপর হামলা নয়। এটি মানবতার উপরও হামলা।' পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় ব্রিকস দেশগুলিকে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান গ্রহণের আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। মোদী বলেন, 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দ্বিমুখী নীতির কোনও জায়গা নেই। যদি কোনও দেশ সন্ত্রাসবাদকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমর্থন করে, তবে তাকে এর মূল্য চোকাতে হবেই।' অন্যদিকে, ব্রাজিলে ব্রিকস সম্মেলনে 'গ্লোবাল সাউথ' দেশগুলির হয়ে সওয়াল করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দক্ষিণ গোলার্ধের উন্নয়নশীল এবং স্বল্প উন্নত দেশগুলির প্রতি 'বঞ্চনা' হচ্ছে বলে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে দাবি করেন মোদী।

সদস্যদের অতিরিক্ত শুল্ক

ট্রাম্পের ঘোষণায় তুলোধোনা চিনের

রিও ডি জেনেরিও, ৭ জুলাই: ব্রাজিলে ব্রিকস সম্মেলন চলাকালীনই বড়সড় ঘোষণা করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, ব্রিকসের সঙ্গে যেসমস্ত দেশ জড়িয়ে থাকবে তাদের উপর ১০ শতাংশ অতিরিক্ত কর চাপানো হবে। ব্রিকসকে 'আমেরিকাবিরোধী' বলেও তোপ দেগেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

নিজস্ব সোশাল মিডিয়া ট্রুথ সোশ্যালে তিনি লেখেন, 'ব্রিকসের আমেরিকাবিরোধী নীতির সঙ্গে যে দেশ যুক্ত থাকবে তাদের উপর আরও ১০ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক চাপানো হবে। কোনওভাবেই এই নীতি পালটানো হবে না, কোনও ছাড় দেওয়া হবে না। সকলকে অনেক ধন্যবাদ।' তবে আমেরিকাবিরোধী নীতি বলতে ঠিক কী, সেই প্রশ্নের জবাব মেলেনি ট্রাম্পের পোস্টে।

এদিকে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কনীতি আসলে জুলুমের হাতিয়ার! মার্কিন প্রেসিডেন্টকে এভাবেই তোপ দাগল চিন। সোমবার সকালে ট্রাম্প ঘোষণা করেন, ব্রিকসের সঙ্গে যেসমস্ত দেশ জড়িয়ে থাকবে তাদের উপর ১০ শতাংশ অতিরিক্ত কর চাপানো হবে। এই পদক্ষেপকে তুলোধোনা করে পালটা বিবৃতি দিয়েছে বেজিং।

সেদেশের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে বলা হয়, 'এইভাবে শুল্ক চাপানোটা কারোওর পক্ষেই ভালো নয়। প্রথম থেকেই এই অবস্থানে অনড় থেকেছে চিন।' মন্ত্রকের মুখপাত্র মাও নিং বলেন, 'যেভাবে শুল্ককে জুলুম চালানোর অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, সেই আচরণের তীব্র বিরোধিতা করছে চিন।' তবে ট্রাম্পের এমন পদক্ষেপের পালটা কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা এখনই ভাবছে না ব্রিকস। নিংয়ের কথায়, ব্রিকস কোনওরকম সংঘাত চায় না।

সুপ্রিমে শুনানি, কমিশনে নোটিস

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই: বিহারের ভোটার তালিকার সংশোধন নিয়ে তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র-সহ সকলের মামলা একসঙ্গে শুনবে সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার আদালতে মামলাগুলি গৃহীত হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, আগামী বৃহস্পতিবার এই মামলাগুলির শুনানি হবে। তার আগে নির্বাচন কমিশনকে নোটিস দিতে পারবে মামলাকারী সব পক্ষ। শীর্ষ আদালতের এই সিদ্ধান্তে খুশি হয়ে তৃণমূল সাংস মহুয়া মৈত্র এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, 'সত্যমেব জয়তে।'

বিহারের ভোটার তালিকার বিশেষ ও নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) নির্দেশ জারি করেছে নির্বাচন কমিশন। চলতি বছরের অক্টোবর-নভেম্বরে বিহারে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে ২৫ জুলাইয়ের মধ্যে এই সংশোধনের কাজ সেরে ফেলতে চায় কমিশন।

তালিকা সংশোধন

বিহারের ভোটারদের মধ্যে নির্দিষ্ট ফর্ম বিলি করা হয়েছে। তা পূরণ করে নথি-সহ জমা দিতে হবে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে। নথি হিসাবে দেখাতে হবে নিজের এবং বাবা-মায়ের জন্মের শংসাপত্র। আধার কার্ড বা রেশন কার্ডের মতো নথি এ ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে না। এতেই আপত্তি তুলেছে বিরোধীরা। সমস্যা হল কমিশন যে নথিগুলিকে নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র হিসাবে চাইছে সেই নথিগুলি জোগাড় করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে আমজনতাকে। নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র হিসাবে মোট ১১টি নথির তালিকা দিয়েছে কমিশন। কিন্তু অনেক ভোটারের কাছে এই ১১ নথির কোনওটিই নেই। সেইসব ভোটারদের আবার অধিকাংশই প্রান্তিক, দরিদ্র। তাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ার আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি। সেকারণেই এসআইআর-এর বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে একাধিক দল। সেই তালিকায় রয়েছে আরজেডি, কংগ্রেস। মহুয়াও মামলা দায়ের করেছেন। এছাড়াও আরও দু'টি অরাজনৈতিক সংগঠন শীর্ষ আদালতের কাছে আবেদন জানিয়েছেন যেন এসআইআর আপাতত স্থগিত করা হয়।

'একুশে নন্দীগ্রামে যা, ছাব্বিশে তাই বাংলায়'

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃষ্টিভেজা শরীরে, অনড় কণ্ঠে আবারও নন্দীগ্রামের মাটি থেকে তৃণমূল শিবিরে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার তেরপেখ্যা বাসস্ট্যান্ড থেকে বয়াল দে রোড পর্যন্ত 'কন্যা সুরক্ষা যাত্রা' শেষে, ছাতা ভিজিয়ে উপস্থিত জনতার উদ্দেশে মঞ্চ থেকে ঘোষণা করেন, 'একুশে নন্দীগ্রাম যা দেখিয়েছিল, ছাব্বিশে সারা বাংলা তাই দেখাবে।'

ভেজা ভিড়ের সামনে দাঁড়িয়ে শুভেন্দু বলেন, 'একুশের নির্বাচনে আপনারাই মমতাকে হারিয়েছিলেন। এবার চব্বিশে, সমবায় ভোটে এই কেন্দ্রের ২১টির মধ্যে ১৬টিতে হারিয়ে দিয়েছেন। দুটোতে তো তৃণমূল প্রার্থীই দিতে পারেনি। এভাবেই এদের তাড়াতে হবে।' আর তারপরই জোরালো হুঁশিয়ারি, 'মমতা প্রাক্তন হবে।'

শুধু রাজনৈতিক পরিসংখ্যানেই থেমে থাকেননি শুভেন্দু। ধর্মীয় ভোটব্যাঙ্কের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, 'এই এলাকার ১ লাখ ১০ হাজারের মধ্যে ১ লাখ ৯ হাজার ছয়শো হিন্দুর ভোট পেয়েছি। আমি সকলের ভোট চাইও না। এটা কঠিন বাস্তব। এখন চাপে পড়ে মিছিল দেখে হাত নাড়ছে, অথচ একুশে আমাকে বুথে ঢুকতে দেয়নি। ২৩-এর পঞ্চায়েতে রামচক থেকে মিটিং করে বেরোতেই কালো পতাকা, ঝাঁটা, জুতো দেখানো হয়েছিল। আমি কি চিনি না তাদের? সব মুখ চিনি। কাঞ্চননগরে মামনি জানাকে বোম মারার যারা চেষ্টা করেছিল, তারা কেউ পার পাবে না। আমার নাম শুভেন্দু অধিকারী। আমি যা বলি, ভেবে বলি। আর যা বলি, তা করে দেখাই।'

এর পাশাপাশি রাজ্য পুলিশের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন শুভেন্দু। বলেন, 'আদালতের রাজ্য পুলিশের উপর আস্থা নেই বলেই

■ এরপর ২-এর পাতায়

রানার বয়ানে মিলছে মুম্বই হানার তথ্য

মুম্বই, ৭ জুলাই: টানা জেরার মুখে অবশেষে মিলল জঙ্গি তাহাউরের স্বীকারোক্তি। এনআইএ'র জিজ্ঞাসাবাদে অবশেষে তাহাউর স্বীকার করে নিয়েছেন, সে পাক সেনার সক্রিয় এজেন্ট। কীভাবে ২৬/১১ সন্ত্রাসের নীল নকশা রচিত হয়েছিল সে তথ্যও প্রকাশ্যে এনেছে মুম্বই হামলার মূল ষড়যন্ত্রী। তাহাউরের স্বীকারোক্তি তদন্তকারীদের জন্য বড় সাফল্যতো বটেই, মনে করা হচ্ছে তাহাউরের থেকে পাওয়া তথ্যে পাকিস্তানের চাপ আরও বাড়তে চলেছে।

এনআইএ-র চার্জশিট বলছে, ভারতের বিভিন্ন শহরে ঘুরেছিলেন রানা। অভিবাসী আইন কেন্দ্রের প্রতিনিধি সেজে দিল্লি, মুম্বই, জয়পুর, পুষ্কর, গোয়া, পুণেতে ঘুরেছিলেন তিনি। মুম্বই অপরাধদমন শাখার কাছে জেরায় তিনি দাবি করেন, 'ভুয়ো' সংস্থা খোলেন তিনি

তাঁর। সংস্থা চালাতেন এক মহিলা। আর সেই সংস্থার আড়ালেই সন্ত্রাসের ছক কষেন রানা। জেরায় রানার আরও দাবি, ২০০৮ সালের নভেম্বরেই তিনি মুম্বই এসেছিলেন। ২০ এবং ২১ নভেম্বর পাওয়াইয়ের একটি হোটেলে ওঠেন। ২৬ তারিখ হামলার ঠিক আগে দুবাই হয়ে বেজিং চলে গিয়েছিলেন। মুম্বইয়ের অপরাধ দমন শাখা ২০২৩ সালে যে চার্জশিট পেশ করে, তাতে জানানো হয়, এ দেশে জনবহুল জায়গা চিহ্নিত করতে হেডলিকে সাহায্য করেছিলেন রানা। ১৪ জন সাক্ষী তাঁর ভূমিকা নিশ্চিত করেছেন। কী ভাবে ভুয়ো নথি নিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিল জঙ্গিরা? রানা এ ক্ষেত্রে দায় ঠেলেছেন ভারতীয় দূতাবাসের দিকে।

এনআইএ আনুষ্ঠানিকভাবে এ বিষয়ে কিছু না জানালেও, তদন্তকারীদের সূত্র তুলে ধরে সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডের দাবি, এনআইএ'র জিজ্ঞাসাবাদে তাহাউর রানা স্বীকার করে নিয়েছে, সে পাক সেনার বিশ্বস্ত এজেন্ট। তার দাবি অনুযায়ী, বন্ধু হেডলির সঙ্গে মিলে পাকিস্তানের লস্কর-ই-তইবার একাধিক প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নেয় এই জঙ্গি। এবং লস্করের তরফে তাকে সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্ক তৈরি ও গোপন তথ্য ফাঁস করার জন্য নিয়োগ করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে রানা জানিয়েছে, ২৬/১১ হামলা চলাকালীন সে মুম্বইতেই ছিল এবং সন্ত্রাসের ষড়যন্ত্রের অন্যতম প্রধান চক্রি ছিল। এমনকী কাসভরা যাতে মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজি স্টেশনে হামলা চালাতে পারে তার জন্য এই এলাকা খতিয়ে দেখে সেখানকার বিস্তারিত তথ্য পাকিস্তানের কাছে পাঠিয়েছিল তাহাউর।

শুধু তাই নয়, পাক সেনার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ তুলে ধরে তাহাউর জানিয়েছে খলিজ যুদ্ধের সময় পাক সেনার তরফেই তাকে সৌদি আরবে পাঠানো হয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৪/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯৭৬৬ নং এফিডেভিট বলে Gautam Kumar Bhaumick S/o. Shib Shankar Bhoumick ও Gautam Bhowmik S/o. S. S. Bhowmik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯৫৭৮ নং এফিডেভিট বলে Nabanita Samadder W/o. Partha Samadder ও Nabanita Samaddar W/o. P. Samaddar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৬/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯১৫৫ নং এফিডেভিট বলে Brojendra Nath Pal S/o. Dijendra Nath Pal ও Bajendra Nath Pal S/o. D. N. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/০৬/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৮৮৩ নং এফিডেভিট বলে Sanjit Das S/o. Rabin Das ও Sanjib Das S/o. R. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৪/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯৭৬৭ নং এফিডেভিট বলে Bijoy Kumar Kundu S/o. Prabhash Chandra Kundu ও Kundu Bijay, Bijoy Kundu S/o. Prabhashachandra, P. C. Kundu, Prabhash Ch. Kundu সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৭/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫৭৬২ নং এফিডেভিট বলে Ashok Kumar Paul S/o. Gurupada Paul ও Ashoke Kumar Paul S/o. Gurupada Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০৭/২০২৫, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ৭৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Sucharit Basu (old name) S/o. Late Smarajit Kumar Basu R/o. Bhowal Real Estate, Sector-II, Flat-3B, Balir More, Near Apolo Pharmacy, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Suchareet Basu (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Sucharit Basu & Suchareet Basu S/o. Late Smarajit Kumar Basu সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৫/০৭/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫৭৩৯ নং এফিডেভিট বলে Dibyendu Ghosh S/o. Bimalprasad Ghosh ও Dr. Dibyendu Ghosh S/o. B. Prd. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৪/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯৭৬৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk. Abbas Ali ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk. Jaker Ali ও Md. J. Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৪/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯৭৬৪ নং এফিডেভিট বলে Swapan Kumar Bhattacharya S/o. Gouri Sankar Bhattacharya ও Swapan Kr. Bhattacharjee S/o. G. Bhattacharjee, Gourisankar Bhattacharya সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/০৬/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫১১৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Indrajit Debnath ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Anil Chandra Debnath ও A. Debnath সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৪/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯৭৬৫ নং এফিডেভিট বলে Asim Kumar Mitra S/o. Barshan Behari Mitra ও Ashim Kr. Mitra S/o. B. Mitra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল, **স্বপ্না হালদার**, স্বামী - শ্যামল হালদার, সাং - চাঁপাহাটি, শিলতলা দেবীতলা, পো: চাঁপাহাটি, থানা - পূর্বস্থালী, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩৫১৯, নদীয়া ডি. এস. আর. অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৪৯৮০/২০১৮ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে নদীয়া জেলার নবদ্বীপ থানার অধীন ২২ নং ব্রহ্মনগর মৌজায় এল.আর. খতিয়ান নং ৪৯৭ এবং আর.এস. ও এল.আর. ৭৯/৩৬৭ নং দাগে ৪.৪৩ শতক সম্পত্তির মালিক **১) সুকুমার চন্দ্র পাল**, পিতা-মৃত রাধিকা মোহন পাল, সাং - ১১৪, রামকৃষ্ণ পল্লি, পো: ও থানা - মহেশতলা, জেলা - দ: ২৪ পরগনা, **২) কৃষ্ণা রাহা**, স্বামী শক্তিপদ রাহা, সাং, পো: ও থানা - জগতবল্লভপুর, জেলা - হাওড়া, **৩) উজ্জ্বল কুমার পাল**, পিতা - নারায়ণ চন্দ্র পাল, **৪) রীতা শর্মা**, স্বামী - বিপুল চন্দ্র শর্মা, **৫) মিতা চন্দ্র**, স্বামী - সঞ্জয় চন্দ্র, **৬) উষা পাল**, স্বামী - মৃত নারায়ণ চন্দ্র পাল, **৭) কৌশিক ঘোষ**, পিতা - কল্যাণ কুমার ঘোষ, **৮) অর্পণ পাল**, পিতা - মৃত মধুসূদন পাল, **৯) স্বতী ঘোষ**, স্বামী - লর্ড ঘোষ, **১০) গৌরী পাল**, স্বামী - মধুসূদন পাল, সর্ব সাং - উদয়ণপল্লী, পো: বাটানগর, থানা - মহেশতলা, জেলা - দ: ২৪ পরগনা। **১১) মৃন্ময় পাল**, পিতা - মৃত তপন পাল, **১২) পিয়ালী পাল**, স্বামী - তারাশঙ্কর পাল, **১৩) মৃদুলা পাল**, স্বামী - মৃত তপন পাল, সর্ব সাং বড় নীলপুর শান্তিপাড়া, পো: ও থানা - বর্ধমান, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, এর পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার ও স্বয়ং **১৪) স্বপন পাল**, ও **১৫) সুবীর পাল**, উভয়ের পিতা - রাধিকা মোহন পাল, সাং - দক্ষিণ কলাতলা, পো: চর ব্রহ্মনগর, থানা - নবদ্বীপ, জেলা - নদীয়া, (গত ইং ৩০/০৫/২০১৬ তারিখে নবদ্বীপ এ.ডি.এস.আর. অফিসে ৪ নং বহির ৩৬ নং আমমোক্তার দলিল বলে ক্ষমতা প্রাপ্ত) মহাশয়গনের নিকট হইতে ক্রয় করেন এবং বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. মহেশগঞ্জে নিজনাম পত্তন করাইবেন। এক্ষণে উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. মহেশগঞ্জে উপযুক্ত প্রমানাদি সহ আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় ভবিষ্যতে কোনরূপ আপত্তি গ্রাহ্য হইবেনা।

সৌরভ কুমার দাস (এ্যাডভোকেট)
নবদ্বীপ কোর্ট ও কৃষ্ণনগর জজ কোর্ট

বিজ্ঞপ্তি

সিভিল জজ (সিনিয়ার ডিভিশন), ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট, সিউড়ী, বীরভূম ,মিস (সাকশেসন) কেস ১৬/২০২৪ দরখাস্তকারীগন: ১) তন্দ্রা মুখার্জী, স্বামী স্বর্গীয় বিশ্বজিৎ মুখার্জী, ২) বিদীশা মুখার্জী, ৩) দেবলীনা মুখার্জী, ৪) দেবজিৎ মুখার্জী, সর্ব পিতা- বিশ্বজিৎ মুখার্জী, সর্ব সাকিম- সিউড়ী নিউ ডাঙ্গালপাড়া, পোঃ ও থানা- সিউড়ী, চৌকি, সিউড়ী, জেলা- বীরভূম। এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারীগন পরলোকগত বিশ্বজিৎ মুখার্জীর ত্যাক্ত নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির উপর succession certificate পাইবার জন্য অত্র আদালতে দরখাস্ত করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কোন স্বার্থযুক্ত ব্যক্তি আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিতে চাহেন তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারীর ৩০ (তিরিশ) দিনের মধ্যে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন নচেৎ একতরফা শুনানীর দ্বারা মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবে।

তপশীল

১) এ্যাকাউন্ট নং- 41733973415, পরিমান 93,123 (তিরানব্বই হাজার এক শত তেইশ) টাকা। ২) পি.পি.এফ এ্যাকাউন্ট 1126259144, পরিমান- 34,51,254 (চৌত্রিশ লক্ষ একান্ন হাজার দুই শত চুয়ান্ন) ১ ও ২ দফায় উল্লিখিত টাকা SBI Suri Branch এ গচ্ছিত আছে। ৩) পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক, সিউড়ী শাখা, এ্যাকাউন্ট নং- 214010118290, জমাকৃত রাশি- 9,19,000/- (নয় লক্ষ উনিশ হাজার) টাকা।

**আদেশানুসারে
শুভঙ্কর মৈত্র ,সেরেস্তাদার
সিভিল জজ (সিনিয়ার ডিভিশন),
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট, সিউড়ী বীরভূম।** 05/07/2025

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৮ ই জুলাই। ২৩ শে আষাঢ়। মঙ্গল বার । ত্রয়োদশী তিথি মুহূর্ত। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টত্তরী শনি ও বিংশোত্তোরী বুধ মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আর ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ।প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দের। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

বৃষ রাশি : পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বান্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

মিথুন রাশি : হঠাত প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন কথা গোপন করতে হবে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ দান বিতরণ করলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইন্জিনিয়ার দের সফর শেষে বিভ্রান্তি।আজ একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তি র পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ীর হাতে অর্থ আসবে। প্রেমে শুভ। স্বজন বান্ধব দের বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন। হর হর মহাদেব।

কন্যা রাশি : পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই আজ এগিয়ে যাবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করার কথা। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ ব্যাংক বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। দেব গনেশ ভগবান মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

ধনু রাশি : সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য-তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভূত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

মকর রাশি : সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : আজ খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্লান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

মীন রাশি : কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব।

বিজ্ঞপ্তি

এত দ্বারা সর্বসাধারণকে অবগত করানো যাইতেছে যে শ্রী গোপাল মহন্ত পিতা শ্রী ৺গোবর্ধন মোহন্ত সাং বলরাম ডিহি, ঝাড়গ্রাম পোঃ + থানা ও জেলা: ঝাড়গ্রাম। দখলিও জেলা ঝাড়গ্রাম থানা ঝাড়গ্রাম রাধানগর অঞ্চলের অন্তর্গত মৌজা কন্যাডুবি জে এল নং ৩৭২ খতিয়ান নং ১৯৪ সোউলমাই জরিপে ১০ নং দাগের মধ্যে ডাহি শ্রেণী ভুক্ত মোট ১২৬ ডেসিমেল জমির মধ্যে ০.৬১৫৩ অংশ মোট ৮০ ডেসিমেল রায়ত সম্পত্তি ইংরেজি ০৭.০৭.২০২৩ তারিখে গোপাল মহন্ত দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার শ্রী অজয় বেরা, পিতা ঈশ্বর গৌর চন্দ্র বেরা, সাং দহিজুড়ি, পোঃ দহিজুড়ি থানা বিনপুর, জেলা ঝাড়গ্রাম মহাশয় উক্ত প্রাপ্ত ৮০ ডেসিমেল ডাহি ভূমি হইতে ২ ডেসিমেল শ্রী সুনীল পাত্র পিতা শ্রী অমূল্য পাত্র, সাং+ পোঃ দহিজুড়ি, থানা বিনপুর জেলা ঝাড়গ্রাম কে বিক্রয় কবলা মূলে ইং ০৪.০৭.২০২৫ তারিখে আমি দান করিলাম এবং সত্য দখল ছাড়িয়া দেয়। দলিল নং Q881164/25 Jhargram অফিস। উক্ত ভূ সম্পত্তিতে অনুরূপ আপত্তি বা অভিযোগ থাকলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত অফিসে যোগাযোগ করুন তৎপর কোনরূপ আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

A. D. S. R.

বিজ্ঞপ্তি

এত দ্বারা সর্বসাধারণকে অবগত করানো যাইতেছে যে শ্রী গোপাল মহন্ত পিতা শ্রী ৺গোবর্ধন মোহন্ত সাং বলরাম ডিহি, ঝাড়গ্রাম পোঃ + থানা ও জেলা: ঝাড়গ্রাম। দখলিও জেলা ঝাড়গ্রাম থানা ঝাড়গ্রাম রাধানগর অঞ্চলের অন্তর্গত মৌজা কন্যাডুবি জে এল নং ৩৭২ খতিয়ান নং ১৯৪ সোউলমাই জরিপে ১০ নং দাগের মধ্যে ডাহি শ্রেণী ভুক্ত মোট ১২৬ ডেসিমেল জমির মধ্যে ০.৬১৫৩ অংশ মোট ৮০ ডেসিমেল রায়ত সম্পত্তি ইংরেজি ০৭.০৭.২০২৩ তারিখে গোপাল মহন্ত দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার শ্রী অজয় বেরা, পিতা ঈশ্বর গৌর চন্দ্র বেরা, সাং দহিজুড়ি, পোঃ দহিজুড়ি থানা বিনপুর, জেলা ঝাড়গ্রাম মহাশয় উক্ত প্রাপ্ত ৮০ ডেসিমেল ডাহি ভূমি হইতে ৭৮ ডেসিমেল অয়ন বেরা পিতা অজয় বেরা ও রমা সিংহ বেরা স্বামী অয়ন বেরা সাং+ পোঃ দহিজুড়ি, থানা বিনপুর জেলা ঝাড়গ্রাম কে বিক্রয় কবলা মূলে ইং ১১.০৭.২০২৫ তারিখে আমি দান করিলাম এবং সত্য দখল ছাড়িয়া দেয়। দলিল নং Q1605718/25 Jhargram অফিস। উক্ত ভূ সম্পত্তিতে অনুরূপ আপত্তি বা অভিযোগ থাকলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত অফিসে যোগাযোগ করুন তৎপর কোনরূপ আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

A. D. S. R.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল **শ্রী দীপক কান্তি নাগ**, পিতা: জ্যোৎস্নাময় নাগ, ৬৯, গড়ফা মেন রোড, যাদবপুর, সন্তোষপুর, কলকাতা-৭০০০৭৫, পশ্চিমবঙ্গ, নিম্নলিখিত সম্পত্তিটি ক্রয় করতে আগ্রহী।

সম্পত্তিটির বিবরণ: জেলা হুগলী, থানা- পোলবা, জে.এল. নং ৭৬, মৌজা মহেশপুর, সুগন্ধ্যা জি.পি. এর অধীনে, এল.আর. দাগ নং ১০০২, এল.আর. খতিয়ান নং ২৫২, মোট জমির পরিমাণ ৫ কাঠা ০৯ ছটাক ৪৪ বর্গফুট। এই জমিটি বি.এল.এন্ড.এল.আর.ও. পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে বর্তমান মালিকের নামে রেকর্ড করা আছে।

উক্ত সম্পত্তিটির উপর যদি কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের কোনো দাবি, অংশীদারিত্বের অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ থাকে অথবা এই বিক্রয় সংক্রান্ত কোনো আপত্তি থাকে, তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে তার সমর্থনে প্রয়োজনীয় নথি সহ আমার উপরোক্ত মক্কেলের সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, ফোন- ৭০০৩১৪৫৬৩৪। এর পর কোনো দাবি উত্থাপিত হলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং পরবর্তীতে কোনো দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না। আমার মক্কেল এই লেনদেন নিয়ে এগিয়ে যাবেন।

**শিব প্রতাপ মণি তিওয়ারী
এ্যাডভোকেট**
ডিস্ট্রিক্ট জজ কোর্ট, হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

<u>উত্তর ২৪ পরগনা</u>

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

<u>হুগলি</u>

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

<u>নদিয়া</u>

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

<u>পূর্ব মেদিনীপুর</u>

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

<u>পশ্চিম মেদিনীপুর</u>

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গাপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শালিমারে মানব পাচার রুখল আরপিএফ, ছয় নাবালক উদ্ধার, গ্রেপ্তার দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন: শালিমার রেলস্টেশনে তল্লাশি চালিয়ে ছয়জন নাবালককে পাচারের হাত থেকে রক্ষা করল রেল সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ)। সোমবার সকাল ৭টা নাগাদ প্ল্যাটফর্ম নম্বর ১-এর গঙ্গা প্রান্তে ঘোরাঘুরি করছিল দুই যুবক সহ ছয় কিশোর। সন্দেহ হওয়ায় আরপিএফের এএসআই নাগেন্দ্র কুমার, এসআই মনীষা রাঠোর ও অন্যান্য কর্মীরা তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

ধৃত দুই যুবকের নাম নীতিশ কুমার (২১) ও বাবুল কুমার (২০)। তারা বিহারের আরারিয়া জেলার বাসিন্দা। স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, ছয় নাবালককে তারা আরারিয়া থেকে নিয়ে এসেছে টৌলি এক্সপ্রেসে জাজপুর কেওনঝর পাঠানোর উদ্দেশে। সেখানে এক ঠিকাদারের অধীনে শ্রমে নিযুক্ত করার পরিকল্পনা ছিল, মাসিক ১২,০০০ টাকা মজুরির লোভ দেখিয়ে। নাবালকদের কারও জানা ছিল না গন্তব্য বা উদ্দেশ্য কী। পরিবারগুলোর সঙ্গেও যোগাযোগ করে জানা যায়, তারা কিছুই জানতেন না। উদ্ধার হওয়া ছেলেদের মধ্যে কয়েকজনের বয়স ১৪, বাকিদের ১৫-১৬ বছর। তাদের কাউন্সেলিং করে জিআরপিএস শালিমারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ধৃতদের কাছ থেকে সাতটি ট্রেনের টিকিটও উদ্ধার হয়েছে। আরপিএফ জানিয়েছে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শিশু সুরক্ষা আইন; জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্ট, ২০১৫-র ৭৫ ও ১৪৩(৪) ধারায় মামলা রুজু করে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ঘটনার জেরে রেল স্টেশনে নজরদারি আরও জোরদার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

চক্রধরপুর ডিভিশনে মেরামতি, হাওড়া থেকে চলাচলকারী একাধিক ট্রেন বাতিল ও চলবে ঘুরপথে

নিজস্ব প্রতিবেদন: চক্রধরপুর রেল ডিভিশনে পরিকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কাজের জন্য হাওড়া থেকে যাতায়াতকারী একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনে প্রভাব পড়তে চলেছে জুলাই ও অগস্ট মাসে। দক্ষিণ-পূর্ব রেল দপ্তর যাত্রীদের জন্য একটি নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে। হাওড়া-বারবিল-হাওড়া জনশতাব্দী এক্সপ্রেস (ট্রেন নম্বর ১২০২১/১২০২২) ১৫ জুলাই, ১৯ জুলাই, ২২ জুলাই, ২৬ জুলাই, ২৯ জুলাই ও ২ অগস্ট বাতিল থাকবে। হাওড়া-রাঁচি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (ট্রেন নম্বর ২২৮৯১) ১৯ জুলাই, ২৬ জুলাই ও ২ অগস্ট খড়গপুর, মেদিনীপুর, আদ্রা, জামুনিয়াতাঁড়, রাজবেরা, কোৎশিলা হয়ে ঘুরপথে চলবে।

হাওড়া থেকে টিটলাগড় / কান্তাবাঁজি ইস্পাত এক্সপ্রেস (ট্রেন নম্বর ১২৮৭১/২২৮৬১) এই ট্রেন ১৫, ১৯, ২২, ২৬, ২৯ জুলাই ও ২ অগস্ট হাওড়া থেকে ছেড়ে টাটানগরে গন্তব্য হিসেবে শেষ করবে। তিতলাগড় থেকে হাওড়া ইস্পাত এক্সপ্রেস (ট্রেন নম্বর ১২৮৭২/২২৮৬২) এই ট্রেন ১৫, ১৯, ২২, ২৬, ২৯ জুলাই ও ২ অগস্ট রাউরকেলা থেকে শুরু হবে, হাওড়া যাবে না। দক্ষিণ-পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের এই সাময়িক অসুবিধার জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করেছে এবং ভ্রমণ পরিকল্পনার আগে ট্রেনের সর্বশেষ অবস্থা যাচাই করার অনুরোধ জানিয়েছে।

হাওড়া কলেজে ফের র‍্যাগিং ও যৌন হেনস্থা অভিযুক্ত তৃণমূল ছাত্রনেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কসবার ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের বিতর্ক হাওড়ার নরসিংহ দত্ত কলেজে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সহ সভাপতি সৌভিক রায়ের বিরুদ্ধে উঠেছে গুরুতর যৌন হেনস্তা ও র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ। অভিযোগ, ইউনিয়ন রুমে ডেকে ছাত্রদের জোর করে প্যান্ট খুলিয়ে যৌনাঙ্গ দেখাতে বাধ্য করতেন সৌভিক, এমনকী ছবি বা ভিডিও তোলারও অভিযোগ রয়েছে। কেউ অস্বীকার করলে চলত গালিগালাজ, চড়, কিংবা প্যান্টে জল ঢেলে দেওয়ার মতো শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। এক ছাত্র জানান, রাত ৮টার পর আমাদের ডাকা হত। প্যান্ট খুলে দেখাতে বলত। না করলে অপমান করত, মারধর করত। বিষয়টা তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যকেও জানিয়েছিলাম।

২০২৩ সালেই ব্যাঁটরা থানায় ও অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিশনে অভিযোগ জমা পড়ে। কিন্তু অভিযোগ, সৌভিক রায় এখনও সংগঠনের পদে বহাল। এসএফআই দাবি করেছে, কলেজের অন্দরেই অপরাধচক্র গড়ে উঠেছে। তাদের রাজ্য সম্পাদক বলেন, এটা র‍্যাগিং নয়, শারীরিক নির্যাতন। যদিও সৌভিক রায়ের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তৃণাঙ্কুর বলেন, অভিযোগ পেলে খতিয়ে দেখব। যদিও ছাত্রদের দাবি, আগে থেকেই তাঁকে মৌখিকভাবে জানানো হয়েছিল। তৃণমূল নেতৃত্বের নীরবতা ঘিরে প্রশ্ন তুলছে ছাত্রমহল। তদন্ত আদৌ হবে কি না, তা নিয়েই সংশয়ে কলেজ চত্বর।

ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা সাধারণ ধর্মঘটে ছুটি নিলে কাটা যাবে বেতন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ৯ জুলাই দেশজুড়ে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা সাধারণ ধর্মঘটের মাঝেও খোলা থাকবে রাজ্যের সমস্ত সরকারি অফিস। এদিন কেউ অনুপস্থিত থাকলে তা 'ডাইস-নন' হিসেবে গণ্য করা হবে এবং বেতন কাটা যাবে; এই কঠোর বার্তা দিল রাজ্য অর্থ দপ্তর। সোমবার জারি হওয়া নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, রাজ্য সরকার ও অনুদানপ্রাপ্ত সংস্থার কোনও কর্মীকেই ওইদিন ছুটি দেওয়া যাবে না। ক্যাজুয়াল লিভ বা অন্য কোনও ধরনের ছুটিও মঞ্জুর করা হবে না।

তবে কয়েকটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ছুটি বিবেচ্য হবে। যেমন, কর্মীর হাসপাতালে ভর্তি থাকা, পরিবারে মৃত্যুজনিত কারণে অনুপস্থিতি, ৮ জুলাইয়ের আগেই শুরু হওয়া গুরুতর অসুস্থতা, কিংবা পূর্বানুমোদিত মাতৃত্বকালীন, চাইল্ড কেয়ার, মেডিক্যাল অথবা অর্জিত ছুটি থাকলে সেই অনুযায়ী ছুটি অনুমোদিত হতে পারে। নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, অনুপস্থিত কর্মীদের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট অফিস প্রধানদের শোকজ নোটিস জারি করতে হবে। গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা ও উপযুক্ত প্রমাণপত্র না পেলে ছুটি মঞ্জুর হবে না এবং সে ক্ষেত্রে দিনটি

ফুটপাথ নীতি তৈরিতে সক্রিয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রক, রাজ্যগুলির কাছে চাইল বিস্তারিত তথ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: পথচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রক দেশের সমস্ত রাজ্যের জন্য একটি অভিন্ন ফুটপাথ নীতি তৈরি করতে চলেছে। হবে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মাফিক এই নীতি তৈরির জন্য সমস্ত রাজ্যের কাছে ফুটপাথ, ফুট ওভারব্রিজ ও সাবওয়েগুলির বর্তমান অবস্থা সংক্রান্ত রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হয়েছে। কত ফুট প্রস্থের রাস্তায় কতটা অংশ পথচারীদের জন্য ফুটপাথ হিসেবে নির্দিষ্ট থাকবে তা নতুন নীতিতে স্পষ্ট করা হবে। যা দেশের সমস্ত রাজ্যেই প্রযোজ্য হবে। পাশাপাশি, কোথায় কোথায় ফুট ওভারব্রিজ বা সাবওয়ে প্রয়োজন, তার পরিকাঠামোগত বিশ্লেষণও রাজ্যের দেওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতেই করা হবে। এরাজ্যের সরকারের কাছ থেকেও একই মর্মে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। পূর্ত, পঞ্চায়েত ও পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর যৌথভাবে এই রিপোর্ট তৈরি করবে। পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই একটি খসড়া কেন্দ্রকে পাঠানো হয়েছে। সড়ক পরিবহণ মন্ত্রকের এই তৎপরতার পেছনে আছে সুপ্রিম কোর্টের কড়া বার্তা। সম্প্রতি বিচারপতি অভয় ওকা ও বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, পথচারীদের নিরাপদে চলাফেরা করার অধিকার সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদ অনুসারে মৌলিক অধিকার। আদালতের পর্যবেক্ষণ, বহু শহরে ফুটপাথ নেই, আর যেখানে আছে, সেখানে তা হকারদের দখলে চলে যায়। পথচারীদের রাস্তায় নামতে বাধ্য হওয়াতেই দুর্ঘটনা ঘটে। তাই আদালতের নির্দেশ, আগামী ২ মাসের মধ্যে রাজ্যগুলিকে পথচারী সুরক্ষা নিয়ে নিজস্ব গাইডলাইন তৈরি করে তা আদালতে জমা দিতে হবে। নবান্ন সূত্রে খবর, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে ইতিমধ্যেই নগরোন্নয়ন, পূর্ত এবং পঞ্চায়েত দপ্তরকে তাদের নিজস্ব ফুটপাথ নীতির খসড়া পাঠাতে বলা হয়েছে। নগরোন্নয়ন দপ্তর একটি খসড়া নীতি পাঠিয়েও দিয়েছে কেন্দ্রকে।

রাজ্য গোয়েন্দা প্রধান হলেন সিদ্ধিনাথ গুপ্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে আইপিএস স্তরে ফের এক দফা গুরুত্বপূর্ণ রদবদল করল রাজ্য সরকার। রবিবার রাজ্য স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দপ্তর থেকে জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তিতে তিনজন আইপিএস অফিসারের নতুন পদে নিয়োগের কথা জানানো হয়েছে। নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, সিদ্ধিনাথ গুপ্তা রাজ্য গোয়েন্দা বিভাগের ডিজি এবং আইজিপি হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। তিনি এতদিন পশ্চিমবঙ্গের অপরাধ দমন শাখার ডিজিপি পদে কর্মরত ছিলেন।

ধূলিকণার দূষণ রুখতে সবুজ বায়ো-শিল্ড প্রকল্পের কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বাইরে থেকে আসা ধূলিকণার দূষণ রুখতে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ বন দপ্তরের সঙ্গে যৌথভাবে সবুজ বায়ো-শিল্ড প্রকল্প বাস্তবায়নে এগিয়ে চলেছে। সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় বৃক্ষরোপণ করে এক প্রাকৃতিক দূষণ প্রতিরোধক বলয় তৈরিই এই প্রকল্পের লক্ষ্য। পাইলট প্রকল্প হিসেবে ঝাড়গ্রামের আসানবনি গ্রামে ৭ কিলোমিটার জুড়ে প্রথম ধাপে বায়ো-শিল্ড গড়া হয়েছে। বর্ষা শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই ঝাড়গ্রাম ও পুরুলিয়ায় গাছ লাগানো শুরু হয়েছে। রাজ্যের সীমান্ত জুড়ে মোট ৮০০ কিলোমিটার এলাকায় এই সবুজ প্রাচীর গড়ে তোলার লক্ষ্য মাত্রা নেওয়া হয়েছে। আইআইটি দিল্লির এক সমীক্ষা অনুযায়ী, বাংলার বায়ুদূষণের প্রায় ৫৩ শতাংশই আসে ঝাড়খণ্ড, বিহার ও উত্তরপ্রদেশের মতো প্রতিবেশী রাজ্য থেকে। ইনডো-গ্যাংগেটিক সমভূমি থেকে ধূলিকণা সীমান্ত পেরিয়ে বাংলায় ঢুকে বায়ুর মান অনেকটাই খারাপ করে দিচ্ছে, শীতকালে কলকাতা সহ রাজ্যের বহু অঞ্চলে। এমনকী দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি কিংবা বাঁকুড়ার মতো শিল্প ও যানবাহনহীন এলাকাতেও দূষণের মাত্রা বেশি ধরা পড়ছে। ফলে বায়ো-শিল্ড উদ্যোগ শুধু বাংলাকে নয়, প্রতিবেশী অঞ্চলগুলোকেও পরিবেশগত দিক থেকে উপকৃত করবে।

মামুদপুর পঞ্চায়েতের সুভাষপল্লি গ্রাম জলমগ্ন, ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের মামুদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১২ নম্বর সংসদের পূর্ব মাঠপাড়া সুভাষপল্লি গ্রাম জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। বছরের অধিকাংশ সময় গ্রাম জলের তলায় থাকায় বেজায় ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা। অভিযোগ, শুধু বর্ষাকালে এখানে জল দাঁড়ায় না। বছরের সারা সময় এই গ্রামে জলজমে থাকে। ফলে যাতায়াত করতে অসুবিধা হয় গ্রামবাসীদের। স্থানীয় বাসিন্দা তথা তৃণমূলের বুথ সভানেত্রী জয়ন্তী রানি হালদারও এলাকায় জল জমা নিয়ে সরব হয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, হ্যাচারির জল এসে তাঁদের গ্রাম জলমগ্ন হয়ে পড়ছে। এই বিষয়ে স্থানীয় বিধায়ক ও পঞ্চায়েত প্রধানকে জানিয়ে কোনও সুরাহা মেলেনি। জয়ন্তী দেবীর দাবি, এই গ্রাম থেকে তাদের দল বেশি ভোট পায় না। সেই কারণেই হয়তো জমাজল অপসারনে পঞ্চায়েত কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। স্থানীয় বাসিন্দা মিঠু সিং বলেন, হ্যাচারির জল ছাড়ায় এলাকায় এক হাঁটু জল দাঁড়িয়ে গেছে। ফলে পড়ুয়ারা স্কুল যেতে পারছে না। এলাকার বাসিন্দারা চর্মরোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। অনেকেই সর্দি, কাশিতে

ভুগছেন। তাঁর অভিযোগ, হ্যাচারিতে মাছ পচে গেলে দুর্গন্ধে থাকা কষ্টকর হয়ে উঠছে। মামুদপুর পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী সুরঞ্জন মালাকার বলেন, বর্ষার সময় হ্যাচারি থেকে জল ছাড়তে নিষেধ করা হয়েছিল। হয়তো তবুও জল ছেড়েছে। তবে পঞ্চায়েতের তরফে জলজমার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হবে। দলের বুথ সভানেত্রীর অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই অভিযোগ সঠিক নয়। উনি কেন বলেছেন, সেটা ওনার কাছ থেকে জানতে হবে।

'একুশে নন্দীগ্রামে যা, ছাব্বিশে তাই বাংলায়'

■ প্রথম পাতার পর

আরজিকর, সামশেরগঞ্জ, ধুলিয়ানে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে হয়েছে।'

ডেবরা মেডিক্যাল কলেজে বিধায়কের 'লাথি কাণ্ড' নিয়েও তীব্র কটাক্ষ করেন তিনি। বলেন, 'এই রাজ্যে অনুব্রতের মতো ঘটনায় শাস্তি না হওয়াতেই হুমায়ুন কবিররা এমন সাহস পায়। সিসিটিভি ফুটেজ জোগাড় করে অবশেষে আমাকেই তা প্রকাশ্যে আনতে হল। এটা পশ্চিমবঙ্গের লজ্জা।'

এরপরই রাজ্যের শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে সোজাসাপটা মন্তব্য, '২৬ হাজার চাকরি বাতিলের জন্য একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দায়ী। আমি চার বছর ওনার মন্ত্রিসভায় ছিলাম। আমি জানি কীভাবে কী হয়েছে। কিন্তু মেদিনীপুরের ছেলে মাথা নত করে না। তাই বলেছিলাম, রাজনীতির ময়দানে দেখা হবে।'

শেষে ফের একবার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, 'নন্দীগ্রামের মানুষ ওনাকে এখান থেকে তাড়িয়েছে। উনি ভবানীপুরে দাঁড়ালে, সেখান থেকেও হারাবো।'

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ৮ জুলাই ২০২৫, ২৩ আষাঢ় ১৪৩১ মঙ্গলবার

আলিপুর চিড়িয়াখানায় নতুন অতিথি

■ দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আসছে জেব্রা। আলিপুর চিড়িয়াখানায় প্রাণীর বৈচিত্র্য বাড়াতে লিম্পোপোর একটি ওয়াইল্ডলাইফ পার্ক থেকে আনা হচ্ছে ছয়টি জেব্রা; তিনটি পুরুষ ও তিনটি স্ত্রী। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে চলছে জোরদার প্রস্তুতি। জেব্রাগুলির স্বাস্থ্য পরীক্ষা চলছে আফ্রিকায়। তারপর মিলবে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যসনদ ও পরিবহণের ছাড়পত্র। সব ঠিকঠাক থাকলে ২০২৫ সালের শুরুতেই তারা এসে পৌঁছতে পারে কলকাতায়। আলিপুর কর্তৃপক্ষ তাদের জন্য নতুন খাঁচা তৈরি করছে; যেখানে থাকবে পর্যাপ্ত বাতাস, আলোর ব্যবস্থা ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ। প্রশিক্ষিত চিকিৎসক ও পরিচর্যাকারীরাও থাকবেন প্রস্তুত। ভারতীয় আবহাওয়ায় জেব্রা মানিয়ে নিতে পারে কি না, তা বড় প্রশ্ন হলেও, চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ আত্মবিশ্বাসী। জেব্রার আগমনে পর্যটকদের আকর্ষণ যেমন বাড়বে, তেমনই চিড়িয়াখানার সংগ্রহও আরও সমৃদ্ধ হবে। এখন শুধু অপেক্ষা, কবে কলকাতার মাটিতে পা রাখবে সাদা-কালো দাগের সেই আফ্রিকান দৌড়বিদরা।

৭ বছরের কারাদণ্ড

■ ২০১৭ সালের ২৯ নভেম্বর স্টেট স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স থানায় দায়ের হওয়া একটি মামলায় অবশেষে সাজা ঘোষিত হল দুই অভিযুক্তের। কলকাতা সিটি সেশনস কোর্টের প্রধান বিচারক আহমেদ আলি ওরফে 'কালু' এবং মোঃ পয়গম্বর শেখকে ইউএপিএ, ভারতীয় দণ্ডবিধি ও বিস্ফোরক দ্রব্য আইন অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত করেছেন। দু'জনকেই ৭ বছর ৬ মাসের কঠোর কারাদণ্ড এবং ১৮ হাজার টাকার জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ মাস সাধারণ কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। এই মামলার তদন্ত পরিচালনা করেন এসটিএফের তৎকালীন সহকারী পুলিশ কমিশনার প্রদীপ দাস। জানা গিয়েছে, অভিযুক্তদের কাছ থেকে সংগৃহীত স্বীকারোক্তি ও প্রমাণের ভিত্তিতে আদালত দোষ প্রমাণে সন্তুষ্ট হয়। তদন্ত চলাকালীন বিস্ফোরক দ্রব্য, সন্দেহজনক নথিপত্র ও রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্য উদ্ধার হয়েছিল। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই মামলার সঙ্গে আরও কয়েকজন অভিযুক্তের নাম জড়িয়েছিল, যাঁরা ইতিমধ্যে জাতীয় তদন্ত সংস্থার নজরে এসেছে এবং কিছুজন দোষ স্বীকারও করেছেন। তবে আহমেদ আলি ও পয়গম্বর শেখ-ই এই মামলায় প্রথম দণ্ডপ্রাপ্ত হলেন। এসটিএফ সূত্রের মতে, এই রায় ভবিষ্যতে কট্টরপন্থী চক্র ও জেহাদি কার্যকলাপ রুখতে আইনি পদক্ষেপের দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

কিশোরের রহস্যমৃত্যু

■ কালীঘাটের নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রিটে উদ্ধার কিশোরের ঝুলন্ত দেহ। সূত্রের খবর অবসাদে ভুগছিলেন দশম শ্রেণির ওই ছাত্র। সোমবার সকালে ছেলের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান কিশোরের বাবা মা। দ্রুত তাকে উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু কিশোরকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। এরপর দেহ ময়নাতদন্তে পাঠায় পুলিশ। সূত্রের খবর অনুযায়ী, মৃত কিশোরের বয়স ১৬ বছর। রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের একটি স্কুলে পড়ত সে। তবে কিছুদিন ধরে অবসাদে ভুগছিল কিশোর। আচমকা অবসাদগ্রস্ত আচরণের জন্য এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তার কাউন্সেলিংও চলছিল। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের অনুমান মানসিক অবসাদের কারণেই আত্মঘাতী হন ওই কিশোর। সোমবার ভোর ৫ টা নাগাদ ঘরে ঢুকে বাবা মা সিলিং ফ্যানে শাড়ি জড়িয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করেন। পরিবাররের সদস্যরা কিশোরকে দ্রুত তাকে উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু শেষরক্ষা হল না।

ম্যাঙ্গোর ভয়ে কি কলেজের ভাইস প্রিন্সিপালও তটস্থ থাকতেন?

কসবা-কাণ্ডে নয়না চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা নিয়ে উঠল প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মনোজিৎ মিশ্রের ভয়ে কি তটস্থ ছিলেন ভাইস প্রিন্সিপাল নয়না চট্টোপাধ্যায়ও? কারণ, তদন্তে নেমে এটা স্পষ্ট যে নির্যাতনের সময় কলেজেই উপস্থিত ছিলেন কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল নয়না চট্টোপাধ্যায়। অ্যাটেনডেন্স রেজিস্টার অন্তত এমনটাই বলছে। এরপর রাত ৯.৫০ মিনিটে কলেজ থেকে বের হন উপাচার্য। আরও আশ্চর্যের বিষয়, কলেজের রেজিস্টার ঘেঁটে দেখা যাচ্ছে, ঘটনার দিন অর্থাৎ ২৫ জুন সকাল ৯টা ৫০-এ তিনি কলেজে ঢোকেন এবং ঠিক সেই সময়েই তিনি কলেজ থেকে বেরিয়ে যান। অন্তত রেজিস্টার তাই বলছে। কিন্তু এখানেই রহস্য। ইন ও আউট টাইম এক হলেও কোথাও সকাল বা বিকেলের উল্লেখ নেই। আর যদি আউট টাইমটি রাতেরই হয়, তাহলে এটা স্পষ্ট ভাইস প্রিন্সিপাল ছাত্রী নির্যাতনের সময় কলেজেই ছিলেন। কারণ, ওই দিন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে রাত প্রায় ১১টা পর্যন্ত ছাত্রীটির উপর নির্যাতন চলেছে বলে অভিযোগ। নয়না চট্টোপাধ্যায় আগেই সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছিলেন, তিনি সেদিন বিকেল ৫টা পর্যন্ত ডিনের ঘরে মিটিংয়ে ছিলেন। কিন্তু তার পরে তিনি কলেজে ছিলেন কি না, বা কখন বেরিয়েছেন তা নিয়ে মুখে কুলুপ আঁটেন তিনি।

এদিকে আবার তিনি এও জানান, ঘটনার দিন কলেজে উপস্থিত থাকলেও এই ঘটনায় কিছু জানতেন না। এমনকী পরের দিন এফআইআর দায়ের হলেও, তাও তিনি নাকি বিষয়টি বুঝতে পারেননি! বরং ৪৮ ঘণ্টা পর, ২৭ জুন কলেজের এক নিরাপত্তারক্ষীর কাছ থেকে বিষয়টি প্রথম শোনেন বলে দাবি করেছেন তিনি। আর এখানেই প্রশ্ন, মনোজিৎ ওরফে ম্যাঙ্গো'র কুকীর্তি কি সত্যিই ঘুণাক্ষরেও টের পাননি তিনি?

আরজি কর কাণ্ডের পরে কসবা ল' কলেজে ছাত্রীর উপর পাশবিক অত্যাচারের ঘটনায় ফের সোচ্চার সমাজের সব শ্রেণির মানুষ। জঘন্য এই কাণ্ডের পর মনোজিৎ মিশ্র নামটা কারও অজানা নয়। এদিকে তদন্তে এও জানা যাচ্ছে, গণধর্ষণের পরেও কোনও হীনমন্যতা ছিল না মনোজিতের মধ্যে। উল্টে বেশ খোশমেজাজেই ছিল এই মনোজিৎ। কলকাতা পুলিশের তরফে জানা গেছে, এই কাণ্ডের প্রধান অভিযুক্ত অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র এত জঘন্য অপরাধ ঘটানোর পরেও তার সহযোগীদের সাথে ইনস্টিটিউটের গার্ড রুমের ভিতরে মদ্যপান করে যথেষ্ট সময় কাটিয়েছিল।

এরপর গার্ডের ঘরে মদ্যপান করার পর নিরাপত্তারক্ষী পিনাকি বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘটনা সম্পর্কের মুখ বন্ধ রাখার হুমকিও দেয়। মনোজিৎ, প্রমিত মুখোপাধ্যায় ও জাইব আহমেদ নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যাওয়ার আগে ইএম বাইপাসের একটি ধাবায় রাতের খাবারও খেতে গিয়েছিলেন। এর পাশাপাশি মনোজিৎ এই ঘটনার হাত থেকে বাঁচতে প্রভাবশালীদের পরামর্শ চেয়েছিল বলে জানা গেছে।

শুধু তাই নয়, তদন্তে এও উঠে এসেছে মনোজিৎ রাসবিহারী, দেশপ্রিয় পার্ক, গড়িয়াহাট, ফার্ন রোড এবং বালিগঞ্জ স্টেশন রোড সহ শহরের বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছিল, তা পরামর্শ দাতাদের কাছ থেকে বাঁচার উপায় খুঁজতে। এদিকে এও জানা গেছে, এই জঘন্য কাজের পরিকল্পনা তারা করেছিল আগেই।

প্রসঙ্গত, কসবার এই ল' কলেজে ম্যাঙ্গোর ওরফে মনোজিতের দাপট প্রশ্নাতীত। কসবার এই ঘটনার পর সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজে গিয়ে দেখাও যায় দেওয়ালে লেখা রয়েছে 'মনোজিৎদা ইস ইন আওয়ার হার্ট'। প্রসঙ্গত, মনোজিতের বাড়ি কালীঘাটে। ২০২২ সালে সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজ থেকে পাশ করে। ২০২১, ২২ সালে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দক্ষিণ কলকাতার জেনালের সেক্রেটারি ছিল। কলেজে ভর্তি হয় ২০১২ তে। তবে ২০২২ পর্যন্ত ১০ বছর কলেজেই ছিল সে। আর এখানেই উঠেছে সবথেকে বড় প্রশ্ন। ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে রিঅ্যাডমিশন কিভাবে তা নিয়েই।

আরজি কর-কাণ্ড

আদালতে হাজিরার নির্দেশ সন্দীপ ও অভিজিৎকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের একবার সংবাদ শিরোনামে আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডল। এই দু'জনকে আবারও সশরীরে আদালতে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দিলেন বিচারক অরিজিৎ মণ্ডল। এদিকে এক বছর হতে চলেছে আরজি কর-কাণ্ডের। সরকারি এই হাসপাতালের ভিতর এক তরুণী চিকিৎসক পড়ুয়াকে খুন ও ধর্ষণ করা হয়। এই মামলায় নাম জড়ায় আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও টালা থানার প্রাক্তন ওসি-র।

ইতিমধ্যেই আরজি কর যেখানে তিলোত্তমা ধর্ষণ ও খুন হয়, সেই ঘটনাস্থল ঘুরে দেখার আবেদন করেছে পরিবার। সেই মামলার শুনানিতে সন্দীপ ঘোষ ও অভিজিৎ মণ্ডলকে সশরীরে আদালতে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেন বিচারক অরিজিৎ মণ্ডল। মঙ্গলবার দু'জনকে সশরীরে আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে। কোনও মতামত থাকলে তাঁরা জানাবেন আদালতে। শুনানিতে রাজ্যের তরফ থেকে সরকারি আইনজীবীকেও উপস্থিত থাকার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, আরজি কর-কাণ্ডে টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করেছিল সিবিআই। তবে পরবর্তীকালে জামিন পান তিনি। এদিকে নির্যাতিতার পরিবারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, জামিনের পর কোর্টের নির্দেশে হাজিরা দেন প্রাক্তন ওসি।

তবে একা অভিজিৎ নয়, আরজি করে ধর্ষণ-খুনকাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। অভিজিতের মতো তিনিও এই মামলাটিতে জামিন পেয়েছেন। কিন্তু দুর্নীতির মামলায় জেলে আছেন সন্দীপ। আরজি করের আর্থিক দুর্নীতির মামলায় তিনি অভিযুক্ত।

গাছপালা কেটে আবর্জনা দিয়ে পুকুর ভরাটের অভিযোগ খড়দায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারংবার হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও, বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে জমি হাঙরদের দৌরাত্ম্য অব্যাহত রয়েছে। এবার জমি হাঙরদের থাবা খড়দা পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের গোস্বামী পাড়ার ঠাকুরতলা এলাকায়। অভিযোগ, টিন দিয়ে ঘিরে পুকুরের চারপাশে থাকা গাছপালা কেটে পুকুরের মধ্যে ফেলা হচ্ছে। তাছাড়া পুর অঞ্চলের ময়লা আবর্জনা দিয়েও পুকুর ভরাটের কাজ চলছে। যদিও পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন এলাকাবাসী। স্থানীয় বাসিন্দা সুরজিৎ সিংহ বলেন, আইনত জলাভূমি ভরাট করা যায় না। তবুও অতি প্রাচীন একটি পুকুরকে ধীরে ধীরে ভরাট করা হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, পুকুর ভরাট করে আগামীদিনে সেখানে বহুতল গড়ে উঠবে। পুকুরটিকে পুনরায় পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার দাবি করলেন সুরজিৎ বাবু। অপরদিকে খড়দা পুরসভার উপ-পুরপ্রধান সায়ন মজুমদার বলেন, অভিযোগ পেলেই পুরসভার তরফে পদক্ষেপ নেওয়া হয়। তবুও একশ্রেণির অসাধু চক্র পুকুর ভরাটের মতো বেআইনি কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিলেন উপ-পুরপ্রধান সায়ন মজুমদার।

তোষণ নীতির অভিযোগ তুলে রাজ্য সরকারকে আক্রমণ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মালদার লদীকান্তপুরে মহরমের তাজিয়া ঘিরে উত্তপ্ত পরিস্থিতি। অভিযোগ, ইলিশবাজার থানার অন্তর্গত নরহাট্টা গ্রাম পঞ্চায়েতের এই হিন্দুপ্রধান গ্রামে মহরমের মিছিলের আড়ালে 'জেহাদি' হামলা চালানো হয়েছে। বিজেপি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তোষণ নীতিকেই দায়ী করেছেন। শুভেন্দুর অভিযোগ, মহরমের নামে হিন্দুদের ঘর, দোকান ভাঙচুর করা হয়েছে। পুলিশ উপস্থিত থেকেও নিষ্ক্রিয় থেকেছে। লদীকান্তপুরের শান্তিপ্রিয় হিন্দুরা এখন আতঙ্কে। তিনি আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গে একটিও হিন্দু উৎসব নেই যেদিন রক্ত না ঝরেছে; দুর্গাপুজো, সরস্বতী পুজো, রথযাত্রা, সবই আক্রান্ত। রাজ্যে জেহাদিরা হিন্দুদের উপর বারবার হামলা চালাচ্ছে।

তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে বলেন, ৩০ শতাংশ ভোট ব্যাংক রক্ষার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসনের হাত বেঁধে দিয়েছেন। এই তোষণ নীতির ফলেই হিন্দুরা বারবার আক্রান্ত হচ্ছে। মালদার ঘটনার পর প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ নেয়নি বলেও অভিযোগ শুভেন্দুর। তিনি হিন্দু সমাজকে একত্রিত হওয়ার ডাক দিয়ে বলেন, আজ যদি আমরা জোট না বাঁধি, তাহলে যেভাবে বাংলাদেশ থেকে পালাতে হয়েছিল, একদিন পশ্চিমবঙ্গেও থাকা যাবে না।

হাইকোর্টের নির্দেশে স্বস্তিতে শান্তনু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হাইকোর্টের নির্দেশে এবার স্বস্তিতে শান্তনু সেন। তাঁর ডাক্তারি করার ক্ষেত্রে আর কোনও বাধা রইল না। দু'বছরের জন্য তাঁর যে রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হয়েছিল সেই নির্দেশ বাতিল করল হাইকোর্ট। প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কাউন্সিলের তরফে শান্তনুর রেজিস্ট্রেশন বাতিল করার নির্দেশ দেওয়া হয় গত সপ্তাহে। কাউন্সিলের বক্তব্য ছিল, শান্তনু এমন একটি বিদেশি ডিগ্রি ব্যবহার করছেন যা অবৈধ। ভারতে সেই ডিগ্রির রেজিস্ট্রেশন করানো হয়নি বলেও দাবি করা হয় কাউন্সিলের তরফে।

এদিকে, শান্তনুর বক্তব্য ছিল, তিনি রেজিস্ট্রেশনের আবেদন করেছিলেন, কিন্তু কোনও সাড়া পাননি। পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কাউন্সিলের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের এই সিদ্ধান্তের পরই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন চিকিৎসক-নেতা শান্তনু। সোমবার ছিল সেই মামলার শুনানি। সোমবার কাউন্সিলের সেই নির্দেশ খারিজ করে দিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। বিচারপতি বলেন, 'কী কারণে তাঁর রেজিস্ট্রেশন বাতিল হচ্ছে, সেটা জানানো প্রয়োজন ছিল।' এটি একটি 'নন স্পিকিং' 'ক্রিপটিক' অর্ডার বলেও মন্তব্য করেন বিচারপতি। আদালতের নির্দেশ, মেডিক্যাল কাউন্সিল এই বিষয়ে তদন্তের যাবতীয় রিপোর্ট শান্তনু সেনকে পাঠাবেন এবং তাঁর বক্তব্য শুনবেন।শান্তনুর আইনজীবী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য এদিন আদালতে উল্লেখ করেন, ২০ বছর ধরে শান্তনু প্র্যাকটিস করছেন। আইএমএ নির্বাচনে সফল হয়েছিলেন। হঠাৎ করে রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল একটি স্বতঃস্ফূর্ত পদক্ষেপ করে। একইসঙ্গে শান্তনুর আইনজীবীও বলেন, অভিযোগ আনার পর হঠাৎ করে আইএমএ প্রেসিডেন্ট মিডিয়া কনফারেন্স করে জানিয়ে দেন যে দু'বছরের জন্য সাসপেন্ড করা হল শান্তনুকে। এই প্রসঙ্গে শান্তনু সেনের বক্তব্য, তাঁকে কোনও ফোন করা হয়নি। মামলা দায়ের হওয়ার পরও কোনও মেল বা ফোনের মাধ্যমে জানানো হয়নি ঠিক কী কারণে এমন সিদ্ধান্ত। এরপর রাজ্যের তরফে এজি কিশোর দত্ত বলন, 'ডিপ্লোমা ফেলোশিপ গ্লাসগো, এটা একটা সম্মানীয় ডিগ্রি। এটা সাধারণ মানুষ কী বুঝবেন? ডিপ্লোমা কোনও ডিগ্রি নয়, সেটা কীভাবে বোঝা যাবে?' উত্তরে বিচারপতি অমৃতা সিনহা জানান, 'রেজিস্ট্রেশন হয়েছে বা হয়নি, সেটা আদালত জানতে চায় না। কিন্তু কেন তাঁকে বলা হয়নি সেটা গুরুত্বপূর্ণ। মামলাকারী ছয়বছর ধরে এই ডিপ্লোমা ব্যবহার করছেন, এখন কেন পদক্ষেপ করা হল?' বিচারপতি আরও বলেন, 'কতজন রোগী চিকিৎসকের ডিগ্রি আর ডিপ্লোমা বোঝেন, আমি জানি না।'

দঃ কলকাতা তৃণমূল ছাত্র সভাপতিই কি ম্যাঙ্গোকে আড়াল করতেন?

আশুতোষের সাধারণ ক্লার্ক নাকি প্রভাবশালী ক্ষমতাধর সার্থক বন্দ্যোপাধ্যায়?

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণ কলকাতার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি এবং আশুতোষ কলেজের হেড ক্লার্ক, এই পরিচয়েই পরিচিত সার্থক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু বাস্তবে তাঁর ক্ষমতা ও সম্পত্তির পরিমাণ দেখে চোখ কপালে উঠছে কলেজমহল ও রাজনৈতিক মহলের।

বিতর্ক বিপুল সম্পত্তি ঘিরে

অভিযোগ, কলেজের অধ্যক্ষ মানস কবিরকে পাশে বসিয়ে তিনি তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বৈঠক চালান ক্যাম্পাসের মধ্যেই। কলেজ যেন পরিণত হয়েছে শাসক দলের ব্যক্তিগত কার্যালয়ে।

তবে বিতর্কের কেন্দ্রে তাঁর বিপুল সম্পত্তি। ক্লার্কের পদে থেকে কীভাবে তিনি এই সম্পত্তির মালিক হলেন; তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। অভিযোগ অনুসারে; কালীঘাটে নিজের নামে একাধিক সম্পত্তি, পিতা ও মাতার নামে কালীঘাটে তিনটির বেশি সম্পত্তি, যাদবপুরে নিজের নামে দুটি ফ্ল্যাট ও একটি গ্যারেজ, আমতলা ও উদয় শঙ্কর সরণিতে মা-বাবার নামে আরও পাঁচটি ফ্ল্যাট রয়েছে তার। এত সম্পত্তির উৎস কী? শুধুমাত্র সরকারি বেতনে কীভাবে এমন সাম্রাজ্য গড়ে উঠল? বিরোধীদের দাবি, এই সার্থক বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ষণকাণ্ডে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা মনোজিৎ মিশ্রকে আড়াল করেছিলেন। এমন নেতারাই সমাজে অপরাধী ও দানবদের রক্ষা করে থাকেন।

বিজেপির সরাসরি প্রশ্ন, আর কতদিন চলবে ক্ষমতার অপব্যবহারের উৎসব? অবিলম্বে তদন্তের দাবি তুলে তারা বলেছে; রাজনীতি দিয়ে অপরাধ ঢাকার সংস্কৃতি বন্ধ হোক। শাসকের ছত্রছায়ায় দুর্নীতির দিন শেষ হোক।

টাউন হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মেয়র ফিরহাদ হাকিম, মালা রায়, দেবাশিস কুমার কলকাতা শ্রী (মেয়র চয়েস) পুরস্কার তুলে দিলেন কলকাতার বারোয়ারি দুর্গাপুজোর উদ্যোক্তাদের হাতে। ছবি: অদিতি সাহা

বুধবার থেকে কমবে বৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বুধবার থেকে কমবে বৃষ্টি। মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বেশিরভাগ জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি হবে। জেলার কিছু অংশে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। বুধবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। ভারী বৃষ্টির সতর্কতা নেই। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে বিভিন্ন জেলার দু-এক জায়গায়। শনিবার থেকে ফের বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। আলিপুর আবহাওয়া অফিসের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, এই মুহূর্তে বাংলায় সক্রিয় বর্ষার বাতাস। সঙ্গে দোসর গাঙ্গেয় বঙ্গের ওপর তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্ত ও দুটি অক্ষরেখা। এর পাশাপাশি গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের ওপর তৈরি হয়েছে আরও একটি নিম্নচাপ। আর তাতেই বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশে। এই নিম্নচাপ এবার সরছে ঝাড়খণ্ড- ছত্তিসগড়ের দিকে। তারই জেরে উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টি সম্ভাবনা বাড়বে।

এদিকে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, কলকাতায় রবিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ২.৭ ডিগ্রি কম। সোমবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

কসবা-কাণ্ডের পর মুখ খুলে দলের অন্দরেই রোষের মুখে রাজন্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কসবা কাণ্ডের পর মুখ খুলে এখন দলের অন্দরেই রোষের মুখে রাজন্যা। টিএমসিপি-র প্রাক্তন নেত্রীকে এখন একের পর এক তোপ দাগছেন শাসক নেতৃত্বের একাংশ। রবিবার অতীন কন্যার পর রাজন্যার নাম না করে এবার তোপ দাগতে দেখা গেল তৃণমূল নেত্রী জুঁই বিশ্বাসকে। নিজের সামাজিক মাধ্যমে তিনি লেখেন, 'যোগ্যতা বিচারের জন্যও যোগ্যতা লাগে। যাঁরা একে মাথায় তুলেছিলেন, তাঁদের যোগ্যতা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে। না নেত্রী হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে, না অভিনেত্রীর। দু'দিন এসেই নেত্রী? কোভিড কিংবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এদের মুখ কেন দেখতে পাওয়া যায় না। শুধু ব্যক্তিগত এজেন্ডা নিয়ে রাজনীতি করতে আসা।'

কসবার ঘটনার পর রাজন্যার ঘটনা প্রসঙ্গে জুঁই এও জানান, 'ঘটনাটি আমি তিন চারদিন ধরে টিভির পর্দায় দেখছি। দলের একজন কর্মী, জনপ্রতিনিধি হিসাবে এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা।'এরপরই এই ইস্যুতেই জুঁই এ প্রশ্নও তোলেন, 'যদি কোনও মহিলার সঙ্গে এই ধরনের ঘটনা ঘটে, তাহলে এতদিন চুপ করে ছিলেন কেন? তিনি তো একজন পড়াশোনা করা মহিলা। নেত্রী বলছেন নিজেকে, তিনি নিজেকেই যদি রক্ষা করতে না পারেন, তাহলে নেত্রী হিসাবে বাকিদের জন্য কী করবেন? ঘটনার পর এতদিন চুপ ছিলেন কেন?' পাশাপাশি এও বলেন, 'যৌন হেনস্তা হলে মহিলাদের জন্য দেশে আইন রয়েছে। তিনি আইনের দ্বারস্থ হতে পারতেন। হতেই পারে তিনি পরে মুখ খুলেছেন। কিন্তু তারও একটা নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। যদি তিনি সত্যিই নিগৃহীত হন, তাহলে তখনই কেন দলকে জানাননি?'

এই একই সুর ছিল অতীন কন্যা প্রিয়দর্শিনী ঘোষের গলাতেও। তিনিও প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'এতদিন কেন চুপ ছিলেন রাজন্যা? কেন দলকে জানাননি? দল বা প্রশাসনের কাছে না গিয়ে মিডিয়ার কাছে মুখ খুলে 'মুখ' হওয়ার চেষ্টা করছেন কেন?'

উল্লেখ্য, কসবা কাণ্ডের পর রাজন্যা মন্তব্য করেছিলেন, কসবাকাণ্ডে মূল অভিযুক্তের মতো আরও অনেকেই রয়েছেন। যদিও রাজন্যার বক্তব্য তিনি নাকি তখনই দলকে জানিয়েছিলেন। এর পরই রাজন্যা এও জানান, 'আমি জানি প্রশ্ন উঠছে, আমি তখন কেন বলিনি, এখন কেন বলছি? আসলে আমি তখনই দলকে বলেছি। আমাদের দলে এরকম অনেক মেয়ে রয়েছে, যাদের সঙ্গে এটা হয়েছে। আমি তাদের ভয়েস হিসাবে বলছি। এমন নয় যে, একার বক্তব্য বলছি। আমি আমার উচ্চ নেতৃত্বকে জানিয়েছি।'

সম্পাদকীয়

গ্যারাজে পড়ে কোটি কোটি টাকায় কেনা অচল ইলেকট্রিক বাস, জনগণের টাকায় এই হরির লুট আর কতদিন

খরচ কমাতে এবং আধুনিক পরিবেশবান্ধব জ্বালানি হিসেবে পেট্রোল, ডিজেলের পরিবর্তে ক্রমশ জায়গা করে নিচ্ছে ইলেকট্রিক ও সিএনজি। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাজ্যের পরিবহণ দফতরও গত কয়েক বছর ধরে ই-ভেহিক্যাল ও সিএনজি চালিত বাস কেনার সংখ্যা বাড়িয়েছে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে অন্যত্র। সম্প্রতি সংস্থার তরফে ঘোষণা করা হয়েছে, আর ই-ভেহিক্যাল কিনতে আগ্রহী নয় তারা। এবার থেকে শুধু সিএনজি চালিত বাসই কেনা হবে। তাহলে কী এমন হল যে হঠাৎ ই-ভেহিক্যাল ছেড়ে সিএনজিতে ঝুঁকল সরকার? অন্দরের খবর, গাদাগুচ্ছের ব্যাটারিচালিত বাস কিনে এখন মহা ফাঁপড়ে পড়েছে পরিবহণ দফতর। কারণ, এগুলো এখন কার্যত দফতরের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগমের অধীনে ৮০টি ই-বাস রয়েছে। প্রতিটি বাসের দাম প্রায় এক কোটি টাকা বা তারও বেশি। নির্মাতা সংস্থাগুলি দাবি করেছিল, ফুল চার্জে ১০০ কিমির বেশি চলবে এই বাস। চলবে অন্তত ১২ বছর। কিন্তু বছর পাঁচেক কাটতে না কাটতেই দেখা গেল ব্যাটারি দুর্বল হয়ে পড়ছে, যার জেরে ব্যয় বাড়ছে। কর্মীরা বলছেন, একেকটি বাসে তিনটি করে ব্যাটারি থাকে। একটির দাম ১৮ লক্ষ টাকারও বেশি। ব্যাটারি বদলানো না গেলে বাস বসে যাচ্ছে। আর যন্ত্রাংশ মিলছে না ঠিক সময়ে।রক্ষণাবেক্ষণেও সমস্যা হচ্ছে। পরিবহণ দফতরের হিসাব বলছে, বেশিরভাগ ই-বাস এখন আর ১০০ কিমি তো দূরের কথা, ৮০ কিমিও পার করছে না। এই অবস্থায় এই বিপুল আর্থিক বোঝা কীভাবে সামলানো যায় তা ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছেন না কর্তারা। এই পরিস্থিতিতে একটা গুরুতর প্রশ্ন অমীমাংসিত রয়ে যাচ্ছে। জনগণের করের টাকা খরচ করে এই যে বাসগুলি কেনা হল, তখন কোনও বিশেষজ্ঞ সংস্থাকে দিয়ে কি এটা যাচাই করা হয়েছিল? করা হলে সেটা কারা? না করা হলে তার দায়ভার কে নেবে? এর উত্তর তো পরিবহণ দফতরের কর্তাদের দিতে হবে? না হলে জনগণের করের টাকায় এই হরির লুট কিন্তু বেশিদিন চলবে না।

শব্দবাণ-৩২২

■	■	১			২	■
৩			■	■		■
	■		■	৪		৫
	■	■	■	■	■	
৬	৭		■	৮	■	
■		■	■	৯		
■	১০				■	■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১ আখের গুড় ৩. আকাশ ৪. চমৎকার,সুন্দর ৬. সূর্যের আলো ৯. বেপরোয়া ১০. রাজস্ব সংগ্রাহক।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. নীলপদ্ম ২.রীতি, নিয়ম ৩. বিখ্যাত এক আম ৫. পাণিগ্রহণ ৭. আস্থা, নির্ভর ৮. যুগ ।

সমাধান: শব্দবাণ-৩২১

পাশাপাশি: ২. উৎসাদন ৫. দেড়ে ৬. রটা ৭. ঘর ৮. লাভ ১০. রহস্যভেদ।
উপর-নীচ: ১. খেদ ২. উমরভর ৩. সাজো ৪. নদেরচাঁদ ৯. তস্য ১১. হরি।

জন্মদিন

আজকের দিন

জ্যোতি বসু

১৯১৪ পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর জন্মদিন।
১৯৫৮ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী নীতু সিংয়ের জন্মদিন।
১৯৭২ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিন।

ভারতের সোনালি জ্যাকপটে নিষ্প্রভ মসিহা হরমুজ

সুবীর পাল

সার্কাসের ট্র্যাপিজ খেলার মতো বৈশ্বিক উর্ধ্বমুখী তেলের দামে আচমকা ইন্দ্রপতন ঘটে যায় ২৩ জুন কাতারে অবস্থিত মার্কিন সেনা ছাউনিতে ইরান আক্রমণ শানানোর পরে পরেই। হঠাৎ ব্রেন্ট তেলের দামে ৭.২ শতাংশ ধস পরিলক্ষিত হয়। ফলে এর প্রতি ব্যারেল ৭১.৪৮ ডলারে বিক্রি হয়েছিল। ব্রেন্ট তেলের এমন ভয়াবহ পতন ২০২২ সালের পর এই প্রথম। একই শোচনীয় অবস্থা আমেরিকার মাটিতে ঘটে গেছে হোয়াইট হাউসের কপালে বলিরেখা উদিত হয়ে। ৬৮.৫১ ডলারে এসে ঠেকেছিল এক ব্যারেলের মূল্য। কারণ, সবাইকে অস্থিরতায় ফেলে ৭.২ শতাংশ দাম নিম্নমুখী হয়ে যায় মার্কিন অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম তেলের ক্ষেত্রে। যা গত তিন বছরের মধ্যে মার্কিন অর্থনীতির অন্যতম বৃহৎ ধস হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু ভারত, বিশ্ব পতনেও সেই গান গেয়েছে নির্বিকার চিত্তে, তুমি অনেক যত্ন করে আমায় দুঃখ দিতে চেয়েছো, দিতে পারোনি।

এইতো দিন কয়েক আগেকার ঘটনা। যুদ্ধ এলো ধুমকেতুর মতো। আবার সেই একই যুদ্ধ কর্পূরের মতো উবেও গেল। এ যেন হঠাৎ দুই দেশের মধ্যে সামরিক মারপিট সপ্তাহ দেড়েকের আগুনে অস্থিরতায়। মধ্যপ্রাচ্যের পারস্পরিক আসমান জমিন গুঁতোগুঁতিতে।

বিশ্ব হোয়াইট কালার দাদাগিরির দুনিয়ায় এই যুদ্ধের মৌতাত তো আজ সবার কাছে ওপেন সিক্রেট। ইরান বনাম ইজরায়েল। মধ্যেখানে কাজীর বেশে মার্কিন বদান্যতা। তবে দক্ষিণ এশিয়ায় একটা টপ সিক্রেট হাল হকিকতের পৃথিবীকে সত্যি কিন্তু তাক লাগিয়ে দিয়েছে। ভারতের পেট্রোলিয়াম পন্যের দেশীয় বাজার এমন সামরিক অভিযান অস্থিরতাতেও কি অদ্ভুত রকমের অনির্বাপিত অথচ নিস্তরঙ্গ। দামের নির্ধারণেও কি অদ্ভুত রকমের নির্বিকল্প অথচ ন যযৌ ন তস্থৌ। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ বাঁধলো তবু দক্ষিণ এশিয়ার ১৪৬ কোটি মানুষের এই বিশাল দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম এক চুল বাড়লো না! এটা কেমন ভাবে সম্ভবপর? এটাও আবার বাস্তবে হয় নাকি? অতীতের মূল্য বৃদ্ধির অভিজ্ঞতা তো আমাদের উল্টো স্রোতে সাঁতার কাটাতে এতো কাল শিখিয়ে এসেছে। তবে আজ কেন এই ইতিবাচক ব্যতিক্রম ঘটলো ভারতের অভ্যন্তরীণ পেট্রোপণ্যের বাজারে। স্থিতিশীলতার প্রশ্নে এতো কোনও হেলদোলের লেশমাত্র কিচ্ছু নেই। এতেই যে তামাম দুনিয়া হতবাক। বিস্ময়ের ঘোরে দেশীয় জ্বালানি বিশেষজ্ঞ সমাজও। স্পিকটি নট্ রাজনৈতিক বিরোধীকুল।

আসল কথাটা হলো, আজকাল হরমুজ প্রণালীর হুমকি পরোয়া করে না আজকের ভারত। এটা ঠিক, গুরুত্ব অবশ্যই দেয় আন্তর্জাতিক মানচিত্রে সুবিধার দৃষ্টিভঙ্গিতে। তথাপি অন্ধের যষ্ঠীর বা পরগাছার নির্ভরতা এই ত্রিবর্ণ দেশটির আর ধাতে সয় না যে। কারণ বিকল্পের মন্ত্রে স্বনির্ভর ভারতবর্ষ আজ পরিবর্তের তন্ত্র উদযাপনে অভ্যস্থ হয়ে উঠেছে বিগত বেশ কয়েক বছরে।

আপাতত কেন্দ্রীয় সরকারের বেঁধে দেওয়া পেট্রোলিয়াম পণ্যের বাজার দড় তাই স্থিতাবস্থায় রয়েছে। নট নরং নট চরং।

ব্যাপারটা কি হলো! এতো ভোজবাজির মতো অবাক কাণ্ড কারখানা। মধ্যপ্রাচ্যে বাজলো যুদ্ধের ভয়ঙ্কর দামামা। চলতি বছরের ১৩ জুন আরম্ভ হয়েছিল ইজরায়েল ও ইরানের যুদ্ধ। ১২ দিন ধরে চললো মার কাটারি দ্বিপাক্ষিক আকাশ হামলা। দুই তরফেই শশ্মাণের করুণ মোলাকাত। তার উপর দুনিয়ার মুরুব্বী আমেরিকা আবার ইরানের তিন তিনটে পরমাণু বোমা প্রস্তুতকারক কেন্দ্রে আগ বাড়িয়ে অযাচিত বোমা নিক্ষেপ করে বসে ২২ জুন। অথচ ভারতের পেট্রোলিয়াম বাজারের দাম ন যযৌ ন তস্থৌ। বোঝো ঠেলা! কেন্দ্রীয় সরকার মুচকি হাসছে। যেন কিছুই তো ঘটেনি পেট্রোল উৎসের বৃহত্তর ময়দানে। আর বিরোধীদের অবস্থা তো বেচারা বেচারা ভাব, দূর সমালোচনার নূন্যতম খাসা ইস্যুটাই যে ফস্কা গেরো হয়ে গেল। বলেন কি মশাই! বারো দিন যাবৎ আকাশে আগুনে ফুলঝুরির যুদ্ধ হলো, পরমানু কেন্দ্রে দামাদম মাস্ত কালান্দর বোমা পড়লো। আর ভারতের পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক বারো পয়সাও তাদের অধীনস্থ পন্যের দাম পর্যন্ত বৃদ্ধি করলো না। তোবা তোবা। এরকম চললে তো বিরোধীদের মুখে লিউকোপ্লাস্ট লাগানো ছাড়া আর কোনও কাজই থাকলো না।

এদিকে বিশ্বের অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দামে বর্তমানে ব্যাপক ডিং ডং খেলা চলেছে এই যুদ্ধকে বগল দাবা করে। কখনও এই তেল ও ডলারের দামে অনুপাত কমেছে সবাইকে চমকে দিয়ে। আবার বেড়েছেও প্রত্যাশিত বৈশ্বিক দস্তুরে। যুদ্ধ শুরু হতে না হতেই আরব দুনিয়ার ও মধ্যপ্রাচ্যের উৎপাদিত জ্বালানি তেলের ফিউচারের দাম আচমকা বেড়ে গিয়েছিল ২ শতাংশে। ইরানের তরফে হরমুজ প্রণালী অবরুদ্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিতেই তেলের দামে এই নয়া বাড়বাড়ন্ত। বিশ্বের বাজারে গত ছয় মাসের মধ্যে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের এই দাম বৃদ্ধি ছিল সর্বোচ্চ স্তরের এখনও পর্যন্ত।

আমেরিকার ঘরেও তেলের সিন্দুকেও সেই দাম বৃদ্ধির আঁচ গিয়ে আঁচড়ে পড়েছিল প্রাথমিক পর্যায়ে। স্বাভাবিক ভাবে সেই দেশে ক্রুড অয়েলের দাম ২.৮ শতাংশ বেড়ে যাওয়ায় ৭৫.৯৮ ডলারে বিক্রি হয়েছিল প্রতি ব্যারেল। অন্যদিকে বৈশ্বিক বাজারে ব্রেন্ট তেলের দামে ২.৭ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটলে তার প্রতি ব্যারেল মূল্য হয় ৭৯.১২ ডলার।

শুধু কি তেলে নাকি, ডলার বাজারেও তো আমেরিকার সেকি ল্যাজে গোবরে অবস্থা। ওয়াল স্ট্রিট যে পতন দুয়োরানির আগমনে থরহরি কম্পমান। ২৫০ পয়েন্ট নিচে নেমেছে ডাও ফিউচারস সূচক। ফলে ০.৭ শতাংশ ধস নেমেছে নাসডাক ফিউচারস এসএন্ডপি ফিউচারস দ্যোতকে। কিন্তু সেই এক কথা, ভারতের তেলের বাজার ছিল সেই শান্ত নদীটি পটে আঁকা ছবিটি।

সার্কাসের ট্র্যাপিজ খেলার মতো বৈশ্বিক উর্ধ্বমুখী তেলের দামে আচমকা ইন্দ্রপতন ঘটে যায় ২৩ জুন কাতারে অবস্থিত মার্কিন সেনা ছাউনিতে ইরান আক্রমণ শানানোর পরে পরেই। হঠাৎ ব্রেন্ট তেলের দামে ৭.২ শতাংশ ধস পরিলক্ষিত হয়। ফলে এর প্রতি ব্যারেল ৭১.৪৮ ডলারে বিক্রি হয়েছিল। ব্রেন্ট তেলের এমন ভয়াবহ পতন ২০২২ সালের পর এই প্রথম। একই শোচনীয় অবস্থা আমেরিকার মাটিতে ঘটে গেছে হোয়াইট হাউসের কপালে বলিরেখা উদিত হয়ে। ৬৮.৫১ ডলারে এসে ঠেকেছিল এক ব্যারেলের মূল্য। কারণ, সবাইকে অস্থিরতায় ফেলে ৭.২ শতাংশ দাম নিম্নমুখী হয়ে যায় মার্কিন অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম তেলের ক্ষেত্রে। যা গত তিন বছরের মধ্যে মার্কিন অর্থনীতির অন্যতম বৃহৎ ধস হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু ভারত, বিশ্ব পতনেও সেই গান গেয়েছে নির্বিকার চিত্তে, তুমি অনেক যত্ন করে আমায় দুঃখ দিতে চেয়েছো, দিতে পারোনি।

দুই তিন দশক আগেও তো আরব দুনিয়ায় বা মধ্যপ্রাচ্যে কোনও প্রত্যাশিত অশনিসঙ্কেত দেখা দিলেই হলো, ভারতের অবস্থা আমাশয় রোগীর মতো ঢিলেঢালা হয়ে যেত পেট্রোপণ্যের মজুতে। লাফিয়ে লাফিয়ে ঘনঘন তৎক্ষণাৎ দাম বেড়ে যেত কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের একেকটা নির্দেশিকায়। ইরাক ও আমেরিকার যুদ্ধে আমাদের দেশীয় বাজারে তেল বৃদ্ধির নানা নমুনা হয়তো আজও বহু ভারতবাসীর স্মৃতিতে টাটকা বিচরণ করছে। কিন্তু এবারের যুদ্ধে তেলের ভরকেন্দ্রে মার্কিন অর্থনীতিতে তুমুল ফাটল ধরলেও ভারতীয় তেলের বাজার তো ঠাঁয় গঙ্গা অববাহিকার মতো চলমান নিস্তরঙ্গ। কিন্তু কেন? কোন সোনা-রূপার যাদুকাঠির স্পর্শে ভারত মহাসাগর পাড়ের তৈল-কন্যার এই অপরূপ নির্বিকল্প চেতনাদয়?

দেশের কেন্দ্রের পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী ইতিমধ্যে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করেছেন, বিপজ্জনক যে কোনও পরিস্থিতিতে বর্তমানে অতিরিক্ত ৭৪ দিনের পেট্রোল ভারতে রয়ে গেছে। সুতরাং মধ্যপ্রাচ্যের সংঘর্ষের মধ্যেও দেশে আভ্যন্তরীণ জ্বালানি তেলের মজুত সন্তোষজনক পরিস্থিতিতে রয়েছে।

আসলে মাটির নিচে ভারতে রয়ে গেছে তিন গোপন কৌশলগত অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম তেলের বিশালাকার ভান্ডার। ৯০ মিটার থেকে ২০০ মিটার গভীরের পাতালপুরীতে। কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালোরে ও পাদুরে এবং অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে রয়েছে আন্ডারগ্রাউন্ড এই ত্রয়ী তেলের কুবের ভান্ডার। করোনা কালে বিশ্বের বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য যখন অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছিল তখন সেই তেল কম মূল্যে কিনে ভারত মজুত করেছিল। মাটির গহ্বরে থাকায় এই ভান্ডারের তেল বায়বীয় হবার সম্ভাবনা প্রায় শুন্য। এমনকি ভুগর্ভস্থ হওয়ায় এই পাতালপুরীর সুরক্ষা ব্যবস্থাও একেবারে নিশ্ছিদ্র। এই তিন পাতাল ভান্ডারে ভারতের তেলের মজুত রয়েছে ৩ কোটি আশি লক্ষ ব্যারেল। সুতরাং হরমুজ প্রণালীর হুমকি? নো টেনশন। বি কুল।

তাছাড়া আরব দুনিয়া বা মধ্যপ্রাচ্যের উপর পূর্ণ নির্ভরতা থেকেও ভারত বর্তমানে অনেকটাই সরে এসেছে তেল আমদানির ইস্যুতে। পরিবর্তীত বিকল্প হিসেবে হরমুজ প্রণালীর পাশাপাশি পানামা খাল, সুয়েজ চ্যানেল ও কেপ অফ গুড হোপ প্রণালীও ভারতের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে সাম্প্রতিক কালে। ফলে তেল সংগ্রহের জন্য আমেরিকা, রাশিয়া, নাইজেরিয়া ও ব্রাজিলের মতো দেশগুলোও আজ ভারতের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। অতএব তেল ইস্যুতে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের আবহ তো ভারতের কাছে গুডবাই টাটা'তো হবেই।

একটা ফিল্মি ডায়লগ আছে। ভগবান যব দেতা হ্যায় ছপ্পর ফোর কে দেতা হ্যায়। ২০১৮ সালে রাজ্যের উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরে ভূগর্ভস্থ প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেলের অফুরন্ত ভান্ডার আবিস্কৃত হয়। রাজ্য সরকারও প্রয়োজনীয় জমি সরবরাহ করে এর খননকার্যে হাত হাত লাগিয়েছে দেশের পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের সঙ্গে। ফলে ওএনজিসি দেশে জ্বালানি তেলের উৎপাদনে স্বনির্ভরতার রাস্তা উন্মোচিত করেছে নতুন দিশা সৃষ্টি করে।

এর উপর নতুন করে আঙুল ফেঁপে কলা গাছ দেখা গেছে আন্দামানের নীলাভ সাগরে। এক হাজার ১৬০ কোটি অপরিশোধিত তেলের মজুত ভান্ডারের রয়েছে দেশের সেই সামুদ্রিক অঞ্চলের তলদেশে। এমন সুখবরটি আবার অতি সম্প্রতি সুনিশ্চিত করেছে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক।

এই তেল ভান্ডারের ফেনিল সোহাগি উত্তোলন শুরু হলে মধ্যপ্রাচ্যের দুয়ার প্রান্তের তেল নির্ভরতা একধাপে সিংহভাগ ভূপাতিত হবেই সেটা কি আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে?

অগত্যা হরমুজ প্রণালী আর যাই হোক আমাদের দুঃস্বপ্নের মসিহা হতে পারে না। কারণ সোনালী যক্ষের তরল জ্যাকপট যে এখনকার ভারতের হাতে তালুবন্দি। আমাদের দেশ আজ এক একমেবাদ্বিতীয়ম পেট্রোলিয়াম সন্ধিক্ষণের ব্রহ্ম মুহূর্তে দাঁড়িয়ে জ্বালানি স্বনির্ভরতা আত্মমগ্ন। মধ্যপ্রাচ্যের হরমুজের তীরে যুদ্ধবাজের অহংকারী নিনাদ আক্ষরিক অর্থেই শান্তিকামী নতুন ভারতের তেল সিন্দুকে তাই ব্রহস্পর্শে অধরাই থেকে গেল।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ফের বিতর্কে জড়ালেন ডেবরার বিধায়ক হুমায়ুন

এক সরকারি কর্মকর্তাকে হেনস্থার ভিডিও প্রকাশ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: ফের বিতর্কে জড়ালেন ডেবরার বিধায়ক প্রাক্তন আইপিএস হুমায়ুন কবির। রবিবার রাতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তার এক্স হ্যান্ডেলে একটি ভিডিও পোস্ট করে অভিযোগ করেছেন, 'সল্টলেকের পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, প্রাক্তন মন্ত্রী তথা তৃণমূল বিধায়ক, হুমায়ুন কবির (প্রাক্তন আইপিএস) তার নিজের অফিসের ভেতরে সহকারী রেজিস্ট্রার প্রলয় চক্রবর্তীকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করছেন। একজন সরকারি কর্মকর্তাকে নির্লজ্জভাবে লাথি, ঘুষি মারছেন এবং হয়রানি করছেন।'

এরপরই শুভেন্দু অধিকারী লেখেন, 'হুমায়ুন কবিরের হিংস্রতা থেকে বাঁচতে শ্রী চক্রবর্তীকে তার কর্মক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছেন। এই লজ্জাজনক ঘটনাটি সকলের সামনে ধরা পড়েছে, তবুও স্বাস্থ্য বিভাগ নীরব।' শুভেন্দু অধিকারীর প্রশ্ন, 'এটাই কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসন? তৃণমূলের বিধায়ক হওয়া মানেই কি সরকারি কর্মচারীদের উপর হিংস্রতা চালানো? এটা কেবল একজন ব্যক্তির উপর আক্রমণ নয়, আমাদের আইনের শাসনের উপর আক্রমণ। সাধারণ নাগরিকদের হয়রানি করা থেকে শুরু করে এখন সরকারি কর্মকর্তাদের লক্ষ্যবস্তু করা পর্যন্ত, তৃণমূল নেতারা মনে করেন যে তারা জবাবদিহির ঊর্ধ্বে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুঃশাসনের এটাই আসল চেহারা। এমন একটি রাজ্য যেখানে ক্ষমতা এবং সুযোগ-সুবিধা ন্যায়বিচার এবং শালীনতাকে পদদলিত করে।' শুভেন্দু অধিকারী আরও লিখেছেন, 'আমি শ্রী প্রলয় চক্রবর্তীকে এগিয়ে আসার, এই ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ শেয়ার করার এবং ভয় ছাড়াই ন্যায়বিচার চাইতে অনুরোধ করছি।'

এ প্রসঙ্গে সোমবার মেদিনীপুরে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভায় এসে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, 'হুমায়ুন কবিরের ক্ষেত্রে দল আলাদা কোনও সিদ্ধান্ত নেবে এমনটা নয়, কিছুদিন আগেও তাঁকে একটি বিষয়ে শোকজ করা হয়েছিল। এ ব্যাপারেও দল সঠিক সিদ্ধান্তই নেবে। তবে এটুকু বলতে পারি অন্যায় কোনও ঘটনা ঘটলে দল জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে চলে।'

ডক্টরের স্টিকার দেওয়া গাড়িতে গাঁজা পাচার, বুদবুদে ধৃত তিনজন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ফের গাঁজা উদ্ধার হল পূর্ব বর্ধমানে। ভাতারের পর এবার গাঁজা উদ্ধার হয় বুদবুদের মানকর-ছোড়া রোডে মানকর কলেজ সংলগ্ন এলাকায়। এর আগেও বেশ কয়েকবার আউশগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে একাধিকবার আগ্নেয়াস্ত্র। বারবার আউশগ্রামের বিভিন্ন রাস্তায় গাঁজা ও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে, তবে কি পাচারকারীদের ক্ষেত্রে সেফ জোন হয়ে উঠেছে আউশগ্রামের রাস্তা। কারণ মুর্শিদাবাদ হোক বা মালদা বা উত্তরবঙ্গ। আউশগ্রামের রাস্তা ধরেই পাচারকারীরা বিভিন্ন সামগ্রী পাচার করলেও। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পুলিশের কাছে আগাম খবর চলে আসায় তা আটক হচ্ছে। এবারও গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, বিপুল পরিমাণে গাঁজা আটক করে বুদবুদ থানার পুলিশ। আটক করা হয়েছে একটি ছোট গাড়ি। গ্রেপ্তার হয়েছে তিনজন। ধৃত রা হলেন বাবু শেখ (গাঁজা ব্যবসায়ী), হাবিবুল শেখ (গাড়ির মালিক), কামালউদ্দিন শেখ (গাড়ির চালক)। সকলেই বাড়ি মুর্শিদাবাদের সালার থানার শেখ পাড়ায়। সোমবার ধৃত তিন জনকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে বুদবুদ থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে ডাক্তারের স্টিকার লাগানো একটি ছোট গাড়িতে করে ওড়িশা থেকে বিপুল পরিমাণে গাঁজা নিয়ে মুর্শিদাবাদের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল তিনজন। বুদবুদের মানকর রোড ধরে তারা আউশগ্রাম হয়ে সালার যাওয়ার কথা ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মানকর কলেজ সংলগ্ন এলাকায় পুলিশ ওই গাড়িটিকে আটকে তল্লাশি চালিয়ে গাড়িতে থাকা ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় তাদের কথায় অসঙ্গতি দেখে গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। এই ঘটনায় আর কেউ যুক্ত আছে কিনা তার সন্ধান শুরু করেছে বুদবুদ থানার পুলিশ। কাঁকসার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল জানিয়েছেন, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তারা অভিযানে নামে। অভিযানে নেমে মানকর এলাকায় গাড়িটিকে আটকে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ৩০ কেজির উপর গাঁজা উদ্ধার হয়। ৩জনকে গ্রেফতার করা হয়। এরা সকলেই সালার এলাকার বাসিন্দা।

মহরম দেখতে গিয়ে ডোবার জলে ডুবে মৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মহরম দেখতে যাওয়ার পথে বেগতিক হয়ে ডোবার জলে পড়ে মৃত্যু হল দুই নাবালক ভাইয়ের। রবিবার দুপুরে এই ঘটনার পর সোমবার ওই দুই নাবালকের মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করা হয় মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে। ঘটনাটি ঘটেছে, রতুয়া থানার দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানপাড়া এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত দুই নাবালকের নাম হায়াত শেখ (৫) এবং ফাইজান শেখ (৪)। এরা দুই ভাই স্থানীয় একটি নার্সারি স্কুলের কেজি ওয়ানে পড়াশোনা করত। রবিবার দুপুরে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে প্রধানপাড়া মোড়ে মহরমের লাঠি খেলা দেখতে যায় ওই দুই ভাই। গ্রামের একটি বাগানের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় জলবন্দী ডোবাতে পড়ে যায় তারা। দীর্ঘক্ষণ ওই দুই নাবালকের খোঁজ না পেয়ে রীতিমতো দুশ্চিন্তায় পড়েন পরিবারের লোকেরা। এরপরেই ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় কিছু মানুষ দেখেন ডোবার জলে একটি হাত ভেসে রয়েছে। আর তাতে রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায়। পরে পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে ওই দুই নাবালকের দেহ উদ্ধার করে স্থানীয়রা। মৃতের এক দাদা বেলাল শেখ বলেন, 'ওই গর্তটি প্রায় সাড়ে চার থেকে পাঁচ ফিট মতোন হবে। এলাকার কিছু মানুষ মাটি সংগ্রহ করতে গিয়ে ওই গর্তটি তৈরি করেছে। তারপর গত কয়েকদিন ধরে যেভাবে বৃষ্টি হয়েছে, তাতে ওই গর্তটি ছোটখাটো ডোবায় পরিণত হয়েছে। এদিন সকালে দুই ভাই মহরম দেখবে বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। এরপর তারা কিভাবে ওই ডোবার জলে পড়ে ডুবে মারা গেল কিছুই বুঝতে পারলাম না।' চাঁচলের এসডিপিও সোমনাথ সাহা জানিয়েছেন, ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখ জনক। ওই পরিবারটিকে সমবেদনা জানিয়েছি।' তৃণমূল পরিচালিত মালদা জেলা পরিষদের দেবীপুর এলাকার নির্বাচিত সদস্য ফজলুর হক বলেন, 'ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। মহরম দেখতে জন্য বহু মানুষ ভিড় করেন। এই পরিস্থিতি থেকে ওই গ্রামের রাস্তাটি আগে থেকে ঠিক করা উচিত ছিল। সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত থেকে কেন এ্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হলো না, সেটা বলতে পারব না। তবে কারোর ভুলের জন্যই দুটি নাবালকের প্রাণ গেল।'

পাণ্ডুবেশ্বরের বিধায়কের উন্নয়নমূলক কাজের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: খেলার মাঠের সীমানা পাঁচিল, স্কুলে কন্যাশ্রী মঞ্চ, নবনির্মিত শ্রেণিকক্ষ, বিদ্যালয় সীমানা সংস্কার উদ্বোধন করলেন তৃণমূলের পাণ্ডুবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। সোমবার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গৌরবাজার পঞ্চায়েতের মাধাইগঞ্জে স্থানীয় ফুটবল মাঠের সীমানা পাঁচিল ও প্রতাপপুর পঞ্চায়েতের ভুরকুণ্ডা এন.সি ইনস্টিটিউশন স্কুলে নতুন শ্রেণিকক্ষ, 'কন্যাশ্রী' মঞ্চ ও যেমুয়া ভাদুবালা হাই স্কুলের সীমানা প্রাচীর উদ্বোধন করলেন বিধায়ক। প্রথম উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি হয় গৌরবাজার পঞ্চায়েতের মাধাইগঞ্জে। দীর্ঘদিনের এই পুরনো ফুটবল মাঠটিতে স্থানীয় ছেলেরা খেলাধুলার চর্চা করে। মাঠটির কোনও সীমানা পাঁচিল ছিল না এতদিন। বিধায়কের তহবিল থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করে

মাঠের চারপাশে সীমানা পাঁচিল তৈরি হয় সম্প্রতি। আগামী দিনে মাঠটি স্টেডিয়ামে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান বিধায়ক। অন্যদিকে বিধায়ক তহবিলে প্রতাপপুর পঞ্চায়েতের ভুরকুন্ডা এন.সি ইনস্টিটিউশন স্কুলে সম্প্রতি তৈরি হয়েছে কয়েকটি নতুন শ্রেণিকক্ষ কন্যাশ্রী মঞ্চ। এদিন বিধায়ক সেগুলিরও উদ্বোধন করেন। স্কুল সূত্রে জানা গেছে, কন্যাশ্রী মঞ্চটি তৈরি করতে খরচ হয়েছে এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকা, নতুন শ্রেণিকক্ষ তৈরি হয়েছে ১১ লক্ষ টাকায়। অন্যদিকে স্কুল চত্বরে পেপার ব্লক লাগাতে খরচ হয়েছে ৫ লক্ষ টাকা। যেমুয়া ভাদু বালা স্কুলের পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সীমানা প্রাচীরের উচ্চতা বৃদ্ধি ও সংস্কার সাধন করা হয়েছে।

বড় বিপদ থেকে রক্ষা রেলযাত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বৃষ্টি ভেজা প্লাটফর্মে ঘটে যাচ্ছিল বড়সড় বিপদ। ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয় স্টেশনে হাওড়া-বর্ধমান মেন শাখায় পাণ্ডুয়া স্টেশনে। হাওড়ার দিকে যাওয়ার শেষ প্রান্তে মহিলা যাত্রী হেঁটে যাচ্ছিলেন। বৃষ্টিতে প্লাটফর্ম ছিল ভেজা। দু'নম্বর প্লাটফর্মে শেষ প্রান্তে ঢালু জায়গা দিয়ে নামতে গিয়ে হঠাৎ পিছলে রেললাইনে পড়ে যান। সেই সময় ওভারব্রিজের নীচে কর্তব্যরত ছিলেন জিআরপি কর্মী মোহাবুল শেখ দেখতে পেয়ে রীতিমতো জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রেললাইনে ঝাঁপ দেন। সেই সময় তিন নম্বর প্লাটফর্মে ঢুকছিল বর্ধমান-হাওড়া লোকাল ও এক নম্বর প্লাটফর্মে ছিল হাওড়া-বর্ধমান লোকাল। এরই মধ্যে ঘোষণা হয়, দু'নম্বর প্লাটফর্মে আজমগড় এক্সপ্রেস থ্রু ট্রেন পাস করবে। দ্রুত গতিতে হর্ন বাজিয়ে এগিয়ে আসছিল এক্সপ্রেসটি। ঠিক সেই চুঁচুড়ার বাসিন্দা, পেশায় মেডিক্যাল রিপ্রেসেন্টেটিভ ওই মহিলাকে জিআরপি কর্মী টেনে তুলে এক ও দু নম্বর লাইনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়েন। কয়েক সেকেন্ডের জন্য রক্ষা পান ওই মহিলা।

মোড়হল-শিবচক সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
গ্রাম: মোড়হল, পোঃ- রাজবলহাট, ব্লক-জাঙ্গীপাড়া, জেলা- হুগলী
রেজিঃ নং -৭ তারিখ- ১৬/০১/১৯৬৩

পরিচালক মন্ডলী নির্বাচন ২০২৫-২০২৬
পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ

ক্রম	বিষয়	তারিখ	স্থান	সময়
১)	খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ	০৮/০৭/২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	সকাল ১১টা
২)	খসড়া ভোটার তালিকা সম্পর্কিত আপত্তি প্রদান	০৯/০৭/২০২৫ থেকে ২১/০৭/২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	দুপুর ১২ টা থেকে দুপুর ১ টা পর্যন্ত
৩)	খসড়া ভোটার তালিকা সম্পর্কিত আপত্তির শুনানি	২২/০৭/২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	দুপুর ১২ টা থেকে শুনানী শেষ হওয়া পর্যন্ত
৪)	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	২৪/০৭/২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	দুপুর ১২ টা

স্বা/- মৌসুমী চক্রবর্ত্তী ও ইন্দ্রনীল মোহান্ত
সহকারী নির্বাচনী আধিকারিক
মোড়হল-শিবচক সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যের ফসল কেটে দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ থানার রায়পুর মাঠপাড়া এলাকায় রাতের অন্ধকারে বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যের জমির ফসল কেটে দেওয়ার অভিযোগ উঠল দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে। অভিযুক্তদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত পঞ্চায়েত সদস্য এবং স্থানীয় বাসিন্দারা। ক্ষতিগ্রস্ত জমি পরিদর্শনে গিয়ে প্রশাসনকে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার অনুরোধ জানালেন বনগাঁ উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনিয়া। স্থানীয় সূত্রে খবর, সোমবার সকালে ঘুম থেকে উঠে পটল ক্ষেতে যান ধর্মপুকুরিয়া পঞ্চায়েতের রায়পুর মাঠপাড়া গ্রামের বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য বরুন তরফদার। মাঠে গিয়ে দেখেন তার ১ বিঘা জমির পটল ক্ষেত কে বা কারা গোড়া থেকে কেটে দিয়ে গিয়েছে এবং পাশেই তার আরেকটি জমিতে ৫০ কেজি ধানের বীজ রোপণ করা ছিল, সেই বীজ নষ্ট করে দিয়েছে। এই ঘটনার পর বরুন তরফদার বনগাঁ থানার দ্বারস্থ হন এবং অভিযুক্তদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি করেন। তার দাবি, 'রুইদাস মণ্ডল এবং রাকেশ মণ্ডল তাঁর এই বিরাট ক্ষতি করেছে। বরুণ জানিয়েছেন, রবিবার পার্শ্ববর্তী একটি জায়গায় পিচের রাস্তা খুঁড়ে রুইদাস মণ্ডল ঢালাই করছিল স্থানীয়রা আমার কাছে অভিযোগ জানালে, আমি মেম্বার হিসেবে সেই কাজে বাধা দিই। ওরা আমায় অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং গায়ের জোর দেখিয়ে সেই ঢালাই করে। তারপর রাতেই আমার এই ক্ষতি করেছে।' ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বনগাঁ থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর অভিযোগ অনুযায়ী ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এসবিআই এইচএলসি রাজারহাট (১৬৮২২)
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার - ২-এর নিকট, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক -এ, ৩য় তল, রাজারহাট, নিউটাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, হাতিয়ারা কলকাতা - ৭০০১৬১ ইমেল আইডি : sbi.16822@sbi.co.in

সংশোধনী

সংশ্লিষ্ট উল্লেখ্য একদিন পত্রিকার ২৩.০৬.২০২৫ সংস্করণে প্রকাশিত বিক্রয় নোটিশে ইএমডি পরিমাণ পড়তে হবে ২,৩১,৪০০ টাকা ২,৩১,০০০ টাকার পরিবর্তে।
বিজ্ঞাপনের অবশিষ্ট অংশ অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বারাসত জোনাল অফিস
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর - ১
বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০০৬৪

Bank of India BOI Relationship Beyond Banking

পরিশিষ্ট IV [দ্রষ্টব্য রুল -৮(১)]
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার** হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ০৩.০৫.২০২৫ তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী অনির্বাণ মল্লিক, পিতা প্রতাপ মল্লিক** ঠিকানা ডাহারথুবা হাটথুবা, হাবরা, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩২৬৩ কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৫,৬৯,৭২১.৫০ টাকা (পনের লাখ উনসত্তর হাজার সাতশ একুশ টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা) এবং (০৩.০৫.২০২৫ পর্যন্ত হিসেবকৃত সুদ সহ)** এবং অন্যান্য চার্জ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **৫ জুলাই ২০২৫** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, বারাসত শাখার** নিকট বকেয়া **১৫,৬৯,৭২১.৫০ টাকা (পনের লাখ উনসত্তর হাজার সাতশ একুশ টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা) এবং (০৩.০৫.২০২৫ পর্যন্ত হিসেবকৃত সুদ সহ) এবং অন্যান্য চার্জ সহ।**
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তি বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩এ, ৪র্থতলে, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পরিমাণ ৭৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সংশ্লিষ্ট ভবনে পরিচিত সন্ধ্যা অ্যাপার্টমেন্ট, নির্মিত জমির প্লট পরিমাণ আনুমানিক ৫ কাঠা ০৪ ছটাক ২৩ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : দক্ষিণ নিমতা, জেএল নং ৮, তৌজি নং ১৭৩, আরএস নং ১০২ , সিএস এবং আরএস দাগ নং ৯৩৮১, খণ্ড সিএস এবং আরএস খতিয়ান নং ৩১১৪, ৩১১৬ এবং ৩১১৮, খতিয়ান নং ১০৮৯, দমদম পুরসভার ওয়ার্ড নং ২৩ অধীন, হেল্ডিং নং ৪৩(৩৬২) নারায়ণ পল্লি স্কুল রোড , থানা : নিমতা, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা।
চৌহদ্দি : উত্তরে : প্রদীপ ভট্টাচার্যর ভবন, **দক্ষিণে :** ২০ ফুট চওড়া সড়ক, **পূর্বে :** ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, **পশ্চিমে :** ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।
তারিখ : ০৫.০৭.২০২৫ স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার
স্থান : বারাসাত ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

মঙ্গলবাড়ি গ্রামে একাধিক গোডাউন তৈরিতে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গ্রামে গড়ে উঠছে একের পর এক গোডাউন। আর সেই গোডাউনে বিভিন্ন সামগ্রী লোডিং ও আনলোডিং-এর ক্ষেত্রে রাতদিন দাপিয়ে যাতায়াত করছে নানান ভারী যানবাহন। এরফলে ধুলোবালি জেরে ঘরের দরজা ও জানালা খুলতে পারছেন না গ্রামবাসীরা। শুধু তাই নয়, অনেকে শ্বাসকষ্ট রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। বর্ষার মরশুমে কাদামাটি রাস্তায় ভারী যানবাহনের দাপটেও নষ্ট হচ্ছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে আবারও এলাকায় নতুন করে কয়েকটি গোডাউন তৈরি হওয়ার ঘটনা নিয়েই প্রতিবাদ জানালো শতাধিক গ্রামবাসীরা। সোমবার দুপুরে পুরাতন মালদা থানার মঙ্গলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝাঁঝরা গ্রামের বাসিন্দারা তাদের এলাকায় নতুন করে গোডাউন তৈরি করতে না দেওয়ার প্রতিবাদ জানিয়েই ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ এবং বিডিও অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। এদিন সংশ্লিষ্ট ব্লক অফিস সংলগ্ন চাকি মোড়ে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধের ঘটনায় তড়িঘড়ি তদন্তে আসে পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। যদিও সেই সময় পুলিশি আশ্বাসে বিক্ষোভকারীরা অবরোধ তুলে নিলেও হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়েই বিডিও অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখানো হয়। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট গ্রামের বাসিন্দারা তাদের দাবি-দাওয়ার বিষয়গুলি নিয়ে পুরাতন মালদার বিডিও সেঁজুতি পাল মাইতির কাছে গণস্বাক্ষর করে জমা দেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরাতন মালদা ব্লকের মঙ্গলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতেই রয়েছে নারায়ণপুর শিল্পাঞ্চল। এই শিল্পাঞ্চল এলকার আশেপাশেই অসংখ্য গোডাউন গড়ে উঠেছে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সেই সব এলাকায় বেড়েছে জনবসতি। মঙ্গলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝাঁঝরা এলাকায় অনেক গোডাউন রয়েছে। সেই গোডাউনে প্রতিদিনই বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী লোডিং, আনলোডিং-এর ক্ষেত্রেই অসংখ্য ভারী যানবাহন এই ঝাঁঝরা গ্রামের রাস্তা দিয়ে চলাচল করে। আর সেই গাড়ির ধোঁয়া এবং রাস্তার ধুলোতেই দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে স্থানীয় গ্রামবাসীদের। এরইমধ্যে নতুন করে আবারও কয়েকটি গোডাউন তৈরি হওয়াতেই আপত্তি জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট গ্রামের বাসিন্দারা। পুরাতন মালদার বিডিও সেজুতি পাল মাইতি জানিয়েছেন, 'ওই এলাকার বাসিন্দারা একটি অভিযোগ জানিয়েছেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আপাতত ওই গ্রামবাসীদের আশ্বস্ত করা হয়েছে। যার ফলে তারা বিক্ষোভ তুলে নেয়।'

মেদিনীপুরে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: একুশে জুলাই শহিদ স্মরণে ধর্মতলায় তৃণমূলের সমাবেশকে কেন্দ্র করে মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সোমবার মেদিনীপুর জেলা পরিষদ হলে একটি প্রস্তুতি সভা হয়েছে। সভায় যোগ দেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার, সেচ মন্ত্রী মানস ভূঁইয়া সহ মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলার সমস্ত বিধায়ক, সাংসদ ও নেতারা। বক্তারা একুশে জুলাইয়ের গুরুত্ব

আলোচনা করে সমাবেশ সফল করার ডাক দেন।

সম্প্রতি খড়গপুরে বর্ষিয়ান বামপন্থী নেতা অনিল দাসকে রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মারধর করে স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী বেবি কোলে। ঘটনার এক সপ্তাহ পার হয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত বেবি কোলের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, সুব্রত বক্সীকে এই প্রশ্ন করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য না করে বিষয়টি এড়িয়ে যান। তবে জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, 'দল তাঁকে শোকজ করেছিল, কিন্তু পরবর্তীতে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর নির্দেশে বেবি কোলেকে বহিষ্কার করা হল। এসব ক্ষেত্রে আমাদের দল জিরো টলারেন্স নীতিতে চলে।'

সারবাড়ী পাটুয়া ভাঙ্গা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
রেজি- ১৯০, তারিখ-০৭-০৯-১৯২২
গ্রাম ও পো-বীরপুর (হরিতলা),
নাকাশী পাড়া, জেলা-নদীয়া,

স্মারক নং- 01/ELC/SAP-2025 তারিখ-০৫/০৭/২০২৫, খসড়া নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি । এতদ্বারা **সারবাড়ী পাটুয়া ভাঙ্গা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের** সমস্ত সদস্য সদস্যাগনকে জানানো যাচ্ছে যে, পরিচালক মন্ডলী নির্বাচনের খসড়া নির্বাচক তালিকা প্রকাশ হয়েছে। যা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে গ্রহণ করা হল। উক্ত খসড়া নির্বাচক তালিকা সংশোধনের বিষয়ে বক্তব্য থাকলে **০৫-০৭-২০২৫ থেকে ১৫-০৭-২০২৫ পর্যন্ত। সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৩টা** পর্যন্ত সমিতির অফিসে জমা করা যাবে। লিখিত বক্তব্য ইং**১৬-০৭-২০২৫ থেকে ১৭-০৭-২০২৫ তারিখে দুপুর ১টা** থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার সমিতির অফিসে শুনানি করবেন। শুনানির সময় আবেদনকারীকে তার আবেদনের পক্ষে লিখিত/ মুদ্রিত প্রমাণাদি দাখিল করতে হবে। ইং- **১৮-০৭-২০২৫ বিকেল ৪ টা** মধ্যে চুড়ান্ত নির্বাচক তালিকা প্রকাশ হবে। **অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার, সারবাড়ী পাটুয়া ভাঙ্গা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড।**

এসবিআই এইচএলসি রাজারহাট (১৬৮২২)
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার - ২-এর নিকট, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক -এ, ৩য় তল, রাজারহাট, নিউটাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, হাতিয়ারা
কলকাতা - ৭০০১৬১ ইমেল আইডি : sbi.16822@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - শ্রী রোহন এনডাউ মোবাইল - ৯৬৭৪৭০০২৮৫ ই-মেল আইডি -sbi.16822@sbi.co.in

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে। এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** (সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিস্তারিততে বিস্তারিত বর্ণিত) এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - ২৫.০৭.২০২৫ সময় - ৩০০ মিনিট সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০ শতাংশ / ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**দেববাণী সেনগুপ্ত** স্বামী প্রয়াত সব্যসাচী জাভেদ আর্মান সেনগুপ্ত, জেবি/১৩০২, সুখবৃষ্টি, সাপুরজি পালোনজি হাউসিং কমপ্লেক্স, নিউ টাউন, অ্যাকশন এরিয়া ৩, রাজারহাট, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০১৩৫ **দখলের ধরন - স্বত্ব**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ **১৩৮০.৫০ বর্গফুট** সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ **ফ্ল্যাট নং সি-১ এবং সি-২**, ৪র্থ তলে, ৪ বেডরুম, ১ লিভিং তথা ডাইনিং রুম, ১ ঠাকুর ঘর, ১ কিচেন রুম, ২ টয়লেট ১ ব্যালকনি, ভবনের নাম **"শ্রদ্ধা অ্যাপার্টমেন্ট"**, অবস্থিত ১১৫, ক্রিপার রোড (বর্তমানে ইন্দিরা গান্ধি রোড), মৌজা : কোন্নগর, খতিয়ান নং ১৭৬১, দাগ নং ১৬৬৫, হোল্ডিং নং ৪২৭/৩৬১, থানা : উত্তরপাড়া, কোন্নগর পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৪ অধীন, জেলা : হুগলি। **সম্পত্তি শ্রী সব্যসাচী জাভেদ আর্মান সেনগুপ্ত এর নামে।**	৭,৩৩,০৭৪ টাকা (সাত লাখ তেত্রিশ হাজার চুয়াত্তর টাকা) ২৮.০১.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া আপনারা উক্ত পরিমাণের সহিত চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ	২৩,৯৪,০০০ টাকা / ২,৩৯,৪০০ টাকা / ১০,০০০ টাকা; পর্যবেক্ষণের তারিখ ১৯.০৭.২০২৫

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com যোগাযোগ করুন
- ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ০৮.০৭.২০২৫, স্থান : রাজারহাট, কলকাতা অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

স্কুল পরিদর্শনে গিয়ে শিক্ষকের ভূমিকায় বিদ্যালয় পরিদর্শক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: পঠন-পাঠন, পরিকাঠামো সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়, মিড ডে মিলের মান ও অন্যান্য নানা হাল-হকিকত খতিয়ে দেখতে বিদ্যালয়ে হাজির পরিদর্শকেরা। শুধু স্কুলের সামগ্রিক পরিস্থিতিই দেখলেন না, নিলেন পড়ুয়াদের ক্লাস। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে অনুপ্রেরণা ও শিক্ষামূলক বক্তব্য রাখেন তাঁরা। পাশাপাশি খতিয়ে দেখেন বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো, মধ্যাহ্নকালীন আহারের মান-সহ অন্যান্য নানা বিষয়।

এবিষয়ে অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) নগেন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'পরিদর্শনে অন্যান্য বিষয়গুলির সঙ্গে অ্যাকাডেমিক সম্পর্কিত বিষয়গুলো আমরা খতিয়ে দেখেছি। পরবর্তীতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক- শিক্ষিকাদের নিয়ে আমরা এক প্রস্থ আলোচনাও সেরেছি। কোন কোন জায়গাগুলোতে দুর্বলতা রয়েছে সেগুলো আমরা আলোকপাত করবার চেষ্টা করেছি। অনেক ছাত্রছাত্রীরা বাংলা ও ইংরেজি পড়তে সমস্যায় পড়ছে। অঙ্কের মৌলিক ধারণা গঠনের ক্ষেত্রে দুর্বলতাই সামনে উঠে এসেছে। পিছিয়ে পড়া পড়ুয়াদের জন্য সেই সমস্যা সমাধানে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতিকারমূলক শিক্ষণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের সঙ্গে বাকি সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের সমন্বয় রেখে চলবার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।'

উল্লেখ্য, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে বিদ্যালয় গুলিতে পঠন-পাঠন, পরিকাঠামো সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়, মিড ডে মিলের মান ও অন্যান্য নানা হাল-হকিকত খতিয়ে দেখতে গত ১৮ জুন থেকে শুরু হয়েছে পরিদর্শন। তবে পরিদর্শনে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে 'অ্যাকাডেমিক' সম্পর্কিত বিষয়গুলির ওপরে। পরিস্থিতি সরেজমিন দেখতে পরিদর্শন টিমে উপস্থিত থাকছেন স্বয়ং জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক, জেলা শিক্ষা আধিকারিক, সহকারি বিদ্যালয় পরিদর্শক, অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক। সেই মতো এদিন গঙ্গারামপুর সদর চক্রের অন্তর্গত দফরপুর জুনিয়র হাই স্কুল এবং গঙ্গারামপুর উত্তর চক্রের অন্তর্গত বাসুরিয়া সিনিয়র মাদ্রাসায় পরিদর্শনে গিয়েছিলেন পরিদর্শকেরা। পরিদর্শনের সময় উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয়ের পরিদর্শক (মাধ্যমিক) নগেন্দ্রনাথ রায়, সহকারি বিদ্যালয় পরিদর্শক বামদেব লাহিড়ী, আব্দুল মইন, অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক জ্যোতির্ময় সিনহা। এবিষয়ে অবর বিদ্যালয়ে পরিদর্শক জ্যোতির্ময় সিনহা জানান, 'ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলা, ইংরেজি, এবং গণিতের মৌলিক ধারণা কতটা রয়েছে সেই বিষয়গুলো দেখা হয়েছে। পড়ুয়ার ইংরেজি, বাংলা সঠিকভাবে পড়তে পারছে কিনা, অঙ্কের সাধারণ বিষয়গুলো জানি কিনা সেগুলো খতিয়ে দেখা হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। সেগুলো সমাধানের জন্য যথাযথ পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয়গুলির তরফে সেগুলোকে পজিটিভলি নেওয়া হয়েছে। সেগুলি কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে তা খতিয়ে দেখার জন্য আমরা নির্দিষ্ট সময় অন্তর আবার পরিদর্শনে যাব।'

সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর মন্তব্যে ফের প্রকাশ্যে তৃণমূলের অন্তর্দ্বন্দ্ব

নিশানায় জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সম্প্রতি একটি ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীকে তাঁর নির্বাচনী কেন্দ্র মন্তেশ্বরের শ্রীধরপুরে ২১শে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভায় বক্তব্য রাখতে দেখা গিয়েছে। ওই ভিডিওতে তাঁকে বর্ধমান জেলা তৃণমূলের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে নাম না করে 'কাটোয়ার বুড়ো বাবু' হিসেবে ইঙ্গিতপূর্ণ আক্রমণ করতে শোনা যায়। মন্ত্রীর এই বিস্ফোরক মন্তব্য শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ কোন্দলকে আবারও প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

২ জুলাই অনুষ্ঠিত এই সভায় সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-সহ শাসকদলের অন্যান্য জেলা নেতাদের বিরুদ্ধে সরব হন। তিনি বলেন, 'সারা বর্ধমান জেলার রাজনীতিতে আমরা হলাম এক নম্বর। মন্তেশ্বর এক নম্বর। পরপর তিনবার জিতেছি। বিধানসভায় এক নম্বর। আমাদের ট্যারা চোখে দেখা যাবে না। সে বর্ধমানেই থাকুক, আর কাটোয়ার বুড়োবাবু থাকুক।' রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে সরাসরি আক্রমণ করে সিদ্দিকুল্লাহ আরও বলেন, '২ কাটোয়ায় বসে ছিপ বা হুইল দিয়ে মাছ ধরা যাবে না।' এরপর তিনি কার্যত হুমকি দিয়ে বলেন, 'কাটোয়া আমার দু-আঙুলের মধ্যে। ওখানে আমার বাড়ি। আমার জন্ম। আমি চল্লিশ বছর ধরে সমাজের কাজ করছি। কেউ বলুক আমায় এক টাকা, ফুটো পয়সা দিয়েছে। আমি একবার পুকুর খুলে দিলে কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে!' জেলা নেতৃত্বের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে মন্ত্রী আরও বলেন, 'বর্ধমানে বসে নানা কথা বলা হচ্ছে। আমাদের ছেলেমেয়েরা কাজ করে না? ঘাস কাটি আমরা? এসব অন্যায় কথা মেনে নেওয়া যাবে না।'

মন্ত্রিসভায় হামলা ও পাল্টা অভিযোগ প্রসঙ্গত, মন্ত্রীর এই বক্তব্যের একদিন পরেই অর্থাৎ ৩ জুলাই, মন্তেশ্বর এলাকায় সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীকে ঘিরে তুমুল বিক্ষোভ দেখান বেশ কয়েকজন মানুষ। মন্ত্রী তাঁর গাড়িতে হামলার অভিযোগ করেন এবং দাবি করেন যে তাঁকে খুনের চক্রান্ত করা হয়েছিল। এই ঘটনার জন্য তিনি দলেরই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আহমেদ শেখকে দায়ী করেন। এমনকি তিনি বর্ধমানের পুলিশ সুপার অফিসেও অভিযোগ জানাতে যান এবং বিচার না পেলে দল ছাড়ার হুমকি দেন।

তবে, এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সাফ জানিয়ে দেন যে দলের পতাকা নিয়ে কেউ বিক্ষোভ দেখায়নি। তিনি আরও বলেন, 'ক্ষোভ থাকলে গণতান্ত্রিকভাবে তার প্রতিবাদ কেউ করতে পারে।' আহমেদ শেখ ঘটনাস্থলেই ছিলেন না বলেও তিনি জানান এবং মন্ত্রী আক্রান্ত হয়েছেন কিনা, তা বলতে পারবেন না বলেও মন্তব্য করেন। সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর সাম্প্রতিক এই বক্তব্যের ভিডিও সামনে আসার পর তৃণমূলের অন্দরের এই অনৈক্যের ছবি আরও প্রকট হল। সিদ্দিকুল্লার এই মন্তব্যে পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূলের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'উনি বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ, এ ব্যাপারে কোনও কথা বলব না। যা বলার দলকে জানাব।'

জোড়া বিস্ফোরণ-কাণ্ডের তদন্তে রাজুয়ায় সিআইডি'র বম্ব স্কোয়াড

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: শুক্রবার সন্ধ্যায় কাটোয়ার রাজুয়া গ্রামের জোড়া বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সমগ্র পূর্ব বর্ধমান জুড়ে। বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় একজনের। এখনও চিকিৎসাধীন আরও একজন। গ্রেপ্তার হয়েছে একাধিকজন। সোমবার ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় সিআইডির বম্ব স্কোয়াড। তাঁদের লক্ষ্য ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখে আরও কোনও বিস্ফোরক বা বোমা মজুত রয়েছে কি না, তা নিশ্চিত হওয়া।

বিস্ফোরণের পর এলাকা ঘিরে রেখেছে নিরাপত্তা বাহিনী। ঘটনাস্থলে বম্ব স্কোয়াড পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় তল্লাশি। আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে এলাকার প্রতিটি কোণা খতিয়ে দেখা হয়। সিআইডি সূত্রে খবর, বিস্ফোরণের ধরন, বোমার গঠন, ব্যবহৃত উপাদান এবং বিস্ফোরণের সময় ব্যবহৃত ট্রিগার সংক্রান্ত প্রাথমিক তথ্য ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করা হয়েছে। বিস্ফোরণের ফলে মৃত ব্যক্তির দেহের আরও অবশিষ্টাংশ ও ছড়িয়ে থাকা সন্দেহজনক বস্তু সংগ্রহ করে ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হচ্ছে। ঘটনাস্থলের প্রতিটি ইঞ্চি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরিদর্শন করছে বম্ব স্কোয়াডের সদস্যরা। ঘটনাস্থলে সিআইডি ছাড়াও উপস্থিত ছিল দমকল ও মেডিক্যাল টিম। সম্ভাব্য দ্বিতীয় বিস্ফোরণের আশঙ্কা মাথায় রেখেই নেওয়া হয়েছে কড়া সতর্কতা। স্থানীয়দের ওই এলাকায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এলাকাটি 'সেনসিটিভ জোন' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিস্ফোরণের মূলচক্রীদের সন্ধানে ইতিমধ্যেই তদন্তে গতি এনেছে জেলা পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ। সিআইডির তরফে আশ্বাস, খুব শিঘ্রই স্পষ্ট হবে বিস্ফোরণের পেছনের সমস্ত ষড়যন্ত্র ও দায়ীদের পরিচয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই নদীর ধারে এই এলাকায় সন্দেহজনক গতিবিধি চলছিল। প্রশাসনের তরফে সেই বিষয়ে নজরদারি বাড়ানোর আশ্বাসও মিলেছে।

এক উচ্চপদস্থ সিআইডি আধিকারিক জানিয়েছেন, 'পুরো এলাকা স্ক্যান করা হচ্ছে। কোথাও আরও বোমা লুকানো আছে কিনা, বা কোনও ধরনের ট্রিগারিং ডিভাইস রয়েছে কিনা, তা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না।' সোমবারের এই অভিযান আরও একবার স্পষ্ট করল রাজুয়া বিস্ফোরণ ছিল শুধুমাত্র একটি দুর্ঘটনা নয়, বরং সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ। তদন্তের অগ্রগতির উপর নজর রাখছে প্রশাসনের শীর্ষ মহল।

মা, বোনকে মারধরের প্রতিবাদ, স্বামীর পুরুষাঙ্গ কামড়ে ছিঁড়ে নেওয়ার চেষ্টা স্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দর্জাল স্ত্রী সকলের সামনেই শ্বাশুড়ি এবং অল্প বয়সী ননদকে মারধর করার পাশাপাশি তাণ্ডব চালাচ্ছিল। আর এই ঘটনার প্রতিবাদ করেছিলেন স্বামী। সেই প্রতিবাদী স্বামীকে গায়ে গরম জল ঢেলে পুরুষাঙ্গ কামড়ে জখম করার অভিযোগ উঠল স্ত্রীর বিরুদ্ধে। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা থানার যাত্রাডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতের মেহেরপুর এলাকায়। এই ঘটনার পর প্রতিবেশীদের সাহায্যে শরীরের পোড়া অংশ নিয়েই তড়িঘড়ি থানায় ছুটে যান আহত স্বামী। স্ত্রীর বিরুদ্ধে পুরুষ নির্যাতন, শ্বশুরবাড়িতে হামলা এবং মারধর করে খুনের চেষ্টা অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত স্বামী। পরে আহতকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয় পুরাতন মালদার মৌলপুর গ্রামীণ হাসপাতালে। যদিও শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে পাল্টা নির্যাতন চালানোর অভিযোগ তুলেছে ওই গৃহবধূ নাজিমা খাতুন। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত যুবকের নাম সাদ্দাম হোসেন (৩১)। তিনি পেশায় ক্ষুদ্র হাট ব্যবসায়ী। তাঁর বাড়ি মেহেরপুর গ্রামে। আট বছর আগে কালিয়াচক থানার শ্মশানি এলাকার বাসিন্দা নাজিমা খাতুনকে সম্বন্ধ করে বিয়ে করে সাদ্দাম। তাঁদের এক নাবালক পুত্র সন্তান রয়েছে। গত কয়েক মাস ধরেই আচমকায় শ্বশুর বাড়ির লোকেদের ওপর নানাভাবে নির্যাতন, হয়রানি চালাচ্ছে নাজিমা বলে অভিযোগ। কয়েক দিন ধরে শাশুড়ি নয়ন বানুকে মারধর করছিল পুত্রবধূ নাজিমা। শুধু তাই নয়, বাড়ি থেকে টেনে হিঁচড়ে শাশুড়িকে বের করে দেওয়ারও অভিযোগ ওঠে ওই গৃহবধূর বিরুদ্ধে। আর তারপরে এদিন সকালে এমন ঘটনার প্রতিবাদ করাতে সাদ্দামের ওপর চড়াও হয় স্ত্রী নাজিমা। আক্রান্ত সাদ্দাম হোসেন বলেন, 'ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে আমাকে বেশিরভাগ সময় বাইরে থাকতে হয়। বাড়িতে বৃদ্ধা মা এবং একটা ছোট বোন রয়েছে। আমার বাবা বহুদিন আগে মারা গিয়েছেন। এখন স্ত্রী, বোন আর মাকে মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। এদিন সকালে আমার বৃদ্ধা মাকে লাঠি পেটা করছিল নাজিমা। তখনই প্রতিবাদ করি। সেই সময় গরম জল আমার পেটে বুকে ঢেলে দেয়। তাতে জ্বলে যায় শরীরের একটা অংশ। পাশাপাশি পুরুষাঙ্গ কামড়ে হাত দিয়ে টেনে ছিঁড়ে নেওয়ার চেষ্টা চালায় স্ত্রী নাজিমা। আমার চিৎকারে আশেপাশের লোকজন ছুটে এসে স্ত্রীর তাণ্ডব থামায়। এরপরই গ্রামবাসীদের সহযোগিতা নিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছি।'

যদিও গ্রামবাসীদের একাংশ জানিয়েছেন, ওই মহিলার কয়েক বছর ধরেই তার শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে এরকমই আচরণ করে আসছে। সাদ্দাম অত্যন্ত ভালো ছেলে। ব্যবসার কাজ নিয়ে বেশিরভাগ সময় বাইরে থাকে। কিন্তু ওই মহিলা আলাদা থাকতে চাইছে। সেটাই সাদ্দাম মেনে নিতে পারে নি। আর তারপরেই ঘটনাটি ঘটেছে।

এদিকে নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে গৃহবধূ নাজিমা খাতুন। তাঁর বক্তব্য, সংসারের খরচ ঠিকমতো দেয় না। এনিয়েই এদিন কথা কাটাকাটি হয়েছিল। তবে যে অভিযোগ করা হচ্ছে তা সঠিক নয়। বরং শ্বশুরবাড়ির লোকেরাই তাঁকে মারধর করেছে। পুরাতন মালদা থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার ভুয়ো আইপিএস

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বারাসতের পর হাড়োয়া। ভুয়ো আইপিএস পরিচয় দিয়ে একাধিক প্রতারণার দায়ে শ্রীঘরে। তদন্তে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হাড়োয়া থানা এলাকার দুটি মেয়ের থেকে আইপিএস পরিচয় দিয়ে প্রায় সাড়ে ১৩ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয় রনজয় চট্টোপাধ্যায় নামে ওই যুবক। বিচার পেতে তাঁরা হাড়োয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে হাড়োয়া থানার পুলিশ নিউটাউন এলাকা থেকে ২৭ বছরের রনজয় চট্টোপাধ্যায় ওরফে সুস্মিত সেনকে গ্রেপ্তার করে। তার বাড়ি এয়ারপোর্ট সংলগ্ন নারায়ণপুর এলাকায়।

পুলিশ জানিয়েছে, এই যুবকের নামে একাধিক প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। এমনকি একাধিক নাম অর্থাৎ ছদ্মনাম ব্যবহার করে একাধিক মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে তাঁদের কাছ থেকে মোটা টাকা হাতিয়ে নেয়। শুধু তাই নয়, এর পাশাপাশি নীল বাতি লাগানো গাড়ি ব্যবহার করে নিজেকে আইপিএস পরিচয় দিয়ে একাধিক জায়গায় প্রতারণা করে বেড়াত এই যুবক। ওই যুবকের ফাঁদে পড়েন হাড়োয়া থানা এলাকার দুই যুবতী। তাঁদের কাছ থেকেও প্রায় সাড়ে ১৩ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয়। এই যুবকের পিছনে আরও কোন বড়সড় চক্র কাজ করছে কিনা বা আরও কোন কেউ জড়িত কিনা, সেটিও নজরে রেখেছে হাড়োয়া থানার পুলিশ প্রশাসন। বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার ডা. মেহেদি রহমান হোসেন জানান, ওই যুবককে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে পুলিশ তদন্ত করছে।

আরামবাগ মেডিক্যাল চত্বরে বৃক্ষরোপণ বিজেপি বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমার পুরশুড়া বিধানসভার বিধায়ক বিমান ঘোষের উদ্যোগে সোমবার অনুষ্ঠিত হল বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বর সংলগ্ন এলাকায়। বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ এদিন ফলের

গাছ লাগান নিজের হাতে। বিধায়ক ছাড়াও ছিলেন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডাঃ রমাপ্রসাদ রায়, সাংগঠনিক জেলার যুব মোর্চার সভাপতি উপাসক দে, আরামবাগ পৌর মণ্ডলের সভাপতি সুমন তেওয়ারি, অসিত কুণ্ডু-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এপ্রসঙ্গে বিধায়ক বিমান ঘোষ জানান, 'আজকে আমরা মেডিক্যাল কলেজে বৃক্ষরোপণের কর্মসূচি নিয়ে এখানে এসেছিলাম, ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি চলছে এবং যেটা আমরা সারা বছর করে থাকি। প্রিন্সিপালকে সঙ্গে নিয়ে মেডিক্যাল কলেজের মধ্যে বৃক্ষরোপণ করলাম। যত বৃক্ষরোপণ হবে এবং যত গাছ তৈরি হবে, তত পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকবে, এই কর্মসূচি আমাদের কার্যকতারা সব জায়গায় করছে।' বিজেপি বিধায়কের এই উদ্যোগে খুশি এলাকার সাধারণ মানুষও।

আরামবাগ কোর্টে প্রতিবাদ আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আদালত কর্মচারীকে হেনস্তার প্রতিবাদে আরামবাগ মহকুমা আদালতে ধিক্কার কর্মসূচি আদালত কর্মচারীদের। জানা গেছে, পশ্চিমবঙ্গ আদালত কর্মচারী সমিতির আহ্বানে হুগলি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে আরামবাগ মহকুমা আদালতে টিফিন টাইমে গড়বেতা মহকুমা আদালতের নাজির বাবুকে অন্যায়ভাবে কাস্টডিতে নেওয়া ও কর্মচারীদের উপর লার্নেড জুডিশিয়াল অফিসার বিক্রমজিৎ সেনের বর্বরোচিত ঘটনার প্রতিবাদে এই ধিক্কার কর্মসূচি হয়। জানা যায়, ওই অফিসার নাকি অবৈধভাবে নিজের এস্টাব্লিশমেন্টে একটি এসি লাগান। নাজির বাবু তা লার্নেড জেলা জজ সাহেবের কাছে জানালে গত শনিবার রেগে কোনও আইন না মেনে মৌখিক নির্দেশে নাজির বাবুকে ওই অফিসার কাস্টডিতে নেন। এমনকি ওই ঘটনার বিষয়ে কিছু কর্মচারী কথা বলতে গেলে তাদের শারীরিক নির্যাতন করে বলে অভিযোগ।

তাদের হসপিটালে ভর্তি পযন্ত হতে হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানায় সারা পশ্চিমবঙ্গের আদালত কর্মচারীরা। পশ্চিমবঙ্গ আদালত কর্মচারী সমিতির হুগলী জেলা কমিটির-সহ সম্পাদক সুশোভন মুখার্জী বলেন, 'লার্নেড অফিসার বিক্রমজিৎ সেনের অপসারণ এবং গড়বেতা আদালতের কোর্ট ইন্সপেক্টর ও পুলিশ কর্মচারীদের উপর উপযুক্ত শাস্তি প্রদান না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে।' অপরদিকে আরামবাগ মহকুমা আদালতের কর্মচারী সংগঠনের সদস্য সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'গড়বেতা মহকুমা আদালতের নাজিরবাবুকে অন্যায় ভাবে কাস্টডিতে নেওয়া হয়েছে। এর প্রতিবাদে আমাদের আন্দোলন চলছে।'

ঝাঁসি থেকে উদ্ধার 'অপহৃত' হরিপালের শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ঘটনার তদন্তে নেমে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মধ্যপ্রদেশের ঝাঁসি স্টেশন থেকে 'অপহৃত' শিক্ষককে উদ্ধার করল হুগলি জেলার গ্রামীণ পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, হুগলির হরিপালের ওই শিক্ষকের নাম দেবকুমার দাস। তিনি গত ৪ জুলাই তারকেশ্বর যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। তারপরে তাঁর খোঁজ মেলেনি। হরিপাল থানায় ৫ জুলাই অভিযোগ জানান দেবকুমারের স্ত্রী অর্পিতা। তাঁর অভিযোগ ছিল, তাঁর স্বামীকে অপহরণ করা হয়েছে। ১৫ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চেয়ে মেসেজও করা হয়েছে। অপহরণের অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। নিখোঁজ ব্যক্তির মোবাইল ফোন ট্র্যাক করে পুলিশ জানতে পারে, দেবকুমার দাস মথুরা চম্বল এক্সপ্রেস ট্রেনে রয়েছেন এবং ট্রেনটি মধ্যপ্রদেশের দিকে যাচ্ছে। সেই ট্রেনেই তল্লাশি অভিযান চালিয়ে দেবকুমার দাসকে ঝাঁসি স্টেশন থেকে উদ্ধার করেন তদন্তকারীরা। তাঁকে হরিপাল থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। দেবকুমার দাস একজন প্রাথমিক শিক্ষক। তাঁকে কি সত্যি অপহরণ করা হয়েছিল? নাকি তিনি নিজেই পালিয়ে যাচ্ছিলেন? তাঁর স্ত্রীকে মুক্তিপণ চেয়ে ফোনই বা কে করেছিল? উঠছে একগুচ্ছ প্রশ্ন। পুলিশ জানিয়েছে, দেবকুমার দাসকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আদালতে আবেদন করা হয়েছে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অনেক প্রশ্নের উত্তর মিলতে পারে।

গণভবনে অনুষ্ঠিত 'রোমন্থন'

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: উত্তরপাড়া গণভবনে অনুষ্ঠিত হল কলাকুঞ্জের পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠান 'রোমন্থন'। কলাকুঞ্জের কর্ণধার ও অধ্যক্ষা বিশিষ্ট নৃত্য শিল্পী ইন্দ্রানী চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনা এবং আয়োজনে তাঁর সুযোগ্য ছাত্রী নৃত্য শিল্পী অদিতি চক্রবর্তী ও বর্ণালী দে এবং প্রসেনজিৎ বিশ্বাস, সর্বানী সেন-সহ নব্বই জনেরো বেশি ছাত্রছাত্রী অংশ গ্রহণ করেন এই অনুষ্ঠানে। এছাড়াও বহু সম্মানীয় অতিথি এবং বিশিষ্ট নৃত্য শিল্পীরাও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন পল্লব বিষ্ণু এবং অভিনন্দন ভট্টাচার্য। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলা কুঞ্জের অন্যতম প্রধান কল্যাণ মজুমদার এবং চন্দন কোনার।

কাঁকসা থানা প্রাঙ্গণে লাঠি খেলা প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: প্রতি বছরের মতো এবছরও কাঁকসা থানায় মহরম উপলক্ষ্যে লাঠি খেলা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন এই প্রতিযোগিতায় ৪টি দল অংশ নিয়েছিল। রবিবার হয় এই প্রতিযোগিতা। এদিন এই প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাঁকসার আইসি প্রসূন খাঁ, কাঁকসার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল। কাঁকসার দুই বিশিষ্ট শিক্ষক-সহ জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ বৈশাখী বন্দোপাধ্যায়-সহ অন্যান্যরা। এদিন বৃষ্টির মধ্যেই শুরু হয় প্রতিযোগিতা। লাঠি খেলার পাশাপাশি এদিন প্রতিটি দল সমাজে সচেতনতার বার্তা দিতে তারা তাদের একটি করে থিম পরিবেশন করেন। কাঁকসার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল জানিয়েছেন, 'তরুণ প্রজন্ম মোবাইলে আসক্ত হয়ে পড়ছে। তাদের উৎসাহ বাড়াতে এই উদ্যোগ। গত কয়েক বছর ধরে এই প্রতিযোগিতা কাঁকসা থানায় অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। জয়ী দলদের কালী পুজোর সময় থানা প্রাঙ্গন থেকে পুরস্কার দেওয়া হবে। বৈশাখী বন্দোপাধ্যায় জানিয়েছেন, কাঁকসায় দুর্গাপুজো হোক বা ঈদ বা বড় দিন সব উৎসব মহা ধুমধামে পালিত হয়।

ট্র্যাফিক সচেতনতা সপ্তাহ পালন কাঁকসায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে গত সাতদিন ধরে পশ্চিম বর্ধমান জেলার বিভিন্ন প্রান্তে নানান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। সেইমতো সোমবার শেষ দিনে পানাগড়ে ট্র্যাফিক সপ্তাহ পালন করা হয় কাঁকসা ট্র্যাফিক গার্ডের পক্ষ থেকে। এদিন পানাগড় বাজারের গুরু দুয়ারা থেকে একটি শোভাযাত্রা বের হয়। এই শোভাযাত্রায় কাঁকসার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কাঁকসার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল, কাঁকসা ট্র্যাফিক গার্ডের ওসি অনুপ কুমার হাতি, দুর্গাপুর ট্র্যাফিক পুলিশের টিআই-থ্রি সঞ্জিত তেওয়ারি, ট্র্যাফিক বিভাগের পুলিশকর্মীরা এবং সিভিক ভলান্টিয়াররা। ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে পথ নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন করতে একটি ক্যুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রশ্ন-উত্তর পর্বে যেসব ছাত্রছাত্রীরা সঠিক উত্তর দিয়েছে তাদের পুরস্কৃত করা হয়।

মন্ত্রীর গাড়িতে হামলা-কাণ্ডে ধৃত আরও ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, মন্তেশ্বর: মন্ত্রীর গাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগে গ্রেপ্তার হল আরও দু'জন। এই নিয়ে এখনও পর্যন্ত মোট সাত জন গ্রেপ্তার হয়েছে। আগেই পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করেছিল মন্তেশ্বর থানার পুলিশ। আবারও দু'জনকে গ্রেপ্তার করে কালনা আদালতে পেশ করে মন্তেশ্বর থানার পুলিশ।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃতদের নাম আল হক সেখ বাড়ি কাঞ্চন ডাঙা এলাকায়। অপরজন আলি হোসেন মণ্ডল ওরফে গোপাল মণ্ডল, বাড়ি তৈয়বপুর এলাকায় বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনার অভিযোগে বাকিদের তল্লাশি চালাচ্ছে মন্তেশ্বর থানা পুলিশ।

উল্লেখ্য, গত ৩ জুলাই নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে নিজেদের দলের একাংশ কর্মী সমর্থকদের হাতে হেনস্থার শিকার হন পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ও রাজ্যের মন্ত্রী

সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। তাঁকে কালো পতাকা ও ঝাঁটা দেখিয়ে গো-ব্যাক স্লোগান দেন দলের একাংশ। মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর অভিযোগ, তার একাধিক গাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়। মন্ত্রী সরাসরি অভিযোগের আঙুল তোলেন মন্তেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আহমেদ হোসেন শেখের বিরুদ্ধে।

কবির জিনিসপত্র কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানান্তরের বিরোধিতায় কবির বংশধররা

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: চুরুলিয়ার নজরুল একাডেমির জাদুঘর থেকে কবির সমস্ত জিনিসপত্র কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে সোমবার একটি সংবাদিক সম্মেলন করা হয়। কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাইপো কাজী আলি রাজা বলেন, 'কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় স্বেচ্ছাচারিতা করছে।' তিনি আরও বলেন, 'প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ সাধন চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা হয়েছিল যে কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কিত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ কাজী নজরুল একাডেমিতে রাখা হবে, কিন্তু কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় এখান থেকে উপকরণগুলি সরিয়ে নিচ্ছে। এমনকি বলা হয়েছে যে, পরের বার তিনি এলে পুলিশকে নিয়ে আসবেন। এর আগে যখন সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা এসেছিলেন, তিনি ১০ লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছিলেন এবং নরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তীও ৫ লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছিলেন।' কাজী আলি রাজা প্রশ্ন তোলেন, 'একাডেমির কোনও রক্ষণাবেক্ষণ না করায় সেই টাকা কোথায় যাচ্ছে? তিনি স্পষ্টভাবে বলেন কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতি এই একাডেমির সঙ্গে

জড়িত এবং কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় যেভাবে স্বেচ্ছাচারিতা করছে তা সহ্য করা যায় না।' কাজী নজরুল ইসলামের আরেক আত্মীয় সোনালি কাজী বলেন, 'একাডেমিতে রক্ষিত কাজী নজরুল ইসলাম, তাঁর স্ত্রী এবং তাঁর মেয়ের জিনিসপত্র দেখার জন্য কেবল ভারতের পশ্চিমবঙ্গ নয়, অন্যান্য দেশ থেকেও বহু মানুষ আসতেন। কবির ভক্তরা বাংলাদেশ থেকে এসে এই জিনিসপত্র স্পর্শ করতেন এবং কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেন, কিন্তু আজ সেই জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলা হচ্ছে।' তিনি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, 'কাজী নজরুল ইসলামের ঐতিহ্যের সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক নেই। তারা বছরে একবার কাজী নজরুল ইসলামের নামে মেলা আয়োজন করে এবং তা থেকে অর্থ উপার্জন করে। আজ জাদুঘর থেকে কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তার মূল কারণ হল টাকা।' তিনি বলেন, 'ব্রিটিশ লাইব্রেরি থেকে টাকা পাওয়ার জন্য তারা এই সব করছে।' তিনি বলেন, 'নজরুল ইসলামের অনেক কাজের পাণ্ডুলিপি ডিজিটালাইজ করা হয়েছে। এর জন্য ব্রিটিশ লাইব্রেরি থেকে ৪৫ লক্ষ টাকা অনুদান পাওয়া গেছে।' কিন্তু সোনালি কাজী প্রশ্ন তোলেন যে, 'কোটি টাকার কাজ কি আদৌ সম্ভব? ৪৫ লক্ষ টাকার কি সত্যিই কাজ হয়েছে? এটাও তদন্ত করা উচিত।' সোনালি কাজী আরও বলেন, 'আসানসোলের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা এখানকার জাদুঘর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অনুদানের অর্থ প্রদান করেছিলেন, কিন্তু সেই অর্থ কোথায় ব্যবহার করা হয়েছে সে সম্পর্কে কোনও তথ্য নেই।' তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, 'কাজী নজরুল ইসলাম এখানকার জাদুঘরের সঙ্গে যুক্ত, এখানে একটা আবেগ জড়িত এবং যেকোনো মূল্যে সেই অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক ভাঙতে দেওয়া হবে না।'

বিজাপুরের জঙ্গলে খতম মাওও শীর্ষ নেতা

মাথার দাম ছিল ৮ লক্ষ টাকা

রায়পুর, ৭ জুলাই: ছত্তিশগড়ের জঙ্গলে অভিযানে চালিয়ে ফের বড় সাফল্য পেল নিরাপত্তাবাহিনী। গুলির লড়াইয়ে নিহত হয়েছেন মাওবাদীদের অন্যতম শীর্ষ নেতা সোধি কান্নার। তাঁর মাথার দাম ছিল আট লক্ষ টাকা। ছত্তিশগড় পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার বিজাপুরের জঙ্গলে গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হয়েছিল কান্নারের। যদিও প্রাথমিকভাবে মৃত মাও নেতার পরিচয় জানা যায়নি। সোমবার তাঁর মৃত্যুর কথা নিশ্চিত করা হয়েছে।

সোমবার পুলিশ জানিয়েছে, নিহত সোধি ছিলেন মাওবাদীদের সশস্ত্র শাখা 'পিপলস লিবারেশন গেরিলা আর্মি'র (পিএলজিএ) একটি ব্যাটালিয়নের ডেপুটি কমান্ডার। তেলঙ্গানায় একাধিক মাওবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। তাঁর মাথার দাম ছিল ৮ লক্ষ টাকা।

সিআরপিএফ এবং ছত্তিশগড় পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার আগে থেকেই খবর পেয়ে বিজাপুরের জাতীয় উদ্যানে অভিযান চালায় যৌথ বাহিনী। নিরাপত্তাবাহিনীর কাছে খবর ছিল, ওই জঙ্গলে মাওবাদীদের তেলঙ্গানা রাজ্য কমিটি, জাতীয় উদ্যান কমিটি এবং পিএলজিএ-র একটি ব্যাটেলিয়নের নেতারা লুকিয়ে রয়েছেন। অভিযানে গুলির লড়াই শেষে সোধির দেহ উদ্ধার হয়। এছাড়াও মেলে একটি রাইফেল, একে-৪৭-এর ম্যাগাজিন এবং প্রচুর বিস্ফোরক।

টেক্সাসের ভয়াবহ বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৮০

হাউস্টন, ৭ জুলাই: টেক্সাসের ভয়াবহ বন্যার চিত্র সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। জোড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে অন্তত ৮০। নিখোঁজ বহু। বন্যার পাশাপাশি দোসর ভূমিধসও। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে উদ্ধারকাজ। কিন্তু দফায় দফায় বৃষ্টিপাতের ফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে উদ্ধারকারী দলকে।

ইতিমধ্যেই স্থানীয় প্রশাসনের আর্জি মেনে 'বিপর্যয় পরিস্থিতি' ঘোষণা করেছে হোয়াইট হাউস। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, আগামী শুক্রবার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে টেক্সাসে যেতে পারেন তিনি।

আমেরিকার টেক্সাসের দক্ষিণ-মধ্যাঞ্চলে গত কয়েকদিন ধরেই বর্ষার বৃষ্টিপাত হচ্ছে। গত ৪ জুলাই (শুক্রবার) হঠাৎ সেখানে বন্যা দেখা দেয়। ভারী বর্ষণের জেরে প্লাবিত হয় গুয়াদালুপে নদী। সেদিনই টেক্সাসের গভর্নর ড্যান প্যাট্রিক এনিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, ৪৫ মিনিটের মধ্যে গুয়াদালুপে নদীর জল ২৬ ফুট বেড়ে যায়। যার জেরে বন্যা ধ্বংসাত্মক রূপ নেয়। সতর্কবার্তা দেওয়ার সময়ই মেলেনি। পরিবেশবিদরা বলছেন, টেক্সাসের ইতিহাসে এই বন্যা অন্যতম বড় বিপর্যয়।

সোমবার জানা গিয়েছে, বন্যার জেরে মৃত্যু বেড়ে হয়েছে ৮০। সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি পাহাড়ি অঞ্চল কেরভিলের। সেখানে সবচেয়ে বেশি ৬৮ জন প্রাণ হারিয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে ২৮ জন শিশু।

একের পর এক বহুতল খেলনার মতো জলের তোরে ভেসে চলে গিয়েছে। প্লাবিত এলাকায় গাছের মধ্যে দেহ আটকে থাকতে দেখা যাচ্ছে। নদীর পাড়ে মরে গিয়ে পচছে শয়ে শয়ে মাছ।

সপ্তাহান্তের ছুটিতে 'সামার ক্যাম্প' করতে নদীর ধারে তাঁবুতে থাকছিল একটি স্কুলের ছাত্রীরা। তাদের মধ্যে প্রায় ২৭ জনের এখনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। নিকটবর্তী শহর কেরভিলের প্রশাসক ডালটন রাইস জানিয়েছেন, ২৭ জন ছাত্রী ছাড়াও অনেকের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। নিখোঁজের সংখ্যা ৪০-এরও বেশি। এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। নিখোঁজদের সন্ধানে উদ্ধারকাজে নেমেছে আমেরিকার উপকূলরক্ষী বাহিনী (ইউএস কোস্ট গার্ড)। আকাশপথেও চলছে তল্লাশি অভিযান। উদ্ধার অভিযানে আরও ১৭টি হেলিকপ্টার যোগ দিয়েছে। রয়েছে প্রচুর ড্রোনও। উদ্ধারকাজে নেমেছেন শয়ে শয়ে কর্মী।

কেরল পর্যটনের মুখ ছিলেন পাক চর জ্যোতি! বিজয়ন সরকারকে কটাক্ষ কং-বিজেপির

তিরুঅনন্তপুরম, ৭ জুলাই: কেরল পর্যটনের মুখ ছিল পাক চর জ্যোতি মালহোত্রা! তথ্যের অধিকার আইন অনুসারে, রাজ্যের পর্যটনের ব্র্যান্ড প্রোমোশনের জন্য মোট ৪১ জন ইউটিউবারকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল কেরল সরকার। যার মধ্যে ছিলেন জ্যোতিও। পাকিস্তানের হয়ে চরবৃত্তির অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া ইউটিউবার জ্যোতি মালহোত্রাকে নিয়ে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। এমনকী প্রত্যেকের থাকা, খাওয়া থেকে যাতায়াতের সমস্ত খরচ বহন করেছিল কেরল সরকারের পর্যটন বিভাগ। এই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই কেরল সরকারকে কটাক্ষ করেছে বিজেপি ও কংগ্রেস। বিজেপির মুখপাত্র শেহজাদ পুনওয়ালা এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্ট করে লিখেছেন, 'আরটিআই এটাই প্রমাণ করে বাম সরকার পাক চর জ্যোতি মালহোত্রাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। পাশাপাশি তাঁদের থাকা, খাওয়া-সহ সমস্ত ব্যবস্থা করেছিল।' এই ঘটনার পর পর্যটন মন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেছেন বিজেপি মুখপাত্র।

এরপরেই আসরে নেমেছেন কেরল পর্যটন বিভাগের মন্ত্রী পিএ মহম্মদ রিয়াজ। তিনি বলেন, 'যে সময় জ্যোতি মালহোত্রা-সহ ৪১ জন ইউটিউবারকে পর্যটন দপ্তরের প্রোমোশনের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল তখন তাঁর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ ছিল না।

বিজেপি ছেড়ে পিকের দলে ইউটিউবার মণীশ

পাটনা, ৭ জুলাই: বিহার নির্বাচনের আগে ইউটিউবার মণীশ কাশ্যপকে দলে নিল প্রশান্ত কিশোরের জনসূরজ পার্টি। মাত্র ১৩ মাস বিজেপিতে থাকার পরই জনসূরজে আসলেন তিনি। মণীশের হাতে সোমবার দলীয় পতাকা তুলে দেন দলের প্রতিষ্ঠাতা প্রশান্ত কিশোর। উল্লেখ্য, বিহারের বেহাল দশা তুলে ধরে রাষ্ট্রের কোপে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। যেতে হয়েছিল জেলেও।

এই অনুষ্ঠানে প্রশান্ত কিশোর বলেন, যারা বিহারের বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন চান তাঁদের সকলকে জনসূরজে স্বাগত। অন্যদিকে মণীশ বলেন, 'এবার আমাদের রাজ্যের ভাগ্য নির্ধারিত হবে। আগামী ৫ বছর আপনাদের হবে। রাজ্যের অবস্থা সম্পর্কে আপনারা সকলে স্বাগত, বিহারে এখন কেউ নিরাপদ নন। বিহারকে নিরাপদ করতে হলে জনসূরজের প্রয়োজন।'

গত বছরের জুন মাসে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন মণীশ। যদিও সেখানে মন টেকেনি তাঁর। এই অবস্থায় বিজেপি থেকে ইস্তফা দেন তিনি। সম্প্রতি জনসূরজের সভাপতি উদয় সিংয়ের সঙ্গে একটি ছবি প্রকাশ্যে আসে। যেখানে তিনি লেখেন, ৭ জুলাই বাপু অডিটোরিয়াম। নিভতে বসা আশা ফের

ময়দান

আরও দুই বছরের জন্য লাল-হলুদেই পিভি বিষ্ণু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী দুই বছরের জন্য লাল-হলুদ জার্সি গায়েই মাঠ কাঁপাতে দেখা যাবে উইঙ্গার পিভি বিষ্ণুকে। আগের মরসুমে লেসলি ক্লডিয়াস সরণীর ক্লাবটির হয়ে নজরকাড়া ফুটবল খেলেছিলেন কেরলের এই উইঙ্গার। তারপর থেকেই আগামী মরসুমের জন্য বিষ্ণুকে নেওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে ছিল আইএসএল-র অন্য দলগুলি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইমামি ইস্টবেঙ্গলের টিম ম্যানেজমেন্ট দলের গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার বিষ্ণুকে দলে রেখে দিতে সক্ষম হন। সোমবার বিষ্ণু যে আগামী ২০২৭-২৮ মরসুম পর্যন্ত লাল-হলুদ শিবিরে থাকার খবরটি সরকারিভাবে ঘোষণা করেছে।

বিষ্ণুকে দলে ধরে রাখতে পেরে ইমামি ইস্টবেঙ্গলের ফুটবল হেড থিংবোই সিংটো জানান, 'বিষ্ণু অত্যন্ত প্রতিভাবান একজন ফুটবলার। গত মরসুমে ও ধারাবাহিকভাবে ভাল খেলেছে। আমরা বিষ্ণুকে আমাদের দলে রাখতে পেরে দারুণ খুশি। আশাকরি আগামী মরসুমগুলিতেও বিষ্ণু তাঁর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সক্ষম হবেন।'

বিষ্ণুর দলে রাখতে পেরে খুশি কোচ অস্কার ব্রুঁজো-ও। অস্কার বলেন, 'বিষ্ণু আগামী দিনে ক্লাবের কাছে একটা সম্পদ। ও যদি ভবিষ্যতে আরও নিজেকে উন্নত করতে পারেন, তাহলে আগামী দিনে শুধু ক্লাবের কাছে নয়, দেশের ফুটবলেও সম্পদ হয়ে উঠবেন।'

অপর দিকে নিজের পুরনো ক্লাব ইস্টবেঙ্গলে থাকতে পেরে খুশি বিষ্ণু নিজেও। এই প্রসঙ্গে বলেন, 'ইস্টবেঙ্গলের জার্সি গায়ে আমি নিজেকে মেলে ধরতে পেরেছি।

মোহনবাগানের জয়, তারকের গুরুতর চোট নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ব্যারাকপুর স্টেডিয়ামে কলকাতা লিগের ম্যাচে রেলওয়ে এফসি-কে ২-০ গোলে হারাল মোহনবাগান। ম্যাচের শুরুতেই ৬ মিনিটে গোল পেয়ে যায় মোহনবাগান। সালাহউদ্দিন বল নিয়ে এগোলে রেলের ডিফেন্ডার অভিষেক আইচ বাঁচিয়ে দেন। পরে সেই বল পেয়ে সালাহের সেন্টার থেকে গোল করেন মোহনবাগান অধিনায়ক সন্দীপ মালিক। দ্বিতীয়ার্ধে আরও একটি গোল করেন শিবম মুণ্ডা। তবে ম্যাচে আলোচ্য বিষয় ৩৫ মিনিটে রেলওয়ে এফসির তারক হেমব্রমের চোট। মোহনবাগানের মার্শাল কিস্কু ট্যাকল করলে গুরুতর চোট পান তারক। তৎক্ষনাৎ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়নি তারকের। ডাগআউটেই রাখা হয় তাকে। ম্যাচের প্রথমার্ধ শেষ হলে একটি অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হয় তারককে। তবে আবার সেই অ্যাম্বুলেন্স থেকে নামিয়ে এনে অন্য অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হয়। তারকের পায়ে দুটি ছাতা দিয়ে সাপোর্ট দেওয়া হল। যে বিষয়টি নিয়ে নিন্দা শুরু হয়েছে। আইএফএ কিংবা

রেলওয়ে মেডিক্যাল স্টাফের আরও বেশি সতর্ক হওয়া জরুরী বলে অনেকে মনে করছেন। তবে এই ঘটনায় ভিন্ন মতও রয়েছে। কেউ কেউ বলছেন, দ্রুত পায়ে কিছু সাপোর্ট দেওয়া জরুরি, ছাতা বা অন্য যা কিছুই হোক। বৃষ্টির মধ্যে গুরুতর আহত ফুটবলারকে এক অ্যাম্বুলেন্স থেকে অন্য অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হল, সেই বিষয় নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। ততক্ষণে দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হয়ে গিয়েছে। কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তারক। এদিকে ম্যাচের ৫৮ মিনিটে দুই দল হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে। রেলের সৌমিক কোলে মোহনবাগানের শেরপাকে উদ্দেশ্য করে হাত চালায়। ঘটনায় এগিয়ে এসে সালাউদ্দিন সৌমিককে ধাক্কা দেয়। এরপর রেলওয়ে মিডফিল্ডার গৌরব সিং -এর সঙ্গে ঝামেলা বেধে যায় সালাউদ্দিনের। উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে রেফারি লাল কার্ড দেখায় দুই দল মিলিয়ে মোট পাঁচজনকে। মোহনবাগানের হয়ে সালাউদ্দিন ও টিম ম্যানেজার রাহুল দত্ত লাল কার্ড দেখেন।

বাংলার ক্রিকেটে সংকটে বাঙালি ক্রিকেটার! দায় কার?

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সাম্প্রতিক সময়ে বাংলার ক্রিকেটে এক অদ্ভুত ট্রেন্ড লক্ষ্য করা যাচ্ছে-দলে খেলছেন এমন অনেকেই বাংলার জন্মসূত্রে নন। তারা বাইরের রাজ্যের, কিন্তু 'জামাই আদরে' জায়গা পাচ্ছেন বাংলার স্কোয়াডে। এর ফলে জন্মসূত্রে বাঙালি প্রতিভারা সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, আর দীর্ঘদিন ধরে নিজেকে প্রমাণ করতে গিয়ে হারিয়ে ফেলছেন কেরিয়ারের দিশা। এই বিতর্কের কেন্দ্রে এখন উঠে এসেছেন দুই পেসার;আকাশদীপ সিং এবং মুকেশ কুমার। আকাশদীপের উত্থান নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। ভারতীয় টেস্ট দলে জায়গা করে নিয়েছেন, এবং সম্প্রতি এজবাস্টনে গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে;তিনি বাংলার হয়ে খেললেও আদতে বিহারের ছেলে। একই কথা প্রযোজ্য মুকেশ কুমারের ক্ষেত্রেও। দুজনেই বাংলার হয়ে নিয়মিত খেলছেন, অথচ তাঁদের শিকড় বাংলায় নয়। এই জায়গায় ক্ষোভ জমেছে বাংলার ঘরোয়া

ক্রিকেট ফ্যান ও সংশ্লিষ্ট মহলে। অনেকেই মনে করছেন, এই দুই খেলোয়াড়ের উপস্থিতিতে প্রকৃত বাঙালি প্রতিভারা পিছিয়ে পড়ছেন। উদাহরণ হিসেবে উঠে এসেছে ঈশান পোড়েলের নাম। দীর্ঘদিন ধরেই বাংলার পেস আক্রমণের অন্যতম মুখ ছিলেন তিনি, কিন্তু সম্প্রতি জাতীয় দলের দরজায় কড়া নাড়লেও তাঁর প্রগতি থমকে গেছে। অনেকেই বিশ্বাস করেন, আকাশদীপ ও মুকেশের প্রাধান্যের জন্যই ঈশান হয়তো তাঁর প্রকৃত সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তবে এই বিতর্ক একদিনের নয়। বাংলার হয়ে এর আগেও বাইরের রাজ্যের খেলোয়াড়রা নিয়মিত খেলেছেন। সদ্য প্রয়াত দিলীপ দোসি, সাবা করিম, অরুণ লাল, প্রকাশ পোদ্দার, দলজিৎ সিং, অশোক মালহোত্রার মতো খেলোয়াড়রা বাঙালি না হয়েও বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তারা অনেকেই বাংলার ক্রিকেটে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, কেউ কেউ জাতীয় দলেও জায়গা পেয়েছেন। তবে তাঁদের সময়ে এই বিতর্ক এতটা তীব্র হয়ে ওঠেনি। এখানেই প্রশ্ন উঠছে;বাংলার 'কোটা' কী কেবল বাইরের রাজ্যের খেলোয়াড়দের জন্য? শেষবার ভারতের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছিলেন যে বাঙালি ক্রিকেটার, তিনি অশোক দিন্দা।

বেড়েছে শহর কমেছে খেলার জায়গা! সেই মাঠ এখন শুধু স্মৃতি!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এক সময়ের খেলার উন্মাদনা, চিৎকার, হাততালি, আর উইকেট পড়ার শব্দ আজ নিঃশব্দে মিশে যাচ্ছে কংক্রিটের জঙ্গলে। কলকাতার বুক থেকে একে একে হারিয়ে যাচ্ছে সেইসব ঐতিহাসিক ক্রিকেট মাঠ, যেগুলো একদিন গড়ে তুলেছিল রাজ্যের ক্রিকেট সংস্কৃতি। নব্বইয়ের দশকে বা তার আগেও, কলকাতার বহু এলাকা ছিল গলির ক্রিকেট এবং ক্লাব টুর্নামেন্টের প্রাণকেন্দ্র। ছোট মাঠ, কিন্তু বড় স্বপ্ন। কিন্তু আজ সেই মাঠগুলোর বেশিরভাগই আর অস্তিত্বে নেই। কিছু দখল হয়ে গেছে আবাসন প্রকল্পে, কিছু ব্যবসায়িক ব্যবহার, আবার কিছু পুরোপুরি অব্যবহৃত। এবার আসা যাক সেই মাঠগুলোর কিছু টুকরো গল্পে। কুমোরটুলি মাঠ যেটিকে এক সময় বলা হত মৃৎশিল্পীর পাড়ায় মাঠ। উত্তর কলকাতার কুমোরটুলির একটি খেলার মাঠ ছিল স্থানীয় প্রতিযোগিতার জন্য বিখ্যাত। পেছনের গলিতে ছোট হলেও, নিয়মিত ক্রিকেট ম্যাচ চলত। ১৯৮০-৯০-এর দশকে বহু স্কুল টিম এখান থেকে উঠে আসে। কিন্তু বর্তমানে সেই মাঠের জায়গা জুড়ে গড়ে উঠেছে একটি বাণিজ্যিক ভবন। এলাকা জুড়ে এখন আর ক্রিকেটের শব্দ নেই, আছে শুধুই গাড়ির হর্ন। দক্ষিণ দমদম রেল মাঠ, এটি পরিচিত ছিল ছোটদের 'ইডেন' নামে। এই মাঠ এক সময় রেলের কর্মচারী ও তাদের সন্তানদের জন্য খেলার জায়গা ছিল। গ্রীষ্মকালীন ক্রিকেট ক্যাম্প থেকে শুরু করে পাড়ার লিগ পর্যন্ত, দক্ষিণ দমদমের রেল মাঠ ছিল বিস্তৃত। কিন্তু গত এক দশকে এই মাঠ আংশিকভাবে রেল দপ্তরের স্টোরেজ ও গাড়ি পার্কিংয়ে পরিণত হয়েছে। মাঠের প্রান্তে এখন হাই রাইজ টাওয়ার।

সীমুলিয়া ময়দান, এটি গলি ক্রিকেটারদের বড় ভরসা ছিল। সেন্ট্রাল কলকাতার সীমুলিয়া অঞ্চলের মাঠটি ছিল গলির ক্রিকেটারদের বড় ভরসা। বহু প্রতিভাবান ক্রিকেটার এখানে প্রথম ব্যাট ধরেছে। এখন এই মাঠটির স্থানে একটি পার্ক ও কমিউনিটি সেন্টার গড়ে উঠেছে। স্থানীয়দের দাবি, তশিশুদের খেলার জায়গা না থাকায় তারা মোবাইলেই ব্যস্ত।দ টালিগঞ্জ ক্লাবের পুরনো মাঠ এটি সিনেমা হাউসের পাশে হওয়ায় অনেক অভিনেতা রাও আসতো। দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জ অঞ্চলে এক সময় ক্লাবের নিজস্ব মাঠে নিয়মিত ম্যাচ হতো। আশপাশের বাচ্চারা এখানে খেলতে আসত, এমনকি ছোট টুর্নামেন্টের আয়োজনও হতো। এখন এই মাঠটি সংস্কার করে শুধুই অনুষ্ঠান ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা হয়েছে, খেলার জন্য নয়। কলকাতার ক্রিকেট সংস্কৃতির প্রাথমিক স্তরই ছিল এই মাঠগুলো। এগুলোর হারিয়ে যাওয়া মানে শুধু এক টুকরো জমি হারানো নয়, বরং এক টুকরো স্বপ্ন, স্মৃতি ও সম্ভাবনার অপচয়। ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল (CAB)-এর উচিত স্থানীয় স্তরে হারিয়ে যাওয়া এসব মাঠ পুনরুদ্ধার করার উদ্যোগ নেওয়া। ফিরবে কি সেই ক্রিকেটের দিন? না কি স্মৃতিই একমাত্র ভরসা? তা সময় বলবে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

JETIA GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.: Jetia, North 24 Pgs.
NOTICE INVITING TENDER
e-Tender has been invited under **15th CFC/2025** Fund for **NIT No: JGP/548/Re-tender/15th CFC/2025, Dated: 07.07.2025 (2nd call).**
Tender ID:
2025_ZPHD_875231_1
2025_ZPHD_875231_2
2025_ZPHD_875231_3
Details contact website:
www.wbtenders.gov.in
Sd/- **Prodhan**
Jetia Gram Panchayet

Notice Inviting e-Tender
NIT NO- JOY2/09 of 2025-26, Dt.-07.07.2025. It is here invited by the BDO/EO, Joynagar-II for e-tender of 1 no. of Work vide **Tender Id: 2025_ZPHD_875324_1** and last date of bid submission is **22.07.2025.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
BDO/EO
Joynagar-II Dev. Block/PS
Nimpith, South 24 Parganas

E-TENDER NOTICE
Chairman, Diamond Harbour Municipality, Invites e-tender for "Annual Maintenance Contract for Hand Tubewell Maintenance with Materials within ward no 01 to 16 under Diamond Harbour Municipality" from outside bonafide and resourceful contractors. **NIQ No.- 02/NIQ(e)/DHM/2025-26.** Bid Submission Start Date: **08.07.2025.** Last date of online submission: **21.07.2025.** Detailed information available in the departmental website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
Diamond Harbour Municipality

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
WBMAD/ULB/BM/PW/OWN FUND/ NIQ-01/2025-2026
Memo no:- 1144/PWD/BM/2025-26
Date:-24.06.2025
Name of the Work :- 16 (Sixteen) Sl. No. 1-16 Different type of Renovation works in Municipal Office and other sites under Bolpur Municipality. Last Date of Submission 19.07.2025, for details see Bolpur Municipality Notice Board & Website: **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
WBMAD/ULB/BM/PW/OWN FUND/ NIT-09/2025-2026
Memo no:- 1332/PWD/BM/2025-26
Date:-07.07.2025
Name of the Work :- 1 (one) Sl. No. 1- Installation of CCTV with necessary arrangements at Municipal Office Building, UH & WC centre's at Bolpur Municipality. Last Date of Submission 31.07.2025, for details see Bolpur Municipality Notice Board & Website: **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

NOTICE INVITING TENDER
NIT No. 01 of 2025-26 of the Assistant Engineer (A-I), Burdwan (A-I) Sub Division
On behalf of the Governor of West Bengal 01 (one) no. sealed tender consisting of 03 (three) group for Repair and Rewinding of Submersible Motor - Pump sets under Burdwan (A-I) Division in Form No. 2911 are invited by the Assistant Engineer (A-I), Burdwan (A-I) Sub Division, Kalna Road, Bardhaman, Purba Bardhaman from the bonafied and resourceful agencies with sound technical and financial capabilities and having experience of similar types of works as mentioned in the N.I.T. For detail like Name of work, Eligibility criteria, Earnest money, Estimated amount etc. may be available from this office on any working day from 11.00 A.M. to 2.00 P.M. Last date of application and availability of tender papers are 14.07.2025 & 15.07.2025 up to 2.00 P.M. respectively
Sd/-
Assistant Engineer (A-I)
Burdwan (A-I) Sub Division
Kalna Road, Bardhaman

Office at ADHATA GP
Vill + Post- Adhata, P.S.- Amdanga, North 24 Parganas
NIT No: 004/ADHGP/2025-26
Dated: 04.07.2025
Published Date: 07.07.2025
No. of work - 01
NIT No: 005/ADHGP/2025-26
Dated: 04.07.2025
Published Date: 07.07.2025
No. of work - 05
Document download start date From **07.07.2025, 9.00 A.M.** (or as per Tender site). Bid submission start day On **07.07.2025, 9.00 A.M.** (or as per e-Tender site). Bid submission closing day On **15.07.2025 up to 13.00P.M.** (or as per e-Tender site). Bid opening date & time On **18.07.2025 (after 12.00 P.M)** or any other day and time as desired and fixed by the tender authority. Place at Adhata GP
Sd/- **Prodhan**
Adhata Gram Panchayat

BERABERI GRAM PANCHAYAT
Habra- II Development Block Village + PO.: Sabdalpur, North 24 Parganas.
NOTICE INVITING E-TENDER
NIT NO.: 403/BGP-15thFC/25
Dated: 03/07/2025
Tender ID: 2025_ZPHD_874278_(SL No 1 to 3)
NIT NO.: 404/BGP-15thFC/25
Dated: 03/07/2025
Tender ID: 2025_ZPHD_874352_(SL No 1 to 4) Of line
NIT NO.: 406/BGP-15th FC/25
Dated: 03/07/2025
(SL No 1)
NIT NO.: 407/BGP-15th FC/25
Dated: 03/07/2025
(SL No 1)
Critical date
Published Date- **07/07/2025.** Document Download/Sale Start Date- **07/07/2025.** Document Download / Sale End Date- **15/07/2025 2.30 pm.** Bid Opening date- **17/07/2025.**
Sd/- **Prodhan**
Beraberi Gram Panchayat

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/180/ 25-26 Dated 07.07.2025	Construction of Concrete Road with Culvert at Sekh Para in Ward No-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 10,07,973.00

Bid Submission end date: **22.07.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/179/25-26 Dated 07.07.2025	Ballah Pilling Work at Kodalia Amra Kajan Club & Napith Para in Ward No-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 3,46,737.00
WBMAD/ULB/ RSM/181/25-26 Dated 07.07.2025	Construction of Surface Drain at "B" - Block near H/O Chotka in Ward No- 24 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,89,391.00
WBMAD/ULB/ RSM/182/25-26 Dated 07.07.2025	Ballah Pilling Work at Barendra Para and Goutam Para at Ward No-16, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 3,45,568.00
WBMAD/ULB/ RSM/183/25-26 Dated 07.07.2025	Construction of Concrete Road at Malikapur Pandit para In Ward No- 16 under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs. 4,04,088.00

Bid Submission end date: **16.07.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- -343(3rd Call), 356 (3rd Call), 388(3rd Call), 366(2nd Call) 24-25)/ 25-26, NIeT- 23(2nd Call), 67(2nd Call), 79(2nd Call)/ 25-26 and NIeT- 154 to 163/2025-2026, Dated- 07-07-2025
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electricall works at Burdwan, Nadia, Paschim Medinipur, Coochbehar, Purulia, Purba Medinipur, Jalpaiguri, Jhargram, North 24 Parganas and Murshidabad District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **08-07-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **21-07-2025 and 28-07-2025 upto 3.00 pm**
Date: 07.07.2025 **Sd/- Executive Engineer**

Office Of The
DEBKUNDU GRAM PANCHAYAT
P.O.+P.S. – Beldanga, Dist. – Murshidabad (W.B), Pin.–742133
NIeT. No. 06/Debkundu GP/2025-26, Memo No. 314(19)/DGP and Dated : 04/07/2025. NIeT. No. 07/Debkundu GP/2025-26, Memo No. 315(19)/DGP and Dated : 04/07/2025. NIeT. No. 08/Debkundu GP/2025-26, Memo No. 316(19)/DGP and Dated : 04/07/2025
Date of publishing: **05/07/2025 from 9.00 a.m.** on **htpp://wbtenders.gov.in**
Bid downloading starts from: **05/07/2025 from 10.00 a.m.**
Bid Downloading ends: **12/07/2025 up to 6.00 p.m.**
Last date of Bid submission: **12/07/2025 up to 6.00 p.m.**
Technical Bid opening date: **15/07/2025 after 11.00 a.m.**
For details logon to **htpp://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.
Sd/- Pradhan
Debkundu Gram Panchayat

DASPUR-I PANCHAYAT SAMITY
NOTICE INVITING E-TENDER
WBPMID/DAS-I/EO/NIT-07/25-26, Memo No-425, Date- 07/07/2025
Tender Through inviting by the undersigned from the bonafied and experienced contractor, Registered Engineers Co-Operative societies & labour Co-Operative societies having credential of similar type of work at Daspur-I Panchayat Samity. Bid Submission Start Date- **08.07.2025.** Bid Submission end Date- **14.07.2025.** Bid Opening Date- **16.07.2025.** For Details Please Visit website **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer
Daspur-I Panchayat Samity
Daspur :: Paschim Medinipur

Office of the
PROSADPUR GRAM PANCHAYAT
Vill - Prosadpur,
P.O- Haribhanga,
P.S & Dist-Murshidabad
NIeT. No. 01/PGP/15 th FC/ Tied/2025-26. Date of publishing: **07/07/2025 from 6.00 p.m** on **htpp://wbtenders.gov.in**
Bid downloading starts from: **07/07/2025 from 6.00 p.m,** Bid Downloading ends : **18/07/2025 up to 5.00 p.m,** Last date of Bid submission: **18/07/2025 upto 5.00 p.m,** Technical Bid opening date: **21/07/2025 at 11.00 a.m**
For details logon to **htpp://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.
Sd/-Prodhan
Prosadpur G.P, M-J Block

OFFICE OF THE BILKANDA-II GRAM PANCHAYAT
Muragacha, Jugberia
North 24 Parganas.
NOTICE INVITING E-TENDER
e Nit No.:
Bil-II/037/OSR/2025
Bil-II/038/CFC/2025
(Sl No - 1 to 5)
The Prodhan, Bilkanda-II Gram Panchayat, under Barrackpore-II Panchayat Samity invites e-tender from the eligible contractors for the 1 (One) No. OSR & 5 (Five) Nos. work under CFC fund. Bid submission closing (online): date & time As per e-Tender Portal. For details information/ downloading/uploading etc. may visit the website: **http://etender.wb.nic.in** or **http://wbetenders.gov.in**
Sd/- **Prodhan**
Bilkanda-II GP

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

টার্গেট

মঙ্গলবার • ৮ জুলাই ২০২৫ • পেজ ৮

আধুনিক শিক্ষায় মূল্যবোধের অভাব রয়েছে পরতে পরতে !

স্বপনকুমার মণ্ডল

আধুনিক শিক্ষা যখন আয়ের লক্ষ্যেই নিঃস্ব হয়ে পড়ে, তখন তার দৈন্যদশা প্রকট হয়ে ওঠে । সেই আয়ও আবার জীবনের চলার পথে পাথেয় হয়ে ওঠে না । সেখানে আধুনিক ভোগবাদী শিক্ষায় মূল্যবোধের অভাব পরতে পরতে। আসলে জীবনের পাথেয়ের মধ্যে যেমন জীবনের লক্ষ্য ক্রমশ স্থিরতা লাভ করে,তেমন সেই লক্ষ্যের পথে পাথেয়ও অর্জন করে লোকে । শুধু তাই নয়,সেখানে জীবনের লক্ষ্যে সাধ ও সাধ্যের সঙ্গতি করে নিজেকেও বদলানো সম্ভব। শুধু পাথেয়ই নয়, জীবনের পথে পথেও অর্জিত মনধনেও জীবনের সঞ্চয় শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। সঞ্চয় মানে তো ভোগ-উপভোগ নয়, সঞ্চয় মানে স্বল্পমেয়াদি জীবনকে স্হায়ী মহার্ঘে পরিণত করা, দৃষ্টান্তে অস্তিত্ব রেখে যাওয়া । যে শুধু নিজের জন্য বাঁচে, তাকে কেউ মনে রাখে না। সকলের জন্যে যে বাঁচে, সবার মধ্যেই সে বাঁচে। পরবর্তী সময়ে সবাই তার প্রয়োজনবোধ করে। যে একার জন্য বাঁচে তার বংশধর শেষ হলে সেও শেষ হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে মনে ও মানে বাঁচা ব্যক্তিগত ভাবে শ্রেষ্ঠত্ব পেলেও সমষ্টিচেতনায় তাও অসফল। 'আমাকে আমার মত থাকতে দাও'-এর মধ্যে স্বার্থপরতার চূড়ান্ত রূপ ফুটে ওঠে । অন্যদিকে যে শিক্ষা উন্নত জীবনের সোপান হওয়ার কথা, তাই ক্রমে ভোগসর্বস্ব অভিজাত জীবনের উপায় হয়ে গেছে । সেখানে যত বেশি আয়,তত বেশি ভোগ-উপভোগ,ততই বেশি দুর্নীতির আয়োজন । তখন আয় হয়ে ওঠে উপার্জন । তা বৈধ পথে অর্জন নয়,অবৈধ পথেও আয়। সেক্ষেত্রে শিক্ষা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানই সেই উপার্জনের সহায়ক। জীবনে সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে তা সহায়ক না হয়ে প্রতিবন্ধী হয়ে উঠেছে ।

অন্যদিকে আমাদের জ্ঞানের অভাব নেই,বরং সময়ের সঙ্গে তার বিস্তার ঘটেছে । জ্ঞান সেখানে knowledge, তথ্যের সমাহার। সেখানে কাণ্ডজ্ঞান বা common sense-এর বড় অভাব । ইংরেজিতে বলা হয়, Common sense is very uncommon। সেখানে চাকুরে সন্তান দূর থেকেই অসুস্থ বাবা-মার খোঁজখবর নিয়ে ও টাকা পাঠিয়ে অনেক করছি ভেবে বসে । তাতে বাবা-মা'র সন্তানসান্নিধ্যের গুরুত্ব নিঃস্ব মনে হয়। অন্যদিকে knowledge বা জ্ঞান যত বেড়েছে, wisdom বা প্রজ্ঞা তত বাড়েনি। আসলে প্রজ্ঞার আলোতে মানবিক মূল্যবোধ বিস্তৃতি লাভ করে । সেখানে জ্ঞানের ভোগী দৃষ্টিতে আমরা অন্ধ হয়ে পড়েছি। জ্ঞান সেখানে বৃদ্ধি পেলেও তার আলো সীমিত,অজ্ঞানতা কমলেও তার অসীম অন্ধকার । বাইরের জ্ঞান যত বেড়েছে,ভেতরে ততই তার স্বল্পতা বৃদ্ধি পেয়েছে । চোখের আলোকে সর্বদা সক্রিয় রাখতে গিয়ে মনের আলোর অভাব তীব্র হয়ে উঠেছে ।

সঞ্চয়ের মধ্যে আমাদের একদা নেতিবাচক চেতনা ছিল। ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেব সন্ন্যাসীদের কোনোরকম সঞ্চয়ে ঘোর বিরোধী ছিলেন । পরের দিনের খাবারের রসদের সঞ্চয়েও তাঁর নিষেধাজ্ঞা ছিল । সেখানে সঞ্চয় বিষয়আশয়ী মানুষের জন্য,সন্ন্যাসীদের ত্যাগই সঞ্চয় । পরবর্তী সময়ে উনিশ শতকে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সঞ্চয়কে অন্যভাবে বললেন, 'টাকা মাটি,মাটি টাকা।' রামকৃষ্ণ প্রথাগত শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত নন, কিন্তু মূল্যবোধে তিনি রাজাধিরাজ। অনুরাগীদের আশীর্বাদের জন্য তিনি কল্পতরু সাজলেন,বরাভয় দেওয়া 'তোর চৈতন্য হোক'ই তাঁর মূলধন। আসলে মানুষের দুঃখ যন্ত্রণার মূলে মানুষের অনন্ত চাহিদা। অজ্ঞানতাই হচ্ছে আমাদের সে চাহিদার মূল। আমরা কী চাইছি,কেন চাইছি, আমাদের কাছেই অজানা । সেখানে চেতনায় আলো জ্বালানোই সবচেয়ে জরুরি ।

সেক্ষেত্রে জীবনের সঞ্চয় ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি বা নিজের শ্রীবৃদ্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না,আমজনতার ঘরে ঘরে সঞ্জিত হয়। বহুজনহিতায় ও বহুজনসুখায়ে এক জীবন প্রদীপের আলোর মতো বহু জীবনে ছড়িয়ে পড়ে । অবশ্য অভাবের মাত্রায় নয়,আলোর প্রভাবেই সেই মহাজীবনের হাতছানি আন্তরিক হয়ে ওঠে । সেদিক থেকে কাঁধের নীচে নিম্নমুখী ক্ষুধা নিবারণ দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে না। দার্শনিক হেগেলের ভাববাদী দর্শনে বুকের ভালবাসাই সব মনে হয়। অথচ আবেগ কেটে গেলে ভালবাসাও ফিকে হয়ে যায় । আবার কার্ল মার্কস এসে পেটের ক্ষুধা নিবারণে গুরুত্ব দিলেন। অথচ সেই ক্ষুধা মেটানোর পরে নিবারণকারীর স্মৃতিও সময়ান্তরে মিলিয়ে যায় । ফ্রয়েড এসে দৈহিক ক্ষুধাকেই প্রাধান্য দেন। সেই ক্ষুধা নিবারণের প্রভাব আরও ক্ষণস্থায়ী। দেহান্তরে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে একমাত্র মানসিক ক্ষুধা নিবারণেই মেলে প্রভূত জীবনের সঞ্চয় । কেননা সেখানে ধনের দারিদ্রমোচন নয়, মনের দৈন্য নিবারণের মহত্ত্ব বর্তমান । ভিখারিকে সাহায্য করলেই উপকার হয় না,বরং তাতে তার অবস্থাকেই সমর্থন করা হয়। তাকে যদি ভিক্ষার পথ থেকে সরিয়ে এনে স্বাবলম্বী করা যায়, তবেই যথার্থ উপকার । সেক্ষেত্রে ধনের দারিদ্র নিবারণে নয়,মনের আলো জ্বালানোতেই জীবনের সবচেয়ে বেশি মহার্ঘ সঞ্চয় অর্জিত হয়। সেখানেই মেলে উন্নত জীবনের হাতছানি । মহামানবের সঞ্চয়েই সভ্যতা এগিয়ে চলে,সেই সঞ্চয়ই আবার সাধারণ্যে জীবনের পাথেয় হয়ে ওঠে,জীবনের সঞ্চয়কে অসাধারণত্বের পথ দেখায় । সেখানে একদিকে গৌতম বুদ্ধ, যীশু খ্রীষ্ট, হযরত মহম্মদ, চৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রমুখ,অন্যদিকে বাল্মীকি, বেদব্যাস, হোমার, শেকসপিয়র, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ,গান্ধীজি,নেতাজি প্রমুখ বিচিত্র প্রকৃতির অসংখ্য মহামানবের সঞ্চয় আমাদের মহার্ঘ পাথেয়।

শারীরশিক্ষায় কর্মসংস্থান উপযোগী পড়ার সুযোগ

ড.জয়ন্ত কুমার দেবনাথ

গত ৭ এপ্রিল উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিকের পর ছাত্র ছাত্রীদের নিজেদের পছন্দের কোর্স নিয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ। আজকে শারীরশিক্ষা নিয়ে পড়াশোনার কি কি সুযোগ আছে , তাই নিয়ে কিছু পরামর্শ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে । গত ২০১৫ সালে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, উচ্চ মাধ্যমিকে শারীর শিক্ষাকে সামান্য নামের পরিবর্তন ঘটিয়ে স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষা নাম দিয়ে চালু করা হয়েছে । উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের দেরীতে হলেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ । উচ্চ মাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগ বাদে কলা এবং বাণিজ্য বিভাগে যে সব বিষয় পড়ানো হয় , এবং সেই সব বিষয়ে উচ্চ শিক্ষায় যে কাজের পরিধি আছে , আমার মতে শারীরশিক্ষা নিয়ে পড়াশোনা করলে, তার চেয়ে অনেক বেশী পেশাগত কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে । প্রথমত এখন যেহেতু স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীরশিক্ষা কোর্স পড়ানো হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারও সুযোগ রয়েছে , তাই উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর শারীরশিক্ষা নিয়ে পড়াশোনা করলে অনেক কর্মসংস্থানের সুযোগ পাওয়া যেতে পারে । যেমন স্কুল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা এবং অধ্যাপনার সুযোগ রয়েছে । এছাড়া শারীরশিক্ষার ডিপ্লোমা কোর্স (বি পি এড বা এম

পি এড) করে কেন্দ্রীয় সরকারের স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়ার অধীনে বিভিন্ন খেলার কোচিং ডিগ্রী কোর্স করা যায় । এতে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রীড়া দপ্তরের বিভিন্ন খেলার কোচ হিসাবে নিয়োগ পাওয়া যায়। তাছাড়া 'যোগ' এর উপরে ডিপ্লোমা এবং মাস্টার্স কোর্স করেও কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে। শুধু ক্ষুযোগক্ষু ব্যয়ামের উপর কোর্স করে যোগ ব্যয়াম কেন্দ্র করে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

প্রতিটি জেলায় থাকে একজন শারীরশিক্ষা এবং যুব কল্যান আধিকারিক (DOPE) এবং একজন সংগঠক (Organizer)। শারীরশিক্ষার উপর কোর্স করে রাজ্য সরকারের এই অফিসার পদে কর্মসংস্থান হওয়ার সুযোগ রয়েছে। শারীরশিক্ষার ডিপ্লোমা বা মাস্টার্স কোর্স করে সুযোগ রয়েছে ফিজিওথেরাপি কোর্স করার। আর বর্তমানে ফিজিওথেরাপি খুবই জনপ্রিয় চিকিৎসা ব্যবস্থা। এই কোর্স করেও স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

বর্তমান পৃথিবীতে প্রতিবছর গেমস এন্ড স্পোর্টসের উপর কোটি কোটি ডলার খরচ করা হয় । তাই খেলাধুলা শুধু বিনোদন নয়, খেলাধুলা আক্ষরিক অর্থেই এক বৃহৎ শিল্প। এই শিল্পের সাথে যুক্ত বিভিন্ন ক্রীড়া সরঞ্জাম তৈরীর কারখানা। সেখানে দরকার উন্নত প্রযুক্তির। আর এই কাজটি করতে পারে শারীরশিক্ষার পর খেলাধুলার সাথে যুক্ত বিভিন্ন কোর্স করে। বর্তমানে আর একটি কোর্স খুবই জনপ্রিয়। তা হলো স্পোর্টস ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোর্স। আছে পিচ কিউরেটর, বিভিন্ন খেলার ক্রীড়া পরিচালক, স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট কোর্স ইত্যাদি।

বর্তমানে ক্রীড়া বিজ্ঞান অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা খেলোয়াড়দের উন্নত দক্ষতার উন্নয়নের সহায়ক।

তাই আমি মনে করি শুধু সাধারণ ডিগ্রি কোর্সে বাংলা ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি বিষয় থেকে শারীরশিক্ষা নিয়ে পড়াশোনা করলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশী। যদিও এখনো আমাদের দেশে শারীরশিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের সচেতনতা কম। সরকারও উদাসীন। তারপরেও এই বিষয়টি কোনো একজনকে দিতে পারে আন্তর্জাতিক পরিচিতি এবং বড় কর্মসংস্থানের সুযোগ।

লেখক: সহ অধ্যাপক, স্নাতকোত্তর সরকারি শারীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বাণীপুর, হাবড়া

গ্লোবাল এক্সেলেন্স অ্যান্ড লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫

IEM-UEM গ্রুপ ও রোটারি ক্লাব অফ সল্ট লেক সিলিকন ভ্যালি সম্প্রতি সিঙ্গাপুরের NUSS-এ 'গ্লোবাল এক্সেলেন্স অ্যান্ড লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫' আয়োজন করে।এই অনুষ্ঠান বিশ্বমানের চিন্তাবিদ এবং উদ্ভাবকদের একত্রিত করে উদ্ভাবন ও রূপান্তরমূলক নেতৃত্বের গৌরব উদযাপন করে।

নবনির্বাচিত ৯ জন প্রতিভাবান ব্যক্তি তাঁদের অসাধারণ অবদানের জন্য পুরস্কৃত হন, যার মধ্যে ছিলেন ডঃ দীপক ওঘমারে, ডঃ ম্যাথু চুয়া এবং ডঃ বৃন্দা জেয়ারামান।প্রফেসর সত্যজিৎ চক্রবর্তীর বক্তব্য ছিল অবিস্মরণীয়; 'উদ্ভাবন জ্ঞান ও সহানুভূতির মিলনে লালন হয়।'

অনুষ্ঠান পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন একাডেমিক ও প্রশাসনিক সমন্বয়ক ডঃ প্রবীর কুমার দাস ও ডঃ বর্ষা পোদ্দার।

SMART সমাজ, USA-র সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারিত্বে অনুষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক মর্যাদা পায় । নৈতিক উদ্ভাবন, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রযুক্তি ও নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠ মেলবন্ধনের প্রতিফলন ঘটায়। এই সম্মাননা একাডেমিয়া,শিল্পের সমন্বয়ে বৈশ্বিক মানদণ্ড স্থাপন করল এবং তাঁদের সম্মানী প্রদান করল যাঁরা এক উন্নত ভবিষ্যৎ গঠনে নিরলসভাবে কাজ করছেন।

পাবলিক রিলেশনস সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া, কলকাতা চ্যাপ্টার নতুন কমিটি

পাবলিক রিলেশনস সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া, কলকাতা চ্যাপ্টারের ৫৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় নতুন কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়েছে। সৌম্যজিৎ মহাপাত্র নব নির্বাচিত চেয়ারম্যান বা সভাপতি হয়েছেন। অন্যান্যদের মধ্যে অনিন্দ দাস ভাইস চেয়ারম্যান বা উপসভাপতি , চিত্রলেখা ব্যানার্জি সম্পাদক, নির্মল চ্যাটার্জি যুগ্ম সম্পাদক এবং ইয়াসমিন খাতুন কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন। ড মহুল ব্রহ্ম এবং সৌভিক কুমার চন্দ্র নির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য হিসাবে যুক্ত হয়েছেন। মূল বক্তা জহর সরকার গণমাধ্যমের সাথে যুক্ত সমস্ত প্রফেশনাল এবং সাংবাদিকদের এই ডিজিটাল প্রযুক্তিতে পরিবর্তন আরও সাবলীলভাবে গ্রহণ এবং নৈতিকতা নিয়ে আরও সজাগ হওয়ার কথা বলেছেন।

রোবোটিক অভ্যর্থনা

আইইএম ২০২৫ সালের বি.টেক ব্যাচকে চিত্তাকর্ষক প্রযুক্তিগত দক্ষতার ঝলক দেখিয়ে রোবোটিক অভ্যর্থনার মাধ্যমে স্বাগত জানায়। উদ্ভাবনী পদ্ধতির জন্য বিখ্যাত এই প্রতিষ্ঠানটি বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতার প্রতি জোর দিয়ে শিক্ষাবর্ষ শুরু করে। আইইএম-এর পরিচালক ডঃ সত্যজিৎ চক্রবর্তী প্রথম থেকেই ব্যবহারিক দক্ষতা গড়ে তোলার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন। কর্পোরেট রিলেশনসের পরিচালক গোপা গোস্বামী শিল্প সংযুক্তিকরণ এবং প্লেসমেন্টের উপর আইইএমের জোরের কথা উল্লেখ করেছেন।